Year 11 | Issue 03
02 - 08 FEBRUARY 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ০৩
১৯ মাঘ ১৪৩০
২০ রজব ১৪৪৫হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত যুক্তরাজ্য

নরক যন্ত্রণায় গাজাবাসী

- ৪ মাসে ২৬ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা
- ভূ-গর্ভস্থ টানেলে ঢেলে দেয়া হয়েছে সমুদ্রের পানি

ফিলিস্তিনের জনগণের ন্যায্য আন্দোলনকে সমর্থন দিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
- ডেভিড ক্যামেরন

দেশ ডেস্ক, ২ ফেব্রুয়ারি : চেকপয়েন্টে বিলম্বের কারণে গাজার খান ইউনুসে মারাত্মক খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে নাসের হাসপাতালে খাদ্য সরবরাহ দিতে পারছে না বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। অবশ্য পুরো গাজারই এক চিত্র। এর ফলে এক নরকযন্ত্রণা ভোগ করছেন গাজাবাসী। গাজার উত্তরাঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ দেয়ার পর মার্সি করপোরেশনের একজন ত্রাণকর্মী বলেছেন, বিরল এই খাদ্য সরবরাহ দেয়া। এ সময়ে অতিরিক্ত ভিড়ে শ্বাস বন্ধ হয়ে দু'জন মানুষকে মারা যেতে দেখেছি। রাফায় ইসরাইলিরা কয়েক ডজন ফিলিস্তিনির মৃতদেহ হস্তান্তর করেছে।

এরপর ড. ওমর আবু তাহা বলেছেন, এসব মানুষ আহত হয়েছিলেন কিনা জানি না। এমনকি তাদের নাম পর্যন্ত জানিনা। রেড ক্রিসেন্ট বলেছে, ইসরাইলি সেনাবাহিনী ঝড়ো গতিতে খান ইউনুসের আল আমাল হাসপাতালে প্রবেশ করে। তারা চিকিৎসক ও বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদেরকে হাসপাতাল থেকে চলে যেতে বলে। ওদিকে ৭ই অক্টোবর হামাসের রকেট হামলার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৪ মাসে ইসরাইল হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ২৬ হাজার ৭৫১ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। গাজায় ইসরাইলের যুদ্ধ নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম অব জাস্টিস (আইসিজে) যে রায় দিয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করতে নিউ ইয়র্কে বুধবার স্থানীয় সময় ১১টায় বৈঠকে বসার কথা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের। গাজায় যেসব ভূ-গর্ভস্থ টানেল আছে তাতে বিপুল পরিমাণ পানি ঢেলে দেয়ার কথা নিশ্চিত করেছে ইসরাইল। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস-এ (আইসিজে) ইসরাইলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার মামলায় উল্লেখিত তথ্যপ্রমাণের একটি ---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব নির্বাচন

মোহাম্মদ জুবায়ের প্রেসিডেন্ট, তাইসির মাহমুদ জেনারেল সেক্রেটারি, সালেহ আহমদ ট্রেজারার

দেশ ডেস্ক, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪: ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো ব্রিটেনে বাংলা মিডিয়ার প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নির্বাচন (২০২৪)। নির্বাচনে মোহাম্মদ জুবায়ের প্রেসিডেন্ট, তাইসির মাহমুদ জেনারেল সেক্রেটারী ও সালেহ আহমেদ ট্রেজারার নির্বাচিত হয়েছেন। নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জুবায়ের তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে ক্লাবের সকল সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে নতুন ---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

বৃটেনে ডিসপোজেবল ই-সিগারেট নিষিদ্ধ হচ্ছে

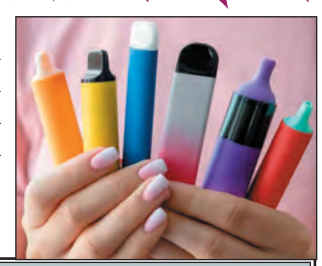

দেশ ডেস্ক, ২ ফেব্রুয়ারি: অপ্রাপ্তবয়স্কদের ধূমপান থেকে বিরত রাখতে দেশজুড়ে একবারের বেশি ব্যবহার করা যায়না (ডিসপোজেবল) এমন ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে যুক্তরাজ্য। গত ২৬ ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

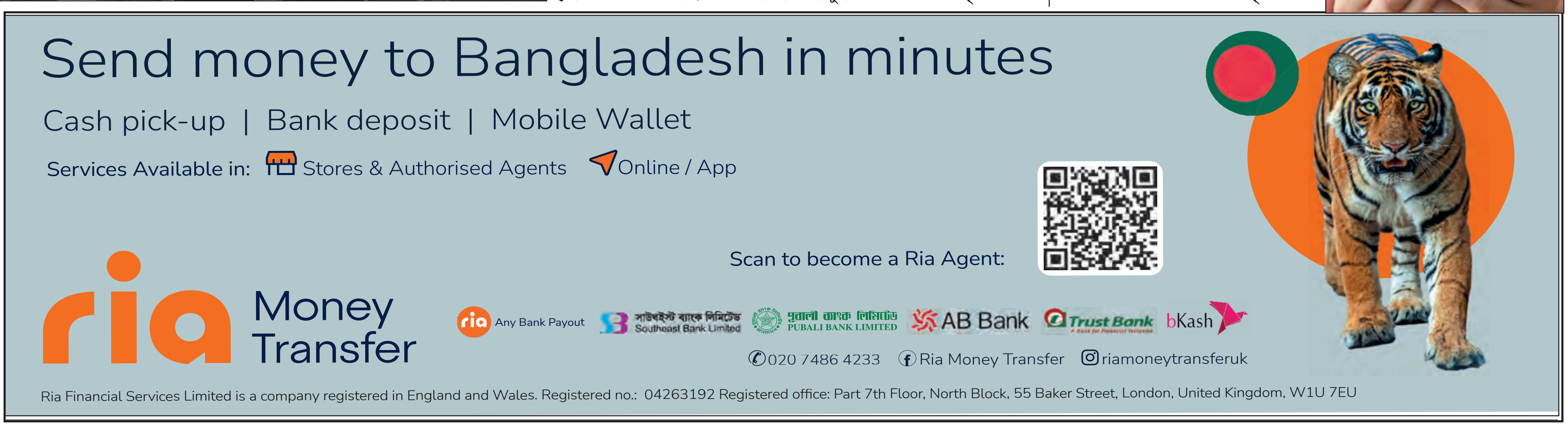

বিশ্বের শীর্ষ ধনী বার্নার্ড আর্নলড

দেশ ডেস্ক, ২ জানুয়ারি ২০২৪ : বৈদ্যুতিক গাড়ি কোম্পানি টেসলার কর্ণধার ইলন মাস্ককে ছাড়িয়ে বিশ্বের সেরা ধনী হিসেবে উঠে এসেছেন ফরাসি ধনকুবের বার্নার্ড আর্নলড। রবিবার বিকালে তিনি ইলন মাস্ককে ছাড়িয়ে যান। সূত্র : হিন্দুস্তান টাইমস। গতকাল বার্নার্ড আর্নলডের সম্পদমূল্য ছিল ২০৭ দশমিক ২ বিলিয়ন বা ২০ হাজার ৭২০ কোটি ডলার। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইলন মাস্কের সম্পদমূল্য ছিল ২০৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন বা ২০ হাজার ৪২০ কোটি ডলার। তৃতীয় অবস্থানে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আমাজনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের সম্পদমূল্য ছিল ১৮১ দশমিক ৩ বিলিয়ন বা ১৮ হাজার ১৩০ কোটি ডলার।

শুক্রবার আর্নলড পরিবারের মোট সম্পদমূল্য বাড়ে ২৩ দশমিক ৬ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৩৬০ কোটি ডলার। একই দিনে দ্বিতীয় শীর্ষ ধনী ইলন মাস্কের সম্পদমূল্য কমেছে ১৮ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৮০০ কোটি ডলার। তালিকায় শীর্ষ দশে থাকা নয়জনই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। ১১তম স্থানে আছেন ভারতের ধনকুবের মুকেশ আম্বানি, অর্থাৎ এশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি তিনি। মুকেশ আম্বানির মোট সম্পদের পরিমাণ ১১০ বিলিয়ন বা ১১ হাজার কোটি ডলার। এদিকে ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ার ইনডেক্স অবশ্য ভিন্ন কথা বলছে।

এ তালিকায় এখনো বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক, তাঁর সম্পদমূল্য ১৯৯ বিলিয়ন বা ১৯ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। বার্নার্ড আর্নলড বৈশ্বিক বিলাসবহুল ব্র্যান্ড এলভিএমএইচ বা লুই ভুটনের প্রধান নির্বাহী। সম্পদের দিক থেকে তিনি শীর্ষ সারির হলেও অন্যান্য ধনকুবেরের মতো তিনি অতটা পরিচিত নন। অঢেল সম্পদের মালিক হলেও অনেকটা আড়ালেই থাকতে পছন্দ করেন আর্নলড। তিন দশকের বেশি সময় ধরে বার্নার্ড আর্নলড এলভিএমএইচকে বিলাসবহুল শৌখিন পণ্যের শীর্ষ ব্র্যান্ডে পরিণত করেছেন। শ্যাম্পেইন, ওয়াইন, ফ্যাশনেবল পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, ঘড়ি, গয়না, প্রসাধনী ও পারফিউম পণ্যের বিরাট সম্ভার আছে এলভিএমএইচের। বর্তমানে সারা বিশ্বে এলভিএমএইচের সাড়ে পাঁচ হাজার শাখা আছে।

রুশ শঙ্কায় যুক্তরাজ্যে পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন করবে যুক্তরাষ্ট্র!

দেশ ডেস্ক, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : ১৫ বছর পর যুক্তরাজ্যে ফের পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন করার পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্র। এ বিষয়ে পেন্টাগনের নথিপত্র যাচাই করে যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফের এক প্রতিবেদনে এই দাবি করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সাফোকে আরএএফের লেকেনহেথ ঘাঁটিতে আক্রমণ থেকে সামরিক কর্মীদের রক্ষার জন্য ব্যালিস্টিক শি□সহ নতুন বেশকিছু সরঞ্জামও স্থাপন করবে ওয়াশিংটন। লেকেনহেথের কাছে ৫০ কিলোটনের বি৬১-১২ গ্র্যাভিটি বোমাও থাকবে যার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা হিরোশিমায় ফেলা পারমাণবিক বোমার চেয়েও তিনগুণ বেশি।

যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক ওয়ারহেডগুলো মোতায়েনের কথা ভাবছে যা সক্ষমতার দিক থেকে হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমার চেয়ে প্রায় তিনগুণ শক্তিশালী।

স্নায়ুযুদ্ধের তীব্র উত্তেজনা চলাকালে যুক্তরাজ্যে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করেছিল ওয়াশিংটন। পরে যুদ্ধের ঝুঁকি না থাকায় ২০০৮ সালে সেগুলো সরিয়ে নেয় যুক্তরাষ্ট্র।

সম্প্রতি রাশিয়ার বিরুদ্ধে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর ব্যাপক পরিসরে সামরিক মহড়া শুরুর পর পশ্চিমাদের সঙ্গে রাশিয়ার উত্তেজনা বাড়ছে। এ প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য রুশ হামলার শঙ্কায় নতুন করে যুক্তরাজ্যে পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপনের পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্র। টেলিগ্রাফ দাবি করেছে, নথিপত্র থেকে তারা জেনেছে শত্রুপক্ষের

এদিকে গত সপ্তাহে ন্যাটোর এক শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা অ্যাডমিরাল রব ব্যুয়ের ঘোষণা দেন যে, আগামী ২০ বছরের মধ্যে বেসামরিক নাগরিকদের রাশিয়ার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন।

ব্রিটেনের সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল স্যার প্যাট্রিক স্যান্ডার্স বলেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ লাগলে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি বেসামরিক মানুষদেরও যুদ্ধ করার প্রয়োজন হতে পারে। প্যাট্রিকের এই আহ্বানকে সমর্থন জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। যুক্তরাজ্যের সেনাবাহিনীর পরিসর ছোট উল্লেখ করে বেসামরিক নাগরিকদেরও যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান তিনি। সূত্র : দেশ রূপান্তর

Cannot be used with any other offers. Second pair from the same price range or below. Both pairs include standard 1.5 single-vision lenses (or 1.6 for £169 Rimless ranges). Varifocal/bifocal: pay for lenses in first pair only. Excludes SuperDigital, SuperDrive varifocals, SuperReaders 1-2-3 occupational lenses and safety eyewear. Additional charge – Extra Options.

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

MAN & VAN

Fruits & vegetable wholesale supplier
07582 386 922
www.klsmanandvan.co.uk

মাদকসহ আর্থিক কেলেঙ্কারি মামলার রায়

যুক্তরাজ্যে ভারতীয় দম্পতির ৩৩ বছর জেল

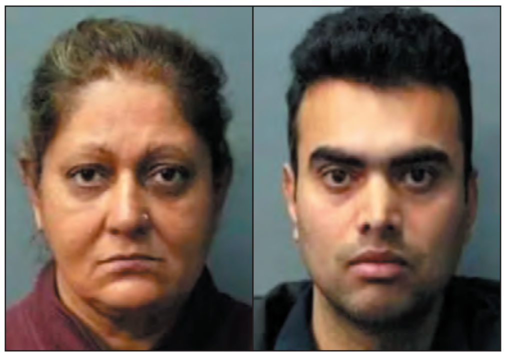

দেশ ডেস্ক, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : মাদকসহ আর্থিক কেলেঙ্কারির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক দম্পতিকে গত সোমবার ৩৩ বছর কারাদণ্ড দিয়েছে যুক্তরাজ্যের আদালত। বলা হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ায় তাঁরা কম করে হলেও আধা টন কোকেন পাচার করেছেন। ভারতেও এই দম্পতির বিরুদ্ধে খুনের ষড়যন্ত্রের

---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

ইমরান খানের ১০ বছরের কারাদণ্ড

দেশ ডেস্ক, ২ জানুয়ারি ২০২৪ : সাইফার বা কূটনৈতিক বার্তা বিষয়ক মামলায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশিকে ১০ বছর করে জেল দিয়েছে বিশেষ আদালত। অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টের অধীনে স্থাপিত বিশেষ আ

---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

বৃটেনে দারিদ্রতা আরও গভীর হচ্ছে

দেশ ডেস্ক, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : বৃটেনে দারিদ্রতা ক্রমশ বাড়ছে। ২০২১-২২ সালে নতুন করে ১০ লাখের বেশি মানুষ দরিদ্রে পরিণত হয়েছে। জোসেফ রাউনট্রি ফাউন্ডেশন (জেআরএফ) এর নতুন বিশ্লেষণে এই ভয়াবহ অবস্থা উঠে আসে। সংস্থাটি এর জন্য দায়ী করেছে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধিকে।

সংস্থাটি জানিয়েছে, ২০২১-২২ সালে বৃটেনের ১৪.৪ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে ছিল। এরমধ্যে ৪.২ মিলিয়ন শিশু। দিন যত যাচ্ছে মানুষ খাদ্য ও ---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

ভাগনার কাছে ব্যবসার টাকা ফেরত চাওয়ার খেসারত

মামা মামী ও মামাতো বোনকে গলা কেটে হত্যা

-১৭ নং পৃষ্ঠা ...

IFIC MT UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে
ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে ৬৫০+ আইএফআইসি ব্যাংক শাখা/উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন
সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC
FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

ব্যতিক্রমী এক সংসদের যাত্রা শুরু

ঢাকা, ৩১ জানুয়ারি : যাত্রা শুরু হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের। দেশের ইতিহাসে ব্যতিক্রমী এই সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিন গতকাল প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিন ভাষণ দিয়েছেন। স্পিকার নির্বাচন, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মনোনয়নসহ রুটিন কাজের মধ্যদিয়ে শেষ হয়েছে দিনের কার্যক্রম। এদিন নতুন সংসদের এমপিরা নিজেদের মধ্যে কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি অনেকে সংসদ নেতা শেখ হাসিনার সঙ্গে কুশল বিনিময়, সালাম ও কদমবুছি করেন।

অন্যরকম সংসদে এবার বিরোধী দলের আসনে আছেন মাত্র ১১ জন এমপি। এর বাইরে আওয়ামী লীগের ২২৩ ও স্বতন্ত্র ৬২ জন এমপি আছেন। স্বতন্ত্র এমপিদের ৫৮ জনই আওয়ামী লীগের নেতা।

অধিবেশনের শুরুতে প্রথমে স্পিকার ও পরে ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্পিকার পদে ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ও ডেপুটি স্পিকার পদে এডভোকেট মো. শামসুল হক টুকু পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচন শেষে টানা চতুর্থবার স্পিকার নির্বাচিত হওয়ায় সরকার ও বিরোধীদলীয় সদস্যরা সংসদ অধিবেশনে আলোচনার মাধ্যমে শিরীন শারমিনকে আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জানান। একাদশ জাতীয় সংসদের স্পিকার আবারো একই পদে প্রার্থী হওয়ায় ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকুর সভাপতিত্বে সংসদ অধিবেশন শুরু হয়। এ সময় সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সরকার ও বিরোধী দলের অধিকাংশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

নতুন সংসদের প্রথম দিনের অধিবেশনে প্রধান বিচারপতি, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস্‌সহ দেশ-বিদেশি কূটনীতি, রাজনৈতিক নেতা, সরকারি কর্মকর্তা এবং ভিআইপিদের আত্মীয়স্বজনসহ ৫ শতাধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্টের ভাষণের পর সংসদের অধিবেশন আগামী রোববার পর্যন্ত মুলতবি করা হয়। অধিবেশনে শুরুতে ডেপুটি স্পিকারের শুভেচ্ছা বক্তব্য শেষে দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী স্পিকার পদে নির্বাচন হয়। স্পিকার পদে আবারো ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন সংসদের প্রধান হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী লিটন। এরপর সংসদে

কণ্ঠ ভোটে সর্বসম্মতিতে তা পাস হয়। এরপর স্পিকারের শপথ অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ অধিবেশন কিছু সময়ের জন্য মুলতবি করা হয়। এদিকে সংসদের প্রথম অধিবেশনকে ঘিরে পুরো সংসদ ভবন নবীন-প্রবীণ সংসদ সদস্যদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে। তিনশ' আসনের মধ্যে ২২৩ আসনে বিজয়ী হয়ে টানা চতুর্থবারের মতো সরকারি দলের আসনে বসে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ। আর সংসদীয় ইতিহাসে এবারই প্রথম রেকর্ড সংখ্যক ৬২ জন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য দ্বাদশ সংসদে বসেছে। উদ্বোধনী অধিবেশন দেখতে ভিআইপি গ্যালারিসহ দর্শনার্থী গ্যালারিও ছিল পরিপূর্ণ। সংসদ ভবনে প্রেসিডেন্টের দপ্তরে টানা চতুর্থবার নির্বাচিত স্পিকারকে শপথ পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। শপথ গ্রহণ শেষে সংসদ অধিবেশন পরিচালনায় আসেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। এরপর ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচন হয়। এ পদে পাবনা- ১ আসনের সংসদ সদস্য শামসুল হক টুকুর নাম প্রস্তাব করেন সরকারদলীয় সংসদ সদস্য এবি তাজুল ইসলাম ও সমর্থন করেন মকবুল হোসেন। প্রস্তাবটি ভোটে দিলে সংসদ সদস্যরা 'হ্যাঁ' বলে সমর্থন জানান।

সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মনোনয়ন: অধিবেশনের শুরুতেই সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মনোনয়ন দেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে অগ্রবর্তী থাকা সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরা সংসদ পরিচালনা করবেন। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরা হলেন- ক্যাপ্টেন (অব.) এ বি তাজুল ইসলাম, মো. শাহাবুদ্দিন, আফম রুহুল হক, হাফিজ উদ্দিন আহমেদ ও উম্মে কুলসুম স্মৃতি।

এ ছাড়া অধিবেশনের শুরুতে কুয়েতের আমীর শেখ নাওয়াফ আল-আহমদ আল-জাবের আল-সাবাহসহ দেশের এক সাবেক মন্ত্রী, এক সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও একজন সাবেক সংসদ সদস্যের মৃত্যুতে সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। শোক প্রস্তাবে এক মিনিট নীরবতা পালন ও তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মাওলানা হুসামুদ্দীন চৌধুরী।

সংসদের প্রথম সারিতে বসলেন যারা: সরকারি বেঞ্চের (স্পিকারের ডান পার্শ্বে) প্রথম আসনে বরাবরের মতো সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বসেছেন। এর পরের আসনটি ফাঁকা রয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে সংসদ উপনেতা মতিয়া চৌধুরী, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, আমির হোসেন আমু, আ ক ম মোজাম্মেল হক, অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী, আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, ওবায়দুল কাদের ও তোফায়েল আহমেদ বসেন। মাঝের (স্পিকারের মুখোমুখি) অংশের প্রথম সারির বাম দিকের (স্পিকারের দিকে মুখ করে) প্রথম আসনে সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল বসেছেন। এরপর পর্যায়ক্রমে বেসামরিক বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী ফারুক খান, কৃষিমন্ত্রী আব্দুস শহীদ, শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন, মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু এবং শেষ আসনে বসছেন ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু। বিরোধীদলীয় বেঞ্চের (স্পিকারের বাম দিকে) প্রথম আসনে বসছেন বিরোধীদলীয় নেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদের। তার বাঁয়ে বসছেন সংসদের বিরোধীদলীয় উপনেতা আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। এরপর পর্যায়ক্রমে বসেছেন জাতীয় পার্টির রুহুল আমিন হাওলাদার, কল্যাণ পার্টির মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, স্বতন্ত্র হুসামউদ্দিন, স্বতন্ত্র এমপি আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, সাবেক নৌপরিবহনমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শাজাহান খান, সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান ও সাবেক মন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেন।

অধিবেশন কক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে সালাম করতে ভিড়: অধিবেশন শুরুর কিছুক্ষণ আগে সংসদ কক্ষে প্রবেশ করেন সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময় করেন সংসদ সদস্যরা। সেখানে সরকার দলীয় এমপিদের চেয়েও স্বতন্ত্র এমপিদের অংশগ্রহণ বেশি দেখা গেছে। জাতীয় পার্টির দুই-একজন এমপিকেও প্রধানমন্ত্রীকে সালাম দিতে দেখা যায়। প্রধানমন্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে স্যালুট করেন কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম। ঘিয়ে রঙের জমিনে বেগুনি আঁচল ও পাড়ের জামদানি শাড়ি পরে দুপুর ২টা ৫০ মিনিটের দিকে সংসদ অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করেন প্রধানমন্ত্রী। এসময় সিটে বসার আগে প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে জড়ো হন সংসদ সদস্যরা। তারা সবাই সংসদ নেতাকে সালাম দেন। কয়েকজন এমপিকে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে। নির্বাচনের আগে বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে এমপি নির্বাচিত হওয়া শাহজাহান ওমরকে কুশল বিনিময় করতে দেখা যায়।

পাত্রী আবশ্যক

বয়স ২৮ । উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। ব্যারিস্টার পাত্রের জন্য বৃটিশ পাত্রি আবশ্যক। পাত্র ধার্মিক। একটি স্বনামখ্যাত ল'ফার্মে কর্মরত। সুশিক্ষিত ধার্মিক বৃটিশ পাত্রি আবশ্যক। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07940 782 876

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা

Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

*Competitive fees
*Excellent service

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

দুর্নীতিতে ১৮০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১০ম

ঢাকা, ৩১ জানুয়ারি : বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচকের (সিপিআই) উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী বিশ্বের ১৮০টি দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৯ নম্বরে। গতবার এই তালিকায় বাংলাদেশ ১৪৭ নম্বরে ছিল। আর অধঃক্রম অনুযায়ী বিবেচনা করলে বাংলাদেশ অবস্থান এবার ১৮০ দেশের মধ্যে দশম, যেখানে গত বছর ছিল ১২তম অবস্থানে। দুর্নীতিতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে স্কোর ও র‍্যাঙ্কিংয়ে আফগানিস্তানের পরে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

গতকাল রাজধানীর ধানমন্ডিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) কার্যালয়ে প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক এবং বাংলাদেশের দুর্নীতির পরিস্থিতি তুলে ধরে এসব তথ্য জানান সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান।

তিনি বলেন, ইকোনোমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের গবেষণা অনুযায়ী ২৪টি পূর্ণ গণতান্ত্রিক, ৪৮টি ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক, ৩৬টি হাইব্রিড গণতান্ত্রিক ও ৫৯টি কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের গড় সিপিআই স্কোর যথাক্রমে ৭৩, ৪৮, ৩৬ ও ২৯; অথচ বাংলাদেশের স্কোর ২৪। এমনকি ফ্রিডম হাউস অনুযায়ী যেসব দেশে নির্বাচনী গণতন্ত্র আছে, এমন ৯৩টি রাষ্ট্রের গড় স্কোর ৫৩ এবং নির্বাচনী গণতন্ত্রহীন রাষ্ট্রগুলোর গড় স্কোর ৩১, সেখানেও বাংলাদেশের ২৪ স্কোর উদ্বেগজনক ও বিব্রতকর। দুর্নীতি ও অবিচার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, দুর্নীতি অন্যায়ের জন্ম দেয় এবং নাগরিক ও অন্যায় দুর্নীতির দুষ্টচক্র তৈরি করে। সিপিআইয়ের তথ্য আরও প্রমাণ করে, যেসব দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা রয়েছে, রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত, সেসব দেশের কার্যকর দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা বেশি।

দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান তুলে ধরে ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ২০২৩ সালের সিপিআই অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ায় শুধুমাত্র ভুটান গত বছরের ৬৮ স্কোর ধরে রেখেছে। নেপাল ও পাকিস্তানের স্কোর যথাক্রমে ১ ও ২ পয়েন্ট উন্নতি হয়েছে এবং অবশিষ্ট পাঁচটি দেশের স্কোরই ১ থেকে ৪ পয়েন্ট অবনমন হয়েছে। এরমধ্যে

আফগানিস্তানের স্কোর কমেছে ৪ পয়েন্ট, শ্রীলংকার ২ পয়েন্ট এবং মালদ্বীপ, ভারত ও বাংলাদেশের স্কোর কমেছে ১ পয়েন্ট করে।

উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী এ বছর দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র পাকিস্তান ও নেপালের অবস্থানের যথাক্রমে ৭ ধাপ ও ২ ধাপ উন্নতি হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৬টি দেশের অবস্থানের ১ থেকে ১৪ ধাপ পর্যন্ত অবনতি হয়েছে। এরমধ্যে শ্রীলংকার ১৪ ধাপ, আফগানিস্তানের ১২ ধাপ, ভারত ও মালদ্বীপের ৮ ধাপ, বাংলাদেশের ২ ধাপ এবং ভুটানের অবস্থানের ১ ধাপ অবনমন হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র ভুটান ছাড়া বাকি সাতটি দেশই সূচকের গড় স্কোর ৪৩-এর কম পয়েন্ট পেয়েছে। তিনি বলেন, সূচকে ১০০ স্কোরের মধ্যে ৯০ পেয়ে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে তালিকার শীর্ষে আছে ডেনমার্ক। ৮৭ পেয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে ফিনল্যান্ড। আর সবচেয়ে দুর্নীতি বেশি হচ্ছে সোমালিয়ায়। তাদের স্কোর মাত্র ১১। ১৩ পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে দক্ষিণ সুদান, সিরিয়া ও ভেনেজুয়েলা।

বাংলাদেশের নিম্ন অবস্থানের ব্যাখ্যা তুলে ধরে তিনি বলেন, গত কয়েক বছর সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে ঘোষিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার সবচেয়ে আলোচিত মেয়াদ ছিল। কিন্তু এই মেয়াদে এই ঘোষণাকে চর্চায় রূপ দেয়ার সুনির্দিষ্ট কৌশলনির্ভর কার্যক্রম দৃশ্যমান হয়নি, উপরন্তু এই মেয়াদে দুর্নীতির ব্যাপকতা ঘনীভূত ও বিস্তৃত হয়েছে। সরকারি ক্রয় ও বিতরণ ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে দুর্নীতির অসংখ্য তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়কালে বিদেশে অর্থপাচারের আশঙ্কাজনক চিত্র উঠে আসলেও এর প্রতিরোধ ও প্রতিকারে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ঋণখেলাপি, জালিয়াতি ও অর্থপাচারে জর্জরিত ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায়নি; বরং এর জন্য যারা দায়ী, তাদের জন্য বিচারহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি দমনে কার্যকর দৃষ্টান্ত শাস্তি নিশ্চিতে কার্যকরতা দেখাতে পারেনি। রাজনৈতিক, প্রসাশনিক ও আর্থিকসহ বিভিন্নভাবে অর্জিত ক্ষমতার অবস্থানকে অপব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদ বিকাশের লাইসেন্স হিসেবে ব্যবহারের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়ে স্বাভাবিকতায় রূপান্তর করা হয়েছে। পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশনসহ বিভিন্ন জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাব ব্যাপকতর হয়েছে।

টিআই'র এই ফলাফল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হওয়ার সুযোগ নেই জানিয়ে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, এটি একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা। যখন ক্ষমতায় যে দল থাকে সেই দলের কাছে এই গবেষণা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সেই দল যখন বিরোধী দল হয় তখন তারা সেটা গ্রহণ করে। আমাদের গবেষণাকে রেফার করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ আমরা যে কথাগুলো বলছি সেগুলোর যথার্থতা রয়েছে।

দুর্নীতির সূচকে বাংলাদেশের ভালো হওয়ার কোনো সুযোগ আছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে টিআইবি'র চেয়ারপারসন সুলতানা কামাল বলেন, সরকারের দুর্নীতি দমনের অঙ্গীকার আছে। তারা যে কথাগুলো বলে, সেগুলা সৎভাবে বলেন কিনা তার ওপর বিষয়টি নির্ভর করে। তবে তারা যেই মন্তব্য করেন, আমাদের হতাশ হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন- টিআইবি'র উপদেষ্টা (নির্বাহী ব্যবস্থাপনা) অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, পরিচালক (আউট রিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন) শেখ মনজুর-ই-আলম, সমন্বয়ক (আউট রিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন) মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম।

দুর্নীতি সারা বিশ্বেই আছে, অপবাদ বাংলাদেশকে দেওয়া হয়: ওবায়দুল

ঢাকা, ৩১ জানুয়ারি : দুর্নীতি সারা বিশ্বেই কমবেশি আছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, দুর্নীতির অপবাদটা যেভাবে বাংলাদেশ নিয়ে দেওয়া হয়, তা মোটেও সত্য নয়।

মঙ্গলবার দুপুরে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন।

এশিয়ার মধ্যে দুর্নীতিতে বাংলাদেশ ৪ নম্বরে আছে–টিআইবির প্রতিবেদনের এ তথ্যের বিষয়ে সাংবাদিকেরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ওবায়দুল কাদের বলেন, টিআইবি তো বিএনপির দালাল, বিএনপি যা বলে, টিআইবিও তা বলে। তিনি বলেন, এসব প্রতিষ্ঠানের কিছু রাজনৈতিক ইন্টারেস্ট (স্বার্থ) আছে। বিশ্বজুড়ে ক্ষমতার যে দ্বন্দ্ব, সেখানে অবস্থানগতভাবে কোনো কোনো জোট বা দেশের স্বার্থ সংরক্ষণের পাহারাদার এসব প্রতিষ্ঠান। ওখানে কারও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এসব কমেন্ট (মন্তব্য) করা হয়। এসব অপবাদ দেওয়া হয়। এটা অতীতেও দেওয়া হয়েছে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'আমরা এগুলোর পরোয়া করি না। জনস্বার্থে কাজ করে যাচ্ছি। দুর্নীতি, দুর্নীতি এখন সারা বিশ্বে জীবনের অংশ হয়ে গেছে (করাপশন ইজ ওয়ে অব লাইফ অ্যাক্রোস দ্য ওয়ার্লড নাও) এটা বাংলাদেশের ব্যাপার নয়, সারা বিশ্বেই আছে কমবেশি। কিন্তু

যেভাবে অপবাদটা বাংলাদেশ নিয়ে দেওয়া হয়, এটা মোটেও সত্য নয়।'

বিএনপির কালো পতাকা মিছিল কর্মসূচিকে গণবিরোধী আখ্যা দিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, এটি দেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র। এ কর্মসূচি প্রত্যাহার করা না হলে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে পাহারায় যাবে আওয়ামী লীগ। সহিংসতা হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করবে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'ত্রুটিমুক্ত গণতন্ত্র কোথাও নেই। আমাদের গণতন্ত্র রাতারাতি ত্রুটিমুক্ত হবে না। বিএনপি দেশে যে অগ্নিসন্ত্রাস করেছে, তা গণতন্ত্রকে কণ্টকাকীর্ণ করেছে। যারা নতুন সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে, তারা কেউ ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন বলেনি। খোদ যুক্তরাষ্ট্রও বলেনি।'

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে একটা প্রতিক্রিয়া ছিল ওয়াশিংটনের। কিন্তু ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং গণতন্ত্রের অভিযাত্রায় বাংলাদেশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করার কথা বলেছেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশও একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করেছে। জাতিসংঘ মহাসচিবও প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আওয়ামী লীগের কর্মসূচি নিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'পুলিশের অনুমতি না পাওয়ায় আমরা কর্মসূচি স্থগিত করেছি। সরকারি দল বলে কি নিয়ম মানব না?'

মন্ত্রিসভার কলেবর বড় হচ্ছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, এটা বাড়তে পারে একটু। রিজার্ভ সিটগুলোয় (নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন) নির্বাচন শেষ হলে সেখান থেকেও যুক্ত হতে পারে। এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী যদি আরও ইচ্ছা করেন, তিনি যুক্ত করতে পারেন।

আজকের বিশ্ব পরিস্থিতি পৃথিবীময় অর্থনীতির ওপর চরম আঘাত এনেছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'আজ বাজার নিয়ন্ত্রণ ও দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করি, জনগণের সমস্যা সমাধানে জনপ্রতিনিধিরা কাজ করবেন।'

এ সময় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক, মির্জা আজম, এস এম কামাল হোসেন, আফজাল হোসেন; সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মায়ের হাত ধরে স্কুলে যাওয়া হলো না শিশু আদিবার

ঢাকা, ৩০ জানুয়ারি : গতকাল ছিল আদিবার (৫) স্কুলজীবনের প্রথম দিন। মায়ের হাত ধরে যাচ্ছিল স্কুলে। কিন্তু সেখানে পৌঁছার আগেই তার জীবনপ্রদীপ নিভে গেল। লাশ হয়ে ফিরতে হলো বাড়িতে। ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের

চাপায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় সে। সকাল ১০টার দিকে শরীয়তপুরের গোসাইরহাট উপজেলার নাগেরপাড়া-গোসাইরহাট সড়কের একটি মাদরাসার সামনে নাগেরপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। শিশুটির এমন মৃত্যু মানতে পারছেন না পরিবার, আত্মীয়স্বজন, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

নিহত ওই শিশু গোসাইরহাটের রানীসার এলাকার বোরহান উদ্দিন ও মাহমুদা আক্তার দম্পতির মেয়ে। রবিবার আদিবাকে স্কুলের শিশু শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়েছিল। সকালে মায়ের সঙ্গে নাগেরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছিল।

স্থানীয় সূত্র ও শিশুটির স্বজনরা জানান, গোসাইরহাটের নাগেরপাড়া ইউনিয়নের রানীসার গ্রামের বোরহান উদ্দিন ভূমি মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেন। তার চার সন্তান নিয়ে স্ত্রী মাহমুদা আক্তার নাগেরপাড়া বাজারে একটি ভাড়া বাসায় থাকেন। ওই দম্পতির ছোট মেয়ে আদিবাকে রবিবার নাগেরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়। গতকাল মা মাহমুদার হাত ধরে শিশু আদিবা তার জীবনের প্রথম স্কুলে যাচ্ছিল।

নাগেরপাড়া বাজারের বাসা থেকে নাগেরপাড়া গোসাইরহাট সড়ক ধরে নাগেরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন মা-মেয়ে। সকাল ১০টার দিকে বিদ্যালয়ের ৩০০ মিটার দূরে একটি মাদরাসার সামনে পৌঁছলে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক আদিবাকে চাপা দেয়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গোসাইরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনার পর ইজিবাইক চালক পালিয়ে যান। স্থানীয়রা ইজিবাইকটি জব্দ করে পুলিশের কাছে দেন। আদিবার ভাই ইমরান হোসেন বলেন, আমরা চার ভাই-বোন। বাবা ঢাকায় চাকরি করেন। মায়ের সঙ্গে গ্রামে থাকি। আদিবা আমাদের সবার নয়নের মণি ছিল। আজ তার জীবনের প্রথম স্কুল ছিল। সে এভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে ভাবতে পারিনি। মাকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারছি না। মায়ের হাত ধরে সে স্কুলে যাচ্ছিল। পেছন থেকে ইজিবাইক এসে তাকে চাপা দেয়। নাগেরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলমগীর কবির বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় আমাদের বিদ্যালয়ের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

তাড়াশে তালাবদ্ধ ফ্ল্যাটে মা-বাবা ও মেয়ের গলাকাটা লাশ

ঢাকা, ৩১ জানুয়ারি : সিরাজগঞ্জের তাড়াশ পৌর সদরের বারোয়ারি বটতলা মহল্লার নিজ বাসায় মা-বাবা, মেয়েসহ ৩ জনকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ওই ফ্ল্যাটে গিয়ে তালা ভেঙে কক্ষে প্রবেশ করে বাসার মালিক বিকাশ সরকার, মেয়ে পারমিতা সরকার তুষি এবং স্ত্রী স্বর্ণা সরকারের গলাকাটা লাশ শনাক্ত করে পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেন তাড়াশ থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. নুরে আলম। গতকাল দুপুরের দিকে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি তিনি আরও জানান, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। যা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় হয়ে থাকতে পারে বলে পুলিশ ধারণা করছে। আর জেলার সিআইডি, ডিবি, র‌্যাব ও পিবিআই পুলিশের একাধিক টিম ঘটনা অনুসন্ধানে কাজ করছে।

হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিরা হলেন- তাড়াশ পৌর এলাকার শোলাপাড়া মহল্লার মৃত কালিচরণ সরকারের ছোট ছেলে বিকাশ সরকার (৪৫), বিকাশের স্ত্রী স্বর্ণা রানী সরকার (৩৮) ও মেয়ে তাড়াশ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী পারমিতা সরকার তুষি (১৫)। অপরদিকে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট করে গতকাল দুপুর ১২টার দিকে ময়নাতদন্তের জন্য সিরাজগঞ্জ শহীদ এম. মনসুর

আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এদিকে সকালে একই পরিবারের ৩ জনের হত্যাকাণ্ডের খবর জানাজানি হলে নিহতের স্বজন ও এলাকার উৎসুক জনতা ওই এলাকার বাসায় ভিড় জমান।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গত শনিবার রাতে বিকাশ সরকারকে বাজারে দেখা গেছে।

এরপর থেকে তাকে ও তার স্ত্রী, মেয়েকে স্বজনরা মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করেও পাচ্ছিলেন না। পরে অনেক খোঁজাখুঁজ করেও তাদের সাড়া না পেয়ে বাসায় গিয়ে তার ফ্ল্যাটে তালাবদ্ধ দেখতে পায়। পরে সোমবার রাত আড়াইটার দিকে তারা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বন্ধ ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে ভেতরে গিয়ে তাদের জবাই করা লাশ দেখতে পান।

স্থানীয়রা জানান, তাড়াশ পৌর এলাকার শোলাপাড়া মহল্লার মৃত কালিচরণ সরকারের দুই ছেলে। বড় ছেলে প্রকাশ সরকার। তিনি এক সময়ে ঠিকাদারি করতেন। পাশাপাশি বর্তমানে তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। আর ছোট ছেলে বিকাশ সরকার হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তাড়াশ উপজেলা শাখার কোষাধ্যক্ষ ও তাড়াশ গোপাল জিউ বিগ্রহেরও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তারা দুই ভাই প্রায় দুই যুগ ধরে তাড়াশ পৌর সদরের বারোয়ারী বটতলার বাসার ৩য় তলার আলাদা দু'টি ফ্ল্যাটের বসবাস করতেন। সেই সঙ্গে বাসার প্রথম ও দ্বিতীয় তলার তিনটি ফ্ল্যাটে আরও তিনজন ভাড়াটিয়া বসবাস করেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, এক সময় বিকাশ ওষুধের ব্যবসা করলেও বর্তমানে পৈতৃক সূত্রে পাওয়া প্রায় ৭০-৮০ বিঘার পুকুর ও ফসলি জমি ভাগাভাগি করে তা ভোগ-দখল করে আসছেন। আর এর আয় দিয়েই তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়ে আসছে। সেই সঙ্গে ছোট ভাই ও বড় ভাইয়ের মধ্যে তেমন বনিবনা ছিল না বলে জানা গেছে।

এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত ঘটনার বিভিন্ন আলামত সংগ্রহসহ বাসার ভাড়াটিয়া ও পরিবারের লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার প্রাথমিক ধারণা নেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে অবস্থানরত উল্লাপাড়া সহকারী পুলিশ সুপার অমৃত কুমার সূত্রধর এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মালয়েশিয়ায় বিশেষ অভিযানে হাজার বাংলাদেশি আটক

ঢাকা, ৩০ জানুয়ারি : মালয়েশিয়ায় বৈধ অনুমোদন না থাকায় চার হাজারের বেশি অভিবাসীকে আটক করেছে দেশটির অভিবাসন বিভাগ। এর মধ্যে প্রায় এক হাজার বাংলাদেশি রয়েছেন। চলতি জানুয়ারি মাসের প্রথম ২৮ দিনে ৮৭০টি বিশেষ অভিযানে তাঁদের আটক করা হয়। সম্প্রতি মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে দেশটির অভিবাসন বিভাগের মহাপরিচালক দাতুক রুসলিন জুসোহ এসব তথ্য জানান।

দাতুক রুসলিন জুসোহ বলেন, দেশব্যাপী এই অভিযানে ৯ হাজার ১৬৯ জন অভিবাসীর কাগজপত্র যাচাই করা হয়। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় চার হাজার ২৬ জনকে আটক করা হয়। এর মধ্যে প্রায় এক হাজার বাংলাদেশি রয়েছেন। আটক করা ব্যক্তিদের মধ্যে এক হাজার ৪৯৭ জন অবৈধ অভিবাসীকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে অভিবাসন বিভাগ।

একই সঙ্গে অবৈধ অভিবাসীকে নিয়োগ দেওয়ায় ৪২ জন নিয়োগকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগ প্রতিবছর অবৈধ কর্মীর সংখ্যা কমাতে বছরের শুরুতেই রুটিনমাফিক অভিযান পরিচালনা করে থাকে। আটক কর্মীদের মধ্যে বাংলাদেশির সংখ্যা বাড়ার অন্যতম কারণ পর্যটক হিসেবে গিয়ে ফিরে না আসা। এ ছাড়া যেসব কর্মীর পাসপোর্ট-ভিসা কম্পানির কাছে জব্দ রয়েছে, সেসব কর্মী বের হলে তাঁদের আটক করা হয়।

তবে বাংলাদেশি কত কর্মী আটক হয়েছেন, এর সঠিক হিসাব নেই।

২০২২ সালের শেষ দিকে পর্যটক হিসেবে মালয়েশিয়ায় ঘুরতে যান কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরের ইব্রাহিম হোসেন। মাস তিনেক থাকার পর তিনি একটি নির্মাণ কম্পানিতে কাজ পান। এ ব্যাপারে তিনি কোনো ভিসা পাননি। অবৈধ কর্মী হিসেবেই কাজ করতে থাকেন। ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর জহুররাল শহরের এক শপিং মলে গেলে তিনি গ্রেপ্তার হন। ১১ দিন পর কম্পানির লোকজন তাঁকে ছাড়িয়ে আনলেও আর কোনো কাজ দেওয়া হয়নি।

মোবাইল ফোনে কালের কণ্ঠকে ইব্রাহিম হোসেন বলেন, 'আমার ২০২২ সালের ভিসা কম্পানি লাগায়নি। তারপর আমি নববর্ষ পালন করতে শপিং মলে যাই। সেখানে মালয়েশিয়ার অভিবাসন পুলিশ আমাকে গেপ্তার করে। ১১ দিনের মতো জেল হয়। এরপর কম্পানি আমাকে ছাড়িয়ে আনে। এখন এই ১১ দিন ইস্যু করা হচ্ছে। ওই ১১ দিন আমাকে অনুপস্থিত দেখানো হয়েছে। এ কারণে এখন ভিসা দিচ্ছে না। কম্পানির এইচআরের কাছ থেকে আমি কাগজপত্র নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ ওই কাগজপত্র দেখেনি।'

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

quickbooks | FreeAgent | ClearBooks | xero

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

জাতীয় পার্টির ৯৬৮ নেতার গণপদত্যাগ

ঢাকা, ২৬ জানুয়ারি : জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এনে এসবের প্রতিবাদে দল থেকে গতকাল গণপদত্যাগ করলেন ৯৬৮ জন নেতা-কর্মী। পদত্যাগকালে তারা বলেন, এইচ এম এরশাদ স্বৈরাচার নন, স্বৈরাচার জি এম কাদের। তাঁর অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে জাতীয় পার্টি আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। তিনি পল্লীবন্ধু এরশাদের নামনিশানা মুছে দেওয়ার হীনচক্রান্ত করে যাচ্ছেন।

গতকাল বিকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের হলরুমে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ গণপদত্যাগের ঘোষণা দেন নেতা-কর্মীরা। রাজধানী ঢাকার মোহাম্মদপুর, আদাবর, পল্লবী, হাতিরঝিল, মিরপুর, দারুসসালাম, শেরেবাংলানগর, বাড্ডা, রূপনগর থানার সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের ৯৬৮ নেতা-কর্মী জি এম কাদেরের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে জাতীয় পার্টি থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। এ গণপদত্যাগ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ড থেকে মিছিলসহকারে বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী অংশ নেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম পাঠান বলেন, পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের এক বছর ধরে বলে আসছেন জাতীয় পার্টি এককভাবে নির্বাচন করবে। সরকারের বিরুদ্ধে গরম গরম কথা বলেছেন। কিন্তু নির্বাচনের আগে তিনি গোপনে সরকারে সঙ্গে আঁতাত করেছেন। শেষ পর্যন্ত পার্টির চেয়ারম্যান এবং মহাসচিব ৩০০ আসন থেকে প্রার্থী মনোনীত করার পর মাত্র ২৬টিতে আওয়ামী লীগের কাছ থেকে ছাড় পাওয়ার বিনিময়ে গোটা পার্টিকেই বিক্রি করে দিয়েছেন।

তিনি বলেন, এ অবস্থায় জাতীয় পার্টির নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মী-সমর্থকরা চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। পার্টির তৃণমূল পর্যায় থেকে পার্টিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেয়ারম্যান এবং মহাসচিবের পদত্যাগের দাবি ওঠে। পার্টির এ দুরবস্থার মধ্যেও চেয়ারম্যান স্বেচ্ছাচারিতার নিকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করে পার্টির নিবেদিতপ্রাণ নেতৃবৃন্দকে একের পর এক অব্যাহতি দিয়ে চলেছেন। জি এম কাদের প্রতিহিংসাবশত পার্টির কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশীদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য সুনীল শুভরায়, শফিকুল ইসলাম সেন্টু এবং ভাইস চেয়ারম্যান ইয়াহিয়া চৌধুরীকে পার্টি থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। এ ছাড়া কয়েকজন নেতাকে মৌখিকভাবে অব্যাহতির কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা এরশাদপ্রেমী নেতা-কর্মীরা জি এম কাদেরের নেতৃত্বাধীন বিপর্যস্ত সংগঠনে অবস্থান করে এরশাদের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পার্টির ধ্বংস দেখতে চাই না। তাই আমরা জি এম কাদেরের সংগঠন থেকে আজ গণপদত্যাগের ঘোষণা করছি এবং এ গণপদত্যাগ অব্যাহত থাকবে।

এ সময় সদ্য অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রেসিডিয়াম সদস্য সুনীল শুভরায়, ভাইস চেয়ারম্যান ইয়াহিয়া চৌধুরী, আমানত হোসেন, কেন্দ্রীয় নেতা খুরশিদ আলম খুশুসহ বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা মহানগরী উত্তর জাপার প্রচার সম্পাদক এস এম হাসেমের পরিচালনায় সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন জাপা থেকে সদ্য অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রেসিডিয়াম সদস্য শফিকুল ইসলাম সেন্টু, সাহিন আরা সুলতানা রিমা, হাতিরঝিল থানা জাপা সভাপতি মাসুদুর রহমান মাসুম, মোহাম্মদপুর থানা সভাপতি নজরুল ইসলাম মুকুল, রূপনগর থানা সাধারণ সম্পাদক নিয়াজ খান, শেরেবাংলানগর থানা সভাপতি আশরাফুল হক শিবলী, আদাবর থানা সভাপতি মকবুল হোসেন মুকুল, পল্লবী থানা সভাপতি আসাদ খান সামী, ছাত্রসমাজের সাংগঠনিক সম্পাদক মীর সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদপুর থানা যুবসংহতির সভাপতি আমজাদ হোসেনসহ বিভিন্ন থানার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

সদ্য অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রেসিডিয়াম সদস্য শফিকুল ইসলাম সেন্টু বলেন, জি এম কাদের জাতীয় পার্টিকে মুদির দোকান মনে করেন। সারা দিন বনানীর দোকানে বসেন। আর তাঁর সিন্ডিকেট দিনভর দোকানদারি করে সন্ধ্যার সময় জি এম কাদেরকে লেনদেনের হিসাব দেয়। সারা দেশের সঙ্গে জি এম কাদেরের কোনো যোগাযোগ নেই।

পদত্যাগী নেতারা বলেন, জি এম কাদের পার্টিকে প্রাইভেট কোম্পানিতে রূপান্তরিত করেছেন। ত্যাগী নেতাদের মূল্যায়ন তাঁর কাছে নেই, মূল্যায়ন করা হয় চাটুকারদের। পল্লীবন্ধু এরশাদের গড়া জাতীয় পার্টিকে জি এম কাদের ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির বিকশিত হওয়া সম্ভব নয়। এরশাদবিহীন জাতীয় পার্টির সবচেয়ে অযোগ্য নেতৃত্ব হচ্ছেন জি এম কাদের। আজকে কর্মীরা গণপদত্যাগ করছেন, অথচ তাঁর কোনো লজ্জা নেই। থাকবে কী করে, দল তো তিনি বানাননি।

বিএনপির মিছিল থেকে গ্রেপ্তার ৫০ জন, আহত শতাধিক

ঢাকা, ৩১ জানুয়ারি : বিএনপির কালো পতাকা মিছিলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অতর্কিত হামলা চালিয়ে সারাদেশে দলের ও এর অঙ্গসহযোগী সংগঠনের ৫০ জনের অধিক নেতাকর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বলে অভিযোগ বিএনপির। এছাড়া পুলিশি হামলায় প্রায় শতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছে বলেও অভিযোগ দলটির।

মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর নয়াপলটনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, আজ বিএনপির পূর্বঘোষিত শান্তিপূর্ণ কালো পতাকা মিছিলে হামলা ও নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। অবৈধ সরকার বিএনপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের ওপর পুলিশকে লেলিয়ে দিয়েছে। আজ দুপুরে উত্তরায় কোন উস্কানি ছাড়াই বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খানের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে এবং ধাক্কা দিয়ে জিপে উঠিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ। আমরা গণমাধ্যমে দেখলাম, ড. মঈন খান পুলিশের উদ্দেশ্যে বারবার বলছিলেন তার অপরাধ কি? কিন্তু পুলিশ তার কথায় কর্ণপাত না করে মঈন খানের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ও কীর্তিমান মানুষকে পুলিশ ধাক্কা দিয়ে জীপে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং নাজেহাল করে। পরে তাকে ছেড়ে দিলেও তার সঙ্গে আটক হওয়া অন্য নেতাকর্মীদের এখনও ছেড়ে দেয়নি পুলিশ।

তিনি বলেন, বিএনপির কালো পতাকা মিছিল থেকে আজ বিনা কারণে বিএনপির প্রচার সম্পাদক শামীমুর রহমান শামীমকে বাগেরহাটের রামপাল থেকে এবং মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক সুলতানা আহমেদসহ মহিলা দলের ৪ জনকে নেত্রীকে রাজধানীর উত্তরা থেকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। সুলতানা আহমেদসহ মহিলা দলের নেত্রীদেরকে এখনও পর্যন্ত ছেড়ে দেয়া হয়নি। এ নিয়ে তাদের পরিবার-পরিজন গভীর উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় রয়েছেন।

রোবটের মাধ্যমে হার্টে রিং স্থাপন

কেমন আছেন আজম ও মোর্শেদ

ঢাকা, ২৯ জানুয়ারি : ষাটোর্ধ্ব আজম আলী। স্ত্রী ও তিন সন্তান নিয়ে সংসার। কৃষিকাজ করে সংসার চালাতেন তিনি। তার গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ায়। বিশ-বাইশ বছর ধরে হার্টের সমস্যায় ভুগছিলেন। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করিয়ে তাকে সুস্থ করতে পারেননি। দুই মাস আগে হার্ট অ্যাটার্ক করেন। এরপর পরিবারের সদস্যরা তাকে নিয়ে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসেন। আজম আলী ও মোর্শেদ আলম নামে দুইজন হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীকে রোবটিক পদ্ধতিতে হৃদযন্ত্রে স্টেন্ট পরানো হয়। তারা দু'জনই সুস্থ আছেন।

দেশে এই প্রথমবারের মতো রোবটের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে রিং পরানো হয়েছে এই হাসপাতালটিতে। দুজনই হাসপাতাল থেকে একটি করে স্টেন্ট বিনামূল্যে পেয়েছেন। এ ছাড়া রোবোটিক এনজিওপ্লাস্টির জন্য বাড়তি খরচ দিতে হয়নি তাদের। বর্তমানে দুজনে সুস্থ হয়ে পরিবারের সঙ্গে বাড়িতে ফিরেছেন।

আজম আলী বলেন, ভালো আছি, সুস্থ আছি। কীভাবে যে রোবটের মাধ্যমে অপারেশন হয়েছে কিছুই বুঝতে পারিনি। চিকিৎসকরা নাকি রোবট দিয়ে আমার চিকিৎসা করিয়েছেন। আজম আলীর ছেলে মনিরুল ইসলাম বলেন, আমার বাবা ভালোই আছে। হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর তার বুকে একটু ব্যথা করছিল। বর্তমানে এই ব্যথা নেই। তিনি খুব স্বাভাবিক রয়েছেন। বুধবার রাতে হাসপাতাল থেকে বাবাকে নিয়ে বাড়িতে এসেছি। রোবটিক এই পদ্ধতিটা অনেক ব্যয়বহুল। আমার ছোট ভাই সিঙ্গাপুরে থাকে সেও বলেছে এই পদ্ধতিটা নাকি সেখানেও অনেক ব্যয়বহুল। আমার বাবার যে বাংলাদেশে এত বড় একটা অপারেশন হয়েছে এটাকে আমি অনেক ভালো মনে করি। মানুষের এই পদ্ধতিটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বাবার তিনটা রিং পরানো হয়েছে। এই তিনটা রিংয়ের একটা হাসপাতাল থেকে ফ্রি দিয়েছে। ২ লাখ ২৪ হাজার টাকা বাবার চিকিৎসায় খরচ হয়েছে। অপারেশনের দুই মাস আগে হার্ট অ্যাটার্ক হয় বাবার। তখন কুষ্টিয়া সদরে চিকিৎসা করিয়েছিলাম। এরপর এনজিওগ্রাম করার পর হার্টে

ব্লক ধরা পড়ে। সেখানে রিং পরানোর কথা বলা হলেও আমরা তেমন প্রস্তুত ছিলাম না। এরপর ঢাকা নিয়ে আসি। হার্ট ফাউন্ডেশনে আসার পরে রোবটিক পদ্ধতিতে রিং পরানো হয়। বাবা বাড়িতে ঘোরাঘুরি করছেন। জোরে জোরে হাঁটা-চলা করছেন না। চেয়ারে বসে থাকেন বেশির ভাগ সময়। বাবার যে সমস্যাগুলো ছিল সেটি অপারেশন করার পর থেকে ঠিক হয়েছে। বাবার অপারেশনের সময় আমার মাও পাশে ছিলেন।

রোবোটিক এনজিওপ্লাস্টি পদ্ধতিতে দেশে প্রথমবারের মতো হৃদযন্ত্রের রক্তনালিতে স্টেন্ট পরানো হয় আজম আলীর সঙ্গে ৫৪ বছরের মোর্শেদ আলমকেও। তার গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরে। গত রোববার পরীক্ষামূলকভাবে এই দুই হৃদরোগীর হৃদযন্ত্রে স্টেন্ট পরানো হয়। তারা দু'জনই সুস্থ আছেন। মোর্শেদ আলম গত সাত বছর ধরে সৌদি আরবে বসবাস করেন। সেখানে তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। সৌদি আরবে থাকাকালিন হৃদরোগ ধরা পড়লেও চিকিৎসার জন্য এসেছেন নিজ দেশে। আড়াই মাস পরে আবার ফিরে যাবেন সৌদি আরবে। মোর্শেদ আলম বলেন, এখন ভালো আছি, সুস্থ আছি। বৃহস্পতিবার হাসপাতাল থেকে বাড়িতে এসেছি। বাড়িতে আসার পর তেমন কোনো জটিলতা মনে হয়নি। শরীরে কোনো ব্যথা নেই। কোনো সমস্যা মনে হলে চিকিৎসকেরা সঙ্গে সঙ্গে জানাতে বলেছেন। এখনো তেমন হাঁটা-চলা করছি না। হালকা হাঁটা-চলা করছি। আমার সমস্যা সৌদি আরবে থাকতে দেখা দিয়েছে। সেখানে তিন দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর হার্টে একটা ব্লক ধরা পড়ে। আর একটি ৯ শতাংশ, অপরটি ৮ শতাংশ। তখন সেখান থেকে ওপেন হার্ট সার্জারির কথা জানায়। পরে আমি করতে রাজি হয়নি সেখানে। এরপর দেশে চিকিৎসার কথা বলি। লোকমুখে এই রোবটিক পদ্ধতিতে চিকিৎসার কথা শুনি। এর আগে আমার ছোট ভাই এই হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়েছিল। সবমিলিয়ে চিকিৎসার জন্য দেশে চলে আসি। তারপর এখানে আসার পর রোবটিক পদ্ধতির মাধ্যমে চিকিৎসার কথা জানালেন চিকিৎসকেরা। তখন আমিও সাহস নিয়ে রাজি হয়ে যাই। এই চিকিৎসার জন্য আমার ৩ লাখ ৭ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। তিনটা রিং পরানো হয়েছে। এরমধ্যে একটা রিং হাসপাতাল থেকে ফ্রি দিয়েছে। অল্প পয়সার মধ্যে খুব ভালো চিকিৎসা হয়েছে। দুই মাস পরে আমি আবার সৌদি ফিরে যাবো।

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রথমবারের মতো দেশে রোবটের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে রিং পরানো হয়েছে এই হাসপাতালটিতে। সহযোগী অধ্যাপক প্রদীপ কুমার কর্মকার ও তার দল জাতীয় হ্রদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালের পরিচালক, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও সরকারের প্রচেষ্টায় এই রোবোটিক পদ্ধতির সূচনা হয়। পরীক্ষামূলকভাবে রোবোটিক এনজিওপ্লাস্টি শুরু করেছেন তারা। এ কাজে যে যন্ত্রটি ব্যবহার করেছে সেটি পরীক্ষামূলকভাবে এক মাস ব্যবহারের জন্য ফ্রান্সের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে আনা হয়েছে। বাংলাদেশে অবকাঠামোর সঙ্গে এই যন্ত্র সহায়ক কিনা তা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বিনামূল্যে এটি আনা হয়েছে। এর মাধ্যমে এক মাসে ১০ জন রোগীকে এ সেবা দেয়া হবে। তারপর যন্ত্রটি আবার ফ্রান্সে পাঠানো হবে। রোবটিক এনজিওপ্লাস্টির মাধ্যমে দুই রোগীর হৃদযন্ত্রে সেন্ট পরান জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক প্রদীপ কুমার কর্মকারের নেতৃত্বাধীন একটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল। চিকিৎসক দলে ছিলেন- পিনাকী রঞ্জন দাস, আরিফুর রহমান, সাইদুর রহমান, ফারহানা আহমেদ, মো. হোসনি আমীন, বাদল চন্দ্র বর্মণ, নাজমুল হক ভুঁইয়া, আবু সালেহ ও নুসরাত রহমান।

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক প্রদীপ কুমার কর্মকার বলেন, দেশে এই প্রথম রোবটের মাধ্যমে দু'জন হার্টের রোগীকে রিং স্থাপন করা হয়েছে। আজম ও মোর্শেদ নামে এই ব্যক্তি সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে গিয়েছেন। তারা এখন সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। দূর নিয়ন্ত্রিত রোবটিক এনজিওপ্লাস্টি করানো হবে আরও দুই রোগীকে। এটি আরও অত্যাধুনিক পদ্ধতি। তিনি বলেন, হাসপাতালের অবকাঠামো ও দক্ষ চিকিৎসক সবই রয়েছে। এই পদ্ধতিতে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো কোনো চিকিৎসাসেবা দেয়া হলো। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত সহ বিশ্বে ১৬০টি দেশে রোবোটিক এনজিওপ্লাস্টি (রোবট দিয়ে হার্টের রিং পরানো) সেন্টার রয়েছে। এর মধ্যে ভারতের ছয়টি সেন্টার রয়েছে। এই চিকিৎসার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ ও জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতাল রোবোটিক যুগে প্রবেশ করলো। রোবোক্যাথ আর ওয়ান সিস্টেমে ক্যাথল্যাবে একটি রোবোটিক হাত থাকে। আর দূর থেকে একটি মেশিনে তা নিয়ন্ত্রণ

easyvision

স্বতন্ত্র এমপিদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী

দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়া হবে না

ঢাকা, ২৯ জানুয়ারি : আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়া হবে না। সেইসঙ্গে এই সংসদের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের সংসদ প্র্যাকটিস ভালো করে জানার তাগিদ দিয়েছেন তিনি। গতকাল

সন্ধ্যায় নিজের সরকারি বাসভবন গণভবনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকের প্রারম্ভিক বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈঠকটি সঞ্চালনা করেন জাতীয় সংসদের সরকারদলীয় চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৬২ জন স্বতন্ত্র এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের প্রায় সবাই আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা। সংসদের বিরোধী দলের স্বীকৃতি পাওয়া জাতীয় পার্টি মাত্র ১১ আসন পেয়েছে। সংসদে স্বতন্ত্র এমপিদের কেমন ভূমিকা হয় তা নিয়ে এতদিন নানা আলোচনা ছিল। তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের দিনই জাতীয় সংসদে জাতীয় পার্টিকে বিরোধী দলের স্বীকৃতি দেয়া হয়। সরকারি দলের সঙ্গে সমঝোতা করে নির্বাচনে যাওয়ায় জাতীয় পার্টিতেও তীব্র অস্থিরতা দেখা দিয়েছে।

রোববার স্বতন্ত্র এমপিদের সঙ্গে মতবিনিময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, যেসব প্রকল্প দেশের মানুষের জন্য অর্থবহ, সেসব প্রকল্পই গ্রহণ করা হয়। স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের বাংলাদেশের ইতিহাস জানা এবং সংবিধান আত্মস্থ করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, সংসদ কার্যপ্রণালি বিধি পড়তে হবে।

আমাদের সংসদ ওয়েস্ট মিনস্টার টাইপ পার্লামেন্ট। কাজেই সংসদ প্র্যাকটিস ভালো করে জানতে হবে। শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচনী এলাকায় কেউ ভূমিহীন-গৃহহীন থাকলে তাদের জন্য ঘর তৈরি করে দেয়া হবে। বৈঠকে আগামী পাঁচ বছর জাতীয় সংসদে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ভূমিকা কী হবে, সংরক্ষিত নারী আসনের বিষয়ে তাদের মতামতসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়। গত ৭ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২২৩টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এ ছাড়া জাতীয় পার্টি ১১টি এবং ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ ও কল্যাণ পার্টি একটি করে আসনে জয়লাভ করেছে। এর বাইরে এবার ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনে জিতেছেন, যাদের মধ্যে ৫৮ জনই সরাসরি আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত। তারা সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল নেতা। এদের মধ্যে দলের অনেক ত্যাগী নেতাও রয়েছেন। এর আগে গত ১০ই জানুয়ারি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে বিজয়ীদের শপথ গ্রহণের পরপরই আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা তাদের সংসদীয় দলের সভা করেন। ওই সভায় শেখ হাসিনাকে সংসদ নেতা নির্বাচন করা হয়। স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সমর্থিতদের অবস্থান কী হবে, বৈঠকে সেটি নিয়েও আলোচনা হয়।

‘গায়েবি ডাকাতি’ মামলার আসামি বিএনপি নেতারা

বাদী বললেন- কিছুই জানি না

ঢাকা, ৩০ জানুয়ারি : জাতীয় নির্বাচনের আগে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে হয়েছিল একাধিক গায়েবি মামলা। অভিযোগ আনা হয়েছিল নাশকতার। তবে এবার মামলা হচ্ছে ভিন্ন অভিযোগে। সাজানো হচ্ছে ডাকাতির ঘটনা। যেটা জানেন না বাদী নিজেও। এমনই একটি ঘটনা ঘটে সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে। গায়েবি ডাকাতি মামলার আসামি হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কালিগঞ্জ বিএনপি'র একডজন নেতা।

গত ১৫ই জানুয়ারি কালিগঞ্জের রতনপুর ইউপি'র কাশিশ্বরপুর গ্রামের শওকত আলী গাজীর বাড়িতে ডাকাতির অভিযোগে একটি মামলা হয়। ওই মামলায় উপজেলা কৃষক দলের চার নেতাকে আসামি করা হয়। অথচ আগে থেকেই তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। ঘটনা সম্পর্কে তারা কেউই জড়িত ছিলেন না।

শুধু বিএনপি'র রাজনীতি করার কারণে তাদের আসামি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ডাকাতির ঘটনা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন প্রতিবেশীরাও। তারা জানান, ঘটনার সময় তারা কিছুই শুনতে পারেননি। বাড়ির তালা ভাঙা এমনটাও তারা দেখেননি।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, গত ১৫ই জানুয়ারি রাত ১১টার দিকে বাড়ির কলাপসিবল গেট বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত ১টার দিকে অজ্ঞাত ৪ জন গেটের তালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। আমাকে মারধর করে এবং পরিবারের সবাইকে এক রুমে আটকে রাখে। বিভিন্ন রুমে ঢুকে ট্রাঙ্কের তালা ভেঙে নগদ ৫০ লাখ ৪০ হাজার টাকা ও ২৩ ভরি স্বর্ণালংকার লুটে নেয়। সবার পরনে বিভিন্ন রঙের জ্যাকেট ছিল এবং সবার বয়স ২৫-৩০এর মধ্যে। যাওয়ার সময় ডাকাতরা রুমের বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে যায়। ডাকাতরা চলে যাওয়ার পর চিৎকার দিলে প্রতিবেশীরা তালা খুলে দেয়। মামলার এজাহারে ৪ জনকে আসামি করা হয়েছে। তারা হলেন- আরিফুর রহমান ছোটন (৩৪), মো. কামরুল ইসলাম ওরফে কামরুজ্জামান (৩৩), মো. সবুজ হোসেন (২৫), মো. শরিফুল ইসলাম (২৫)। তাদের সবার বাড়ি কালিগঞ্জে।

প্রতিবেশী রমিজ বলেন, পাশাপাশি বাড়ি হলেও ওইদিন রাতে আমরা টের পাইনি। তবে পরদিন সকালে জানতে পারি- ওই বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর বাড়ির মালিক শওকাত গাজী বলেন, রাতে ডাকাতির ঘটনা ঘটলেও তিনি কাউকে চিনতে পারেননি। তবে ডাকাতদের শারীরিক গঠন দেখে বুঝতে পারেন- তারা অন্য এলাকার। কিন্তু বিএনপি করার কারণে মামলার আসামির তালিকায় প্রতিবেশী ৪ জনের নাম ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

এদিকে মামলার বাদী শওকাত গাজীর একটি অডিও রেকর্ড দৈনিক মানবজমিনের কাছে এসেছে। অডিও রেকর্ডে শোনা যায়, মামলার দুই আসামির মা শওকাত গাজীর কাছে গিয়ে ডাকাতি মামলায় ছেলেদের আসামি করার কারণ জানতে চান। এ সময় শওকাত গাজী তাদের বলেন, আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। আমার কাছে আওয়ামী লীগের লোকজন এসে একটি সাদা কাগজে সই করে নিয়ে গেছে। ওরা কাদের আসামি করেছে।

বিষয়টি জানতে শওকাত গাজীকে ফোন দিলে রিসিভ করেন তার ছেলে মনির। তিনি বলেন, ঘটনার দিন আমি ঢাকায় ছিলাম। খবর পেয়ে বাড়িতে যাই। বাদী আমার বাবা হলেও মূলত মামলার সবকিছু করেছি আমি। আমার বাবা বয়স্ক মানুষ, তিনি কিছুই জানেন না। ঘটনার সময় ডাকাতদের চিনতে না পারলেও বিএনপি নেতা ৪ জনকে আসামি করার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, তারা আগে এলাকায় ডাকাতি করেছে। সেজন্য তাদের আসামি করা হয়েছে।

মামলার সাক্ষী আফজাল বলেন, ঘটনার সময় আমরা কিছুই টের পাইনি। সকালে গিয়ে বাড়ির তালা ভাঙাও দেখতে পাইনি। সাক্ষী হওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, ঘটনার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। পাশাপাশি বাড়ি হওয়ায় তারা আমাকে সাক্ষী করেছে।

মামলায় দুই নম্বর আসামি করা হয়েছে কালিগঞ্জ কৃষক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. কামরুজ্জামানকে। তিনি অভিযোগ করেন, ১৭ই জানুয়ারি জানতে পারি- আমার নামে ডাকাতির মামলা হয়েছে। অথচ ঘটনার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। যাদের আসামি করা হয়েছে সবাই বিএনপিা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা হয়রানি করার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে আসামি করেছে। তাই গ্রেপ্তার এড়াতে ঢাকায় চলে এসেছি। উচ্চ আদালত থেকে জামিন নেয়ার চেষ্টা করছি।

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
IATA Biman British Airways Turkish Airlines Qatar Airways Kuwait Emirates
Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro
Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌছে দিয়ে থাকি।
Address:
319 Commercial Road, London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888, 020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
For Bangladesh
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877
We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm
For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

132 Cavell Street London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে চার্জশিট অনুমোদন দুদকের

ঢাকা, ৩০ জানুয়ারি : শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের ২৫ কোটি ২২ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে চাজর্শিট অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল দুদকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কমিশন বৈঠকে চার্জশিট অনুমোদন দেয়া হয়। দুদকের উপ-পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান শিগগিরই আদালতে চার্জশিট দাখিল করবেন।

দুদকের এই চার্জশিট অনুমোদন দেয়ার বিষয় নিয়ে ড. ইউনূসের আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠান কলকারখানার দায়ের করা মামলায় গত রোববার স্থায়ী জামিন পেয়েছেন ড. ইউনূস। এর পরের দিনই দুদক ড. ইউনূসের মামলায় চার্জশিট অনুমোদন দিলো। আসলে সরকার তার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একজন নোবেল লরিয়েটকে নানাভাবে হয়রানি ও সাজা দিতে যা যা করা প্রয়োজন, তার সবই করছে।

চার্জশিটভুক্ত ১৪ আসামি হলেন- গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইউনূস, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজমুল ইসলাম, পরিচালক ও সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আশরাফুল হাসান, পরিচালক পারভীন মাহমুদ, নাজনীন সুলতানা, মো. শাহজাহান, নূরজাহান বেগম ও পরিচালক এস. এম হাজ্জাতুল ইসলাম লতিফী, এডভোকেট মো. ইউসুফ আলী, এডভোকেট জাফরুল হাসান শরীফ, গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. কামরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক

ফিরোজ মাহমুদ হাসান, শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দপ্তর সম্পাদক কামরুল হাসান ও প্রতিনিধি মো. মাইনুল ইসলাম। সূত্রে জানা যায়, দুদকের অনুমোদিত চার্জশিটে আসামি ছিল ১৩ জন। নতুন করে একজন আসামি যুক্ত হয়েছে। তিনি হলেন গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দপ্তর সম্পাদক কামরুল হাসান। রোববার শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণ করে স্থায়ী জামিন পান ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

মামলা নিষপত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাকে এই জামিন দিয়েছেন আদালত।

এ বিষয়ে দুদক সচিব মো. মাহবুব হোসেন জানান, গ্রামীণ টেলিকমের কর্মচারীদের পাওনা লভ্যাংশের মধ্যে এডভোকেট ফি হিসেবে প্রকৃতপক্ষে হস্তান্তরিত হয়েছে মাত্র এক কোটি টাকা। বাকি ২৫ কোটি ২২ লাখ ৬ হাজার ৭৮০ টাকা চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোর্ড সদস্যদের সহায়তায় গ্রামীণ টেলিকমের সিবিএ নেতা এবং এডভোকেটসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সেটেলমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্টের শর্ত লঙ্ঘন করে জাল-জালিয়াতির আশ্রয়ে আত্মসাৎ করেছেন। একইসঙ্গে অর্থ স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে অবস্থান গোপন করে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন তারা। যা দণ্ডবিধি এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ অবস্থায় আসামি গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় কমিশন থেকে চার্জশিট প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপ-মহাপরিদর্শক গ্রামীণ টেলিকম কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ সংবলিত একটি প্রতিবেদন দুদকে পাঠানো হয়। ওই প্রতিবেদনের সূত্র ধরে ২০২২ সালের ২৮শে জুলাই অনুসন্ধান শুরু হয়।

গত ৩০মে গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের ২৫ কোটি ২২ লাখ ৬ হাজার ৭৮০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে দুদক। সংস্থার উপ-পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।

২১ দিনে রিজার্ভ কমেছে পৌনে দুই বিলিয়ন ডলার

ঢাকা, ২৯ জানুয়ারি : দেশে দীর্ঘদিন ধরে চলছে ডলারের সংকট। সংকট উত্তরণে রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় বাড়ছে না। অন্যদিকে আমদানির চাহিদা মেটাতে প্রতিদিন ডলার বিক্রি করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বা রিজার্ভ

কমছেই। ৩রা জানুয়ারি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ২ হাজার ৭০০ কোটি ডলার। সংকটের কারণে ডলার বিক্রি অব্যাহত থাকায় ২১ দিনে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৫২৩ কোটি ডলারে। অর্থাৎ এই ২১ দিনে রিজার্ভ থেকে ১৭৬ কোটি ৩০ ডলার কমে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সবশেষ প্রতিবেদন থেকে রিজার্ভের এ চিত্র পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২৪শে জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রস রিজার্ভ কমে দাঁড়ায় ২ হাজার ৫৩৩ কোটি (২৫ দশমিক ২৩ বিলিয়ন) ডলারে। আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী বিপিএম-৬ মেথডের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবের সঙ্গে ৫২১ কোটি (৫.২১ বিলিয়ন) ডলারের পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ বিপিএম-৬ ম্যানুয়াল অনুযায়ী গ্রস রিজার্ভ এখন ২ হাজার ২ কোটি ডলার বা ২০ দশমিক ০২ বিলিয়ন ডলার।

অর্থাৎ ২১ দিনে গ্রস রিজার্ভ কমেছে ১৭৭ কোটি ডলার (১ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন) এবং বিপিএম-৬ অনুযায়ী কমেছে ১৭২ কোটি ডলার (১ দশমিক ৭২ বিলিয়ন)। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শুরুতে গ্রস রিজার্ভ ছিল ২৯.৭৩ বিলিয়ন ডলার আর বিপিএম-৬ অনুযায়ী ছিল ২৩ দশমকি ৩৭ বিলিয়ন ডলার।

এর বাইরে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট বা প্রকৃত রিজার্ভের আরেকটি হিসাব রয়েছে, যা শুধু আইএমএফকে দেয়া হয়, প্রকাশ করা হয় না। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সেই হিসাবে দেশের প্রকৃত রিজার্ভ এখন ১৬ বিলিয়ন ডলারের নিচে। প্রতি মাসে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার করে এ রিজার্ভ দিয়ে তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো কষ্টসাধ্য হবে বাংলাদেশের জন্য। সাধারণত একটি দেশের ন্যূনতম ৩ মাসের আমদানি খরচের সমান রিজার্ভ থাকতে হয়। সেই মানদণ্ডে বাংলাদেশ এখন শেষপ্রান্তে রয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, সংকটের কারণে রিজার্ভ থেকে বাজারে প্রচুর ডলার বিক্রি করা হচ্ছে। এ ছাড়া এ মাসে আকুর বিলও পরিশোধ হয়েছে। রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহ কম থাকায় রিজার্ভ কমছে।

	DATES	HOTEL	ROOM PRICES
OCTOBER	DEPARTURE 18 OCT 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT; RETURN 28 OCT 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED; MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,480 PER PERSON; 3 PAX SHARING ROOM £1,535 PER PERSON; 2 PAX SHARING ROOM £1,640 PER PERSON
DECEMBER	DEPARTURE 21 DEC 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT; RETURN 30 DEC 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED; MEDINA EMAAR ROYAL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,730 PER PERSON; 3 PAX SHARING ROOM £1,795 PER PERSON; 2 PAX SHARING ROOM £1,940 PER PERSON
FEBUARY	DEPARTURE 8 FEB 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT; RETURN 17 FEB 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED; MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,520 PER PERSON; 3 PAX SHARING ROOM £1,565 PER PERSON; 2 PAX SHARING ROOM £1,685 PER PERSON

THESE PACKAGES INCLUDE: TICKETS, VISA, HOTELS IN MAKKAH & MADINA, FULL TRANSPORT INCLUDING ZIARAH

ZAMZAM TRAVELS
388 GREEN STREET LONDON E13 9AP
TEL: 02084701155 MOB: 07984714885 EMAIL: MAIL@ZAMZAMTRAVELS.COM

পড়াইতে চাই
Wanted to teach
Year 1 to GCSE, Maths and English
Expert and more than 15 years experience in teaching.
Extra care will be taken for inattentive students.
Please contact: Sadath Al Mamun
GCSE Maths A Grade
LL.B (Hons)LL.M (First Class First)
Contact: Phone: 07817 922 277
42-4'24

Good News | Islamic & English Nikah Register Office | সুখবর সুখবর কাজী অফিস লন্ডন
মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে চ্যারিটি কমিশনের পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারনের সুবিধার্থে
মুসলিম নিকাহ, ম্যারিজ সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে।
Good News: We arrange Nikah, Marriage Certificate and Divorce Certificate for Charity Commission

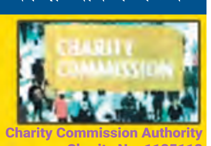

Charity Commission Authority
Charity No: 1125118

জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা, নয়া লম্বাহাটি, ছাতক
এর পক্ষ থেকে দেশবাসী ও প্রবাসী মুসলমান ভাই ও বোনদের খেদমতে সাহায্যের আবেদন
শিশু শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) পর্যন্ত নরাণী, হিফজ ও আলিমি বিভাগ ৭৫০ ছাত্রী, ২৭ শিক্ষক
নবী করিম (সা.) বলেছেন মৃত্যুর পর মানুষের সকল আমল বন্ধ হয়ে যাবে কেবল তিন ধরনের আমল জারী থাকবে ১. ছদক্বায়ে জারিয়া ২. উপকারি ইলম ৩. ইয়াদগার নেক সন্তান । (আল হাদিস)
উক্ত মাদরাসায় আপনাদের লিল্লাহ, সাদাকা, যাকাত, ফিতরা গরিব, ইয়াতিম এবং অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুক্তহস্তে দান করুন।
বিশেষ করে মাহে রমজানে বেশি বেশি করে সাহাজ্য করুন
Help The Poor & Needy Children Get The Right Islamic Education

Uk Bank Account
Madinatul Uloom Welfare Trust
Natwest Bank
Ac No: 10472649
Sort Code: 60-02-63

Uk Bank Account
Madinatul Uloom Welfare Trust
HSBC BANK
Ac No: 41538829
Sort Code: 40-02-33

আকবরী হজ্জ ও ওমরাহ সার্ভিস
দক্ষ আলিমদের সাথে হজ্জ ও ওমরাহ করার সুবিধা
প্রতি সাপ্তাহ এবং প্রতি মাসে আমাদের গ্রুপ প্যাকেজ রয়েছে
আরবি ও ইসলামিক পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে
দক্ষ ইমামদের দ্বারা বাচ্চাদের পড়ানো হয়
কায়েদা, কুরআন, হাদিস, ফিকহ, সিরাহ, দোয়া
কুরআন ও হাদিস দ্বারা ইসলামিক রুকাইয়্যা করার ব্যবস্থা রয়েছে
Printing | Wedding | Catering Services
Office Adreess
7a, Burslem Street, London, E1 2LL
E: shamsul1997@hotmail.co.uk M: 07484639461
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)
চেয়ারম্যান - মদিনাতুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে
খতিব আল আকসা মসজিদ , ডকলেন্ড লন্ডন
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সপাল -
জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা, নয়া লম্বাহাটি, ছাতক

ST42

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

অর্থ পাচার রোধে উদ্যোগ
সত্যিকার অর্থেই ফলপ্রসূ হোক

দেশ থেকে নানাভাবে অর্থ পাচারের ঘটনা বহুল আলোচিত। মূলত পাচারকৃত অর্থের বড় অংশই যায় বাণিজ্যের আড়ালে। আশার কথা, বিদেশে অর্থ পাচার ঠেকাতে দেশের আমদানি, রপ্তানি ও ইন্ডেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে কঠোর নজরদারির আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সোমবার যুগান্তরের খবরে প্রকাশ-এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক (আমদানি-রপ্তানি) বাণিজ্যের অন্তরালে অর্থ পাচারের ঘটনা পাওয়া গেলে নিবন্ধন বাতিল হয়ে যাবে। পণ্য ও সেবা আমদানি-রপ্তানির নামে আন্ডার বা ওভার ইনভয়েসিং করলেও প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিল হবে। এছাড়া এখন থেকে নিবন্ধন ছাড়া দেশের ভেতর কোনো আমদানি ও রপ্তানিকারক এবং ইন্ডেন্টর প্রতিষ্ঠান পণ্য ও সেবা আমদানি-রপ্তানি করতে পারবে না। প্রতারণামূলকভাবে নিবন্ধন সনদ অর্জন বা অর্জনের চেষ্টা এবং আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্য বা সেবার সরবরাহ, মজুত, গুণগত মান অথবা মূল্য সম্পর্কিত কোনো আইন অমান্য করলে, ইন্ডেন্ট সম্পর্কিত কোনো অনিয়ম পাওয়া গেলেও নিবন্ধন বাতিল করা হবে। সম্প্রতি এসব কঠোর বিধান রেখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যেই কার্যকর হয়েছে।

দেশের ব্যাংক খাতসহ সার্বিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রবণতার জন্য অর্থ পাচার অনেকাংশে দায়ী। সন্দেহ নেই, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও অর্থ পাচার অন্যতম প্রতিবন্ধক। দেশ থেকে কী হারে অর্থ পাচার হয়েছে, তার একটি ধারণা পাওয়া গিয়েছিল ওয়াশিংটনভিত্তিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির (জিএফআই) ২০২০ সালের রিপোর্টে। সেখানে বলা হয়, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে ৭৫৩ কোটি ৩৭ লাখ ডলার পাচার হয়। টাকার অঙ্কে তা প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, দেশ থেকে প্রকৃত অর্থ পাচারের অঙ্ক আরও বেশি। কাজেই অর্থ পাচার রোধ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

এ প্রেক্ষাপটে অর্থ পাচার রোধের উদ্যোগটি প্রশংসনীয় হলেও তা কতটুকু কার্যকর করা সম্ভব হবে, সময়ই তা বলে দেবে। তবে একথা ঠিক, কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা থাকলে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা অসম্ভব নয়। তবে মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, যারা অর্থ পাচার করে থাকেন, তাদের অধিকাংশই বেনামে ও নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তা করে থাকেন। এ অবস্থায় যারা অর্থ পাচারের পেছনে রয়েছেন, তাদেরও চি□ত করা জরুরি। এ বিষয়ে বিদেশে অর্থ পাচার নিয়ন্ত্রণ ও পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফেরত আনার ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনি সীমাবদ্ধতা দূর করা প্রয়োজন বলে মনে করি আমরা। এছাড়া বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে (বিএফআইইউ) একটি শক্তিশালী তদন্ত টিম গঠন করাও প্রয়োজন, যারা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আন্ডার ও ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাচার হচ্ছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে পারবেন। আবার যারা এর তদন্তে থাকবেন, স্বচ্ছতার স্বার্থে তাদেরও জবাবদিহিতার আওতায় রাখতে হবে। অর্থ পাচার নিয়ন্ত্রণ ও পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনতে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নেবে, এটাই প্রত্যাশা।

ডান্ডাবেড়ি কি সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে?

একেএম শামসুদ্দিন

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার আটক ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. নাজমুল মৃধাকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে তার মৃত পিতার জানাজায় ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে হাজির করানোর ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন হাইকোর্ট। ১৫ জানুয়ারি বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো. আতাবুল্লাহকে নিয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ, ডান্ডাবেড়ি পরানোর ধারাবাহিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন, 'এভাবে চলতে থাকলে আমরা হয়তো অসভ্য (টহপরারষরুবফ) হিসাবে পরিচিত হব।' আইনজীবী কায়সার কামাল সম্প্রতি ঢাকার জাতীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত 'বাবার জানাজায় ডান্ডাবেড়ি পায়ে ছাত্রদল নেতা' শিরোনাম ও ছবিসংবলিত প্রতিবেদন নজরে আনলে হাইকোর্ট বেঞ্চ উপরিউক্ত মন্তব্য করেন। পুলিশ ছাত্রদল নেতা মো. নাজমুল মৃধাকে ২০ ডিসেম্বর এক বিস্ফোরক মামলায় গ্রেফতার করে। আটক থাকাকালীন নাজমুলের বাবা মারা গেলে পুলিশ জানাজায় অংশগ্রহণের জন্য ১৩ জানুয়ারি প্যারোলে মুক্তিপ্রাপ্ত নাজমুলকে ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে হাজির করে।

গ্রেফতার বিএনপি নেতাদের ডান্ডাবেড়ি পায়ে পিতা-মাতার মৃত্যুর পর জানাজা পড়ার এমন নিষ্ঠুর ঘটনা এটাই প্রথম নয়। বেশ কয়েক বছর ধরেই বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে এ অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে। এমনকি হৃদরোগে আক্রান্ত যুবদল নেতাকেও ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। ২৮ অক্টোবর ঢাকায় বিএনপি মহাসমাবেশের পর যে অসংখ্য নেতাকর্মীকে গণহারে গ্রেফতার করা হয়েছে, এর মধ্যে যশোর জেলা যুবদলের সহসভাপতি ও স্থানীয় কলেজশিক্ষক আমিনুর রহমান অন্যতম। কারাগারে হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাকে ঢাকার জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে স্থানান্তর করা হয়। কারাগার থেকে শুরু করে ঢাকায় চিকিৎসাধীন পুরো সময় তার পায়ে ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে রাখা হয়। এমনকি খাওয়ার সময়ও হাতকড়া খুলে দেয়নি পুলিশ। এ অবস্থায় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে তিনি ১৩ দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। একই ঘটনা ঘটেছে মুগদা থানা শ্রমিক দল নেতা মো ফজলুর রহমান কাজলের সঙ্গে। ৩০ অক্টোবর তাকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে হাতকড়া ও ডান্ডাবেড়ি পরানো অবস্থায়েই হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে নিয়ে যাওয়া হয়। ডান্ডাবেড়ি পরা অবস্থাতেই তার চিকিৎসা চলেছে। কাজলের ছেলে সজল অভিযোগ করেন, চিকিৎসাকালীন বারংবার অনুরোধ করলেও তার বাবার হাতকড়া ও ডান্ডাবেড়ি খুলে দেওয়া হয়নি। কাজলের দুর্ভাগ্য সরকারের পরানো ডান্ডাবেড়ি নিয়েই তিনি মারা যান। মানুষ কত নিষ্ঠুর ও অসভ্য (আদালতের ভাষায়) হলে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পরও হাতকড়া ও ডান্ডাবেড়ি খুলে দেওয়া হয় না। সজলের অভিযোগ, শেষ পর্যন্ত কাজলের মৃতদেহ হিমঘরে নেওয়ার পর হাতুড়ি দিয়ে পায়ের ডান্ডাবেড়ি ভাঙা হয়।

গত ২৮ অক্টোবর মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর অত্যাচারের যে খড়্গ নেমে এসেছিল, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ডান্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় কাজলের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে তা পরিষ্কার হয়। জানা যায়, আটক অবস্থায় ৫ মাসে ৯ জন বিএনপি নেতাকর্মী মারা গেছেন। এর মধ্যে গত দুই মাসেই মারা গেছেন সাতজন। মারা যাওয়া এসব নেতা গ্রেফতারের আগে সুস্থ ছিলেন বলে তাদের পরিবারের দাবি। বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের ক্ষেত্রে হিন্দি সিনেমার স্টাইলে টার্গেটকৃত ব্যক্তিকে না পেয়ে তাদের পিতা-পুত্র কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যদের অন্যায়ভাবে ধরে নেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। মহাসমাবেশে সংঘর্ষের পর কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আশফাককে গ্রেফতার করতে গিয়ে তাকে না পেয়ে পুলিশ তার ছোট দুই ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে গাড়ি ভাঙচুরের মামলা দেয়। অথচ আমিনুল ইসলামের দাবি, তার ছোট দুই ছেলের বিরুদ্ধে আগে কোনো মামলা ছিল না। তারা কখনোই রাজনীতিতে জড়িত ছিল না। তিনি আরও দাবি করেন, বাড়িতে তাকে না পেয়ে বাথরুম থেকে পানি এনে বাসার বিছানায় ঢেলে দেওয়া হয়েছে। যদিও পুলিশ এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের বক্তব্য, তদন্ত করে আইন মেনেই সবকিছু করা হয়েছে। গত ৩১ অক্টোবর মিরপুরে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সদস্য সচিব আমানউল্লাহ আমানকে গ্রেফতার করতে গিয়ে না পেয়ে তার ভাই শহিদুল্লা মুসল্লিকে আটক করে নিয়ে যায়। একই ঘটনা ঘটে গুলশানে, বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে। ইশরাক হোসেনকে না পেয়ে তার ছোট ভাই ও গাড়ির চালককে নিয়ে যায় পুলিশ। অবশ্য পুলিশের দাবি সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামালার রায়ে সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচনের আগে পাঁচ মাসে অন্তত ১১২টি মামলায় ১ হাজার ৭৩৫ জনের সাজা হয়েছে। সাজাপ্রাপ্তদের বেশির ভাগ বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতাকর্মী। এর মধ্যে একদিনে ১২১ জনকে সাজা দেওয়ার ঘটনাও আছে। যাদের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ককটেল বিস্ফোরণ, যানবাহনে আগুন দেওয়া, ভাঙচুর, পুলিশের ওপর হামলা এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি জীবিত না মৃত, সে বিষয়ও বিবেচনা করা হয়নি বলে খবর হয়েছে। চার বছর আগে মৃত্যু হয়েছে এমন ব্যক্তিকেও কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ওই মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি করা হয়। এছাড়া গুমের শিকার ব্যক্তিদেরও দণ্ড দিয়েছেন আদালত। তারা হলেন ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে নিখোঁজ, ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম সুমন ও তেজগাঁও কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম জাকির। জাকির ২০১৫ সালের এপ্রিল থেকে নিখোঁজ ছিলেন। অথচ সে বছরের মে মাসে একটি ব্যক্তিগত গাড়িতে অগ্নিসংযোগের মামলায় আদালত তাকে আড়াই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। কথিত আছে, নির্বাচনের আগেভাগে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের জেলে পাঠানোর জন্য রাতদিন বিরতিহীনভাবে এসব বিচারকার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনগ্রন্থ হলো সংবিধান। সেই সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে, বিচার বা দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাবে না কিংবা নিষ্ঠুর অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাবে না অথবা কারও সঙ্গে কোনোরূপ নির্দয় আচরণ করা যাবে না। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। আইনসম্মত নিরপেক্ষ আদালত কর্তৃক প্রকাশ্য বিচার ব্যতীত কাউকে কোনো ধরনের শাস্তি দেওয়া যাবে না। বিচারে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী বলা যাবে না।

কিন্তু আমাদের দেশে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী হিসাবে উপস্থাপন করা এক প্রকার সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। সরকারের সর্বোচ্চ ব্যক্তি থেকে শুরু করে, ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক নেতা, আইনপ্রণেতা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এমনকি আইন প্রয়োগকারী সদস্যদের, বিচারের আগেই প্রকাশ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অপরাধী বলতে শোনা যায়। বিরোধীদলের নেতাকর্মী হলে তো কথাই নেই। অনেকের মুখের ভাষায় তখন ভদ্রতার লেশটুকুও থাকে না। বিগত কয়েকটি ঘটনায় দেখা গেছে, পুলিশ কেবল বিএনপি নেতাকর্মীদেরই ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে জনসম্মুখে হেয় করেছে। অন্যান্য আটক অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে এমন আচরণ করতে দেখা যায়নি। সাধারণত, একসঙ্গে ৩টি মামলায় অভিযুক্ত হলে তাকে ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে কেবল কোর্টে নেওয়া হয়। কিন্তু এ অবস্থায় আদালত কক্ষে হাজির করানো যাবে না বলে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত আছে। তবে এখানেও বৈষম্য আছে। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের বর্তমান কিংবা সাবেক নেতা, যাদের দলের উচ্চপর্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এমন ব্যক্তির তিন মামলা কেন, তারও অধিক মামলা থাকলেও অধিকাংশ সময়ে দেখা গেছে, তাদের সঙ্গে কুটুম্বের মতো আচরণ করা হয়। কুখ্যাত ক্যাসিনো সম্রাট, সাবেক যুবলীগ নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী ওরফে সম্রাটের মামলা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আলোড়ন সৃষ্টিকারী ক্যাসিনো মামলা, মাদক, অর্থ পাচার ও অস্ত্র আইনের মামলায় অভিযুক্ত সম্রাট প্রশাসনের তরফ থেকে, আটকের বেশির ভাগ সময় জামাই আদরেই কাটিয়েছেন। চিকিৎসার নামে দেশবিদেশে সব সুবিধাই ভোগ করেছেন। শুধু তাই নয়, তাকে স্থায়ী জামিন দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

ডান্ডাবেড়ি পরানোর ক্ষেত্রে আইনে কী বলা আছে? জেলের ভেতর কেউ অপরাধ করলে তা নিষপত্তির নিয়ম জেল কোড ১৯ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। এ অধ্যায়ের ৭০৮ নম্বর বিধানে বলা হয়েছে, জেলের মধ্যে কেউ অপরাধ করলে জেল সুপারিনটেনডেন্ট ১১ ধরনের লঘু ও সমানসংখ্যক গুরুদণ্ড দিতে পারেন। গুরুদণ্ডের মধ্যে রয়েছে, কাউকে ৭ দিনের জন্য অন্যান্য বন্দি থেকে আলাদা করে পৃথক কোনো সেলে আটক রাখা, ৩০ দিনের জন্য ডান্ডাবেড়ি পরানো ইত্যাদি। তবে একই বিধানে আরও উল্লেখ আছে, বিচারধীন অভিযুক্ত বা রাজবন্দিদের এ ধরনের গুরুদণ্ড দেওয়া যায় না। কারণ এ বিধানটি কেবল আদালতে সাজাপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অতএব, বাংলাদেশের সংবিধান যেখানে মানুষের বিরুদ্ধে নির্মম ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের বিপক্ষে, সেখানে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের মৃত মা-বাবার জানাজা কিংবা মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকা অভিযুক্তদের হাসপাতালে চিকিৎসাকালে হাতকড়া এবং ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে রেখে যে আচরণ করা হয়, তা পৃথিবীর কোনো সভ্য সমাজে আছে? পৃথিবীর আর কোনো দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য তাদের দেশের নাগরিকদের সঙ্গে এমন অসভ্য আচরণ করে থাকেন? আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কি একবারও ভেবে দেখেন না, এসব করলে যারা খুশি হন, তাদের খুশি করতে গিয়ে, আদালতের ভাষায় আমরা আর কত অসভ্য হব! পৃথিবীর এমন কোনো সভ্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে আইনের বিকাশ হয়নি। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আইনেরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রেও আইন আধুনিক করা হয়েছে। পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে আইনের কার্যকারিতা কমে যায়। এজন্য প্রয়োজনে সে আইনকে সময়োপযোগী করে তোলা হয়। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমাদের দেশে ক্ষমতায় যারা থাকেন, তাদের স্বার্থহানি হতে পারে, এমন আইনের কোনো পরিবর্তন সহজেই হয় না। এমনকি উচ্চ আদালতের প্রচেষ্টা থাকলেও। প্রায় এক বছর আগে বিচারপতি কেএম কামরুল কাদের ও বিচারপতি মোহাম্মদ আলীর হাইকোর্ট বেঞ্চ ডান্ডাবেড়ি পরানোর বিষয়ে নীতিমালা করতে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছিলেন। একই সঙ্গে 'ডান্ডাবেড়ি পরানো' কেন অবৈধ হবে না, রুলে তাও জানতে চাওয়া হয়েছিল। সুপ্রিমকোর্টের দুই আইনজীবীর করা একটি রিটের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বেঞ্চ, স্বরাষ্ট্র সচিব, আইন সচিব, পুলিশের আইজি, আইজি প্রিজনসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছিল। এক বছর পার হয়ে গেলেও এ ব্যাপারে এ লেখা যখন লিখছি, তখন পর্যন্ত কোনো অগ্রগতির খবর আমরা পাইনি। অথচ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছি, ওই রুল জারির পরও ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে আরও বেশ কয়েকটি অমানবিক ঘটনার জন্ম দেওয়া হয়েছে। এসব ঘটনার পরও নীতিমালা করতে রুলে উল্লিখিত কমিটি গঠনের কোনো তথ্য নেই। আমরা আশা করি, এ বিষয়ে সরকার যথাশিগি্গর সিদ্ধান্ত নিয়ে, এমন অমানবিক অত্যাচার থেকে এ দেশের নাগরিকদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

একেএম শামসুদ্দিন : অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা

নির্বাচন বাতিল ও শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবিতে লন্ডনে মানববন্ধন

বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের অংশ গ্রহণ ছাড়া সম্প্রতি প্রহসন মূলক ডামি নির্বাচন করে সাধারণ মানুষের ভোটের অধিকার হরণ করেছে আওয়ামীলীগ সরকার। ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সরকারের

পাতানো খেলা, যা জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই অবিলম্বে এই নির্বাচন বাতিল করে নির্দলীয় নিরেপক্ষ সরকারের অধীনে ও সকল রাজনৈতিক দলের অংশ গ্রহণে সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে হবে। জনগণের ভোটের অধিকার ফেরাতে শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডাক্তার শফিকুর রহমানের মুক্তি দিয়ে বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

গত ২২ জানুয়ারি মানবাধিকার সংগঠন নিরাপদ বাংলাদেশ চাই ইউকের উদ্যোগে বাংলাদেশের প্রহসনের নির্বাচন বাতিল ও শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিশাল মানববন্ধনে বক্তারা এসব কথা বলেন।

সংগঠনের সভাপতি মুসলিম খানের সভাপতিত্বে ও সহকারী সেক্রেটারী রায়হান আহমদ এর পরিচালনায় শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন রফিক আহমদ। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সহ সভাপতি আশিকুর রহমান আশিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কানাইঘাট উপজেলা জামায়াতে সাবেক সেক্রেটারী সৈয়দ জামাল আহমদ, সিলেট জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি আবদুল্লাহ আল মুনিম ও সিলেট মহানগর ছাত্রশিবিরের সাবেক অর্থ সম্পাদক মোঃ ফখরুল আলম।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা শামিমুল হক, এনবিসি ইউকের সহ-সভাপতি মোঃ আসয়াদুল হক, আলী হোসাইন, ছাতক উপজেলা সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদা বেগম ন্যান্সি, সেক্রেটারি তাহমিদ হোসেন খান,সহ সেক্রেটারি আরিফ আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মোর্শেদ আহমদ খান, সহকারী সেক্রেটারি মো: আমিনুর রহমান,শরিফ আহমদ মোর্শেদ,মোঃ সাইদুজ্জামান তারেক, মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, মোছাঃ নিপা বেগম, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ আলী, মোঃ হাসানত আল হাবীব, আবদুন নূর, মোঃ সালেক আহমেদ, মোঃ ফজল আহমদ, মোঃ আলম আহমদ, মোঃ ফরহাদ হোসেন,নাসির হোসাইন অপু,শিব্বির আহমদ, জুবায়ের আহমদ, সাবের আহমদ, রেজাউল ইসলাম খান,মাহফুজ আল আনান,মাহবুব আহমেদ সালেহ, মোঃ সুলতান আহমদ,মাহফুজ আহমেদ চৌধুরী,সুফিয়ান আহমদ,মারুফ আহমদ, শেখ রেদওয়ান হোসাইন, রোহান তারিক,কাওছারুল আম্বিয়া, দেলোয়ার হোসেন,আব্দাল মিয়া, শিমুল ইসলাম, মোহাম্মদ হাসনাত আল হাবিব, মিনহাজ উদ্দীন, নজরুল ইসলাম, মোঃ তাজুল ইসলাম, ছালিক আহমদ, আব্দুর রহমান, মনিরুজ্জামান খান, ইসলাম ভুঁইয়া ও জাবেদ আহমদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে বন্ধু উৎসব উদযাপন

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশের ১৯৯৬ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থী সকল বন্ধুদের সমন্বয়ে সারা বাংলাদেশের ব্যাচ'৯৬ নামে গঠিত বন্ধু সংগঠন লন্ডনে রোমফোর্ড রোডের আইভি লাউঞ্জে বন্ধু উৎসব লন্ডন-২০২৪ উদযাপন করেছে। বন্ধু'র সাথে বন্ধুর পথ, পাড়ি দিবো হোক শপথ-এমনি স্লোগান কে সামনে রেখে গত ২৮ শে জানুয়ারী রবিবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রবাসী বন্ধুদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি এক অনন্য মাত্রা লাভ করে। চেনা অচেনা মানুষ গুলো শুধু মাত্র একই সালে পরীক্ষার্থী হওয়ায় সকল ভেদাভেদ ভুলে পরস্পরকে আপন করে নিয়েছিল মুহুর্তেই। দীর্ঘ কর্ম ব্যস্ততা আর হাজারো মাইলের দূরত্ব ঘুচিয়ে সহজেই আপন হয়ে

গিয়েছিল বন্ধু সংগঠটনটির সকল সদস্যরা। বিভিন্ন শহর থেকে আগত বন্ধুদের ব্যক্তিগত পরিচায় দিয়ে শুরু হয়ে, বাচ্চাদের জন্য গেমিং, বাচ্চাদের ছড়া, আবৃত্তি ও দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়ে বন্ধুদের কথায় ও গানে অনুষ্ঠান টি দারুন উপভোগ্য হয়ে উঠে।

আয়োজক ও অংশগ্রহণকারীদের কণ্ঠে এটা স্পষ্ট ছিলো, বন্ধুদের সকল প্রয়োজনে পাশে থাকার দৃঢ় প্রত্যয় এবং প্রবাসী নিজ দেশ ও ধর্ম ও কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে আকড়ে ধরে সামনে এগিয়ে যাওয়ার দৃপ্ত শপথ। ভবিষ্যতে আরো বড় পরিসরে এ আয়োজনটি আবার ফিরে আসবে সকল বন্ধুদের জন্য এরকম পূর্বাভাস ও পাওয়া গেলো অংশগ্রহণকারী বন্ধুদের কথায়।

অংশগ্রহণকারী বন্ধুদের মধ্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন বন্ধু সাইফুল, রাসেল মাহমুদ, এডভোকেট শাখাওয়াত, রিয়াজ সরকার, হারুন অর রশিদ, সাইফউদ্দিন সাইফ, মোহাম্মদ ইসলাম, আরজু, তাকলিমা, মনির,সনি,আলামিন,আলাউদ্দিন সোহেল, আজীজ, সেতু, শাহেদ রশিদ, সাইফুল শিপন, সানোয়ার, প্রদীপ, মহীউদ্দিন, মান্নান রানা, রাকীব, আরিফ হোসাইন, রাকিব, সানোয়ার, প্রমুখ উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানলে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

স্বাগত বক্তব্যে সাইফুল সবাইকে স্বাগত জানান এবং ব্যাচ ৯৬ ইউকে কীভাবে কাজ করবে নির্দেশনামুলক বক্তব্য দেন। রাসেল তার বক্তব্যে বাংলাদেশ ও ইউকে বন্ধুদের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করতে ব্যাচ ৯৬ বন্ধুদের সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে আগতদের ধন্যবাদ জানান। এডভোকেট শাখাওয়াত হোসেন টিটো তার বক্তব্যে বলেন, বিলেতে এই প্রথম ব্যাচ-৯৬ আত্মপ্রকাশ করেছে। এই দিনটি আমাদের জন্য স্মরনীয় হয়ে থাকবে, আমরা প্রতি বছর

বিভিন্ন সিজনাল প্রোগ্রাম, ঈদ পুনর্মিলনী, সমুদ্র বীচ ভ্রমন, বারবিকিউ, মাহে রমজানে ইফতার মাহফিল আয়োজনসহ বিভিন্ন শহরের বন্ধুদের একত্রিত করে বন্ধুদের সব রকম সমস্যা সমাধানে একসাথে কাজ করব।

অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক বিনোদন ছিল অন্যরকম, বিলেতের খ্যাতনামা স্থানীয় শিল্পী শতাব্দী কর, শিল্পী মুনা, গীটারিস্ট পাপ্পু এবং তার টীম দেশের

গান, আধুনিক গান, ব্যান্ড সংগীত পরিবেশন করে আগত অতিথিদের মাতিয়ে তোলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ভোটের অধিকার হরণের প্রতিবাদে লন্ডনে কালো প তাকা প্রদর্শন

বাংলাদেশের গণতন্ত্র ধ্বংস, ভোটের অধিকার হরণ ও বিরোধী শীর্ষ নেতাদের দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে আটক রাখার প্রতিবাদে মানবাধিকার সংগঠন 'রাইটস অব দ্যা পিপল' এর উদ্যোগে কালো পতাকা প্রদর্শন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে বক্তারা বলেন, বিরোধী দলীয় সকল শীর্ষ নেতাদের জেলে বন্দী রেখে ৭ জানুয়ারি একতরফা নির্বাচন করে জনগনের ভোটের অধিকার হরণ করেছে আওয়ামীলীগ সরকার। বাংলাদেশকে ভারতের আজ্ঞাবহ তাবেদার রাষ্ট্রে পরিনত করার চূড়ান্ত নীল নকশা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে সরকার। উক্ত কালো পতাকা প্রদর্শন কর্মসূচিতে বক্তারা অনতবিলম্বে নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষনা করে জনগনের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া এবং বিরোধী দলের সকল নেতাকর্মীদের মুক্তি ও তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জোর দাবি জানান।

গত ২৯ জানুয়ারি লন্ডনের শহীদ আলতাব আলী পার্কে আয়োজিত কালো পতাকা প্রদর্শন কর্মসূচীতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ এর পরিচালনায় এবং সংগঠনটির সিনিয়র সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম মাসুদ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের সাবেক কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক আশিকুর রহমান আশিক, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমার দেশ পত্রিকা, ইউকের নির্বাহি সম্পাদক অলিউল্লাহ নোমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সুনামগঞ্জ জেলা শাখার সহ-সভাপতি নিজাম উদ্দিন।

এতে আরো বক্তব্য প্রদান করেন সংগঠনটির সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম,যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক মো: জমেল হোসাইন,সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস,যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক রোহান তারিক,প্রচার সম্পাদক মারুফ উদ্দিন,সুনামগঞ্জ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সহ সভাপতি রাশেদা বেগন ন্যান্সি।

কর্মসূচীতে আরো উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম, সহ সভাপতি আব্দুল্লাহ আলামীন, সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম আনহার, দপ্তর সম্পাদক কাওছার আহমেদ, মোঃ ইমরান আহমেদ কামিল, মোঃ আবু কায়েস, মিজানুর রহমান, নাইম ইসলাম জয়, সুফিয়ান আহমেদ নাইম, মাহদী আহমদ তাহমীদ, রাহমান মিয়া, মনসুরুল হাসান জাকারিয়া, সৈয়দা রিপা বেগম, কামরুল হাসান ভূইয়া, শাহরিয়ার হোসেন শাকিব, রফিক আহমেদ, কাওছার আহমেদ রিফাত, শাহ আলি নেওয়াজ, মোঃ রেজাউল করিম, নাইম আল হোসাইন, মোঃ সুজাত হোসেন, আশরাফুর রহমান, জাবেদ হোসেন চৌধুরী, হামিদ মিয়া, আবু তাইয়েব, রানু মিয়া, আব্দুল ওয়ালি শামিম, মোঃ জাবের আহমেদ, মোঃ জাহিদুল ইসলাম, মোঃ নুরুল আলম পাবেল, মোঃ রায়হান মিয়া, শিমুল ইসলাম, আমিনুর ইসলাম আনসার, জয় আহমদ, মোঃ জিল্লুর রহমান সাইমুন, জাকির হোসেন, সারজুল ইসলাম, মুস্তাক আহমদ, গোলাম আলিফ, তারেক মাহমুদ, সাইফুর রহমান, তোফায়েল আহমদ, তাজ উদ্দিন, সাহাব পারহান, জেবরুল আমিন, মোঃ ফখরুল আলম, ফাহিম আহমদ, জুবায়ের আহমদ, মোঃ মাজেদ হোসেন, মোঃ আশরাফুল আলম, তানভির আহমদ এরশাদ, আল আমিন, মোঃ ফখরুল ইসলাম, সাইফুর রহমান মনি, ফেরদৌস আহমেদ, রাহাত আহমেদ, আব্দুস শহিদ, জুনেদ মিয়া, গোলাম রসুল, এনামুল হোসেন, মোঃ সানাউর রহমান (চৌধুরী), মকসুদ ইবনে ওয়াহিদ কায়েস, মোঃ নাইমুন রহমান, মাহফুজুর রহমান খান,মস্তাক আহম,ফরহাদ হোসেন,রায়হান উদ্দিন,আসাব্বির হাসান, মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, আতিকুর রহমান, মোঃ নূরুল ইসলাম-তোতা সরকার, জাহেদ হোসেন প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আমানা এন্ড আরিসা প্রপার্টিজ বিডি
হোয়াটসঅ্যাপ : 01711904180
রানা : +447783957848

সিলেট নগরী ও আশেপাশের এলাকায়
(Sylhet City and Surrounding Areas)

1. জমি ও বাসা ক্রয় এবং বিক্রয়
(Buying and Selling of Land and Houses)

2. চুক্তিভিত্তিক বাসা ভাড়া
(Contractual House Rent)

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট
£14.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
Advancing to the next level

আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?

Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.

We can help you with charity registration and other charity related services.

- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

এডভোকেট মোহাম্মদ জুয়েল সংক্ষিপ্ত সফরে সস্ত্রীক লন্ডন এসেছেন

সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য, সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট ও প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ জুয়েল গত ২১ জানুয়ারি এক সংক্ষিপ্ত সফরে স্বস্ত্রীক লন্ডন এসেছেন ।

লন্ডনে অবস্থানকালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিতব্য 'বালাগঞ্জের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে প্রবাসীদের জীবনযাত্র, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের পরিচিতি সংগ্রহ করবেন । বালাগঞ্জের সমাজ সেবক, শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবী এবং উন্নয়নে নিবেদিত ব্যক্তিদের সমাজ সেবামূলক কাজের পরিচিতি উক্ত গ্রন্থে তুলে ধরা হবে।

পাশাপাশি বৃটেনে বসবাসরত বালাগঞ্জের নতুন প্রজন্ম- যারা শিক্ষা, ব্যবসা, চাকরি ও সমাজসেবায় কৃতিত্ব ও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও উক্ত গ্রন্থে প্রকাশ করা হবে । এছাড়াও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে বালাগঞ্জের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে যারা বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন তাঁদের তথ্য-উপাত্ত গ্রন্থটিতে সন্নিবেশ করা হবে।

তিনি যুক্তরাজ্যে অবস্থানকালে 'বালাগঞ্জের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রবাসী কমিউনিটি, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন । তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে কিংবা গ্রন্থের জন্য যেকোনো তথ্য পাঠাতে নিুরে মোবাইল নাম্বার ও ইমেইলে যোগাযোগ করা যাবে । ইমেইল-------) মোবাইল ০০৮৮ ০১৭১১-৩৩৫ ৮৩০ (হোয়াটসঅ্যাপ) ও ০৭৩৯৮ ৯৩৩ ২৬৭ (মিফতা আহমদ, ইউকে) ।

তিনি লন্ডন সফর শেষে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার লন্ডন থেকে পবিত্র ওমরাহ হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন এবং ৪ মার্চ ওমরাহ পালন শেষে দেশে ফিরবেন।

উল্লেখ্য, এডভোকেট মোহাম্মদ জুয়েল সিলেটের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন । তিনি সিলেট জেলা যুবলীগের প্রাক্তণ সাংগঠনিক সম্পাদক, বালাগঞ্জ-ওসমানীনগর উপজেলা আইনজীবী পরিষদের বর্তমান যুগ্ম সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের আজীবন সদস্য। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

খতমে কুরআন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

লন্ডনে আরাফাত রহমান কোকোর ৯ম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশের প্রথম রাস্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র প্রশিক্ষিত পাইলট ও ক্রীড়া সংগঠক শহীদ আরাফাত রহমান কোকোর ৯ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাজ্য বিএনপির উদ্যোগে খতমে কুরআন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক ও কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে গত ২৪ জানুয়ারি বুধবার বাদ এশা পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত খতমে কুরআন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার বড় পুত্র এবং শহীদ আরাফাত রহমান কোকোর বড় ভাই বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

দোয়া মাহফিলপূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক আগত সকল নেতৃবৃন্দ ও মুসল্লিদের ধন্যবাদ জানিয়ে জিয়া পরিবারসহ বাংলাদেশ ও বিশ্বের সকল নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহর শান্তির জন্য দোয়া কামনা করেন।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে আরাফাত রহমান কোকো ও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর রুহের মাগফেরাত এবং বিএনপি চেয়ারপার্সন

ও তিনবারের নির্বাচিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতাসহ বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর শান্তির জন্য মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া কামনা করা হয় ।মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন ব্রিকলেন মসজিদের ইমামবৃন্দ। মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে বিএনপি ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মাহিদুর রহমান, যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুছ, সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সহসভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব, টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিলের কাউন্সিলার সাবেক ডেপুটি মেয়র অহিদ আহমেদ, সহসভাপতি আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, উপদেষ্টা আব্দুল হামিদ চৌধুরী, সহসভাপতি তাজুল ইসলাম, আব্দুস সাত্তার, আতিকুর রহমান চৌধুরী পাপ্পু, আবেদ রাজা, এম এ মুকিত, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক পারভেজ মল্লিক, যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান, খসরুজ্জামান খসরু, গুলজার আহমেদ, মিসবাহুজ্জামান সোহেল, ডক্টর মুজিবুর রহমান (দপ্তরের দায়িত্বে), আজমল চৌধুরী জাবেদ, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক শহিদুল ইসলাম মামুন, নাসিম আহমেদ চৌধুরী, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কামাল উদ্দিন, ঢাকা দক্ষিন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেন টিপু, সহ সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আলম, বাবুল আহমেদ চৌধুরী, এডভোকেট খলিলুর রহমান, সেলিম আহমেদ (সহ দপ্তরের দায়িত্বে), স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (সহসভাপতি পদ মর্যাদা) ও যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমেদ শাহিন, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, জাসাস ইউরোপের সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহআন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এনামুল হক লিটন, যুবদলের কেন্দ্রীয় সদস্য বাবর চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সদস্য এ জে লিমন, ইস্ট লন্ডন বিএনপির সাবেক সভাপতি ফখরুল ইসলাম বাদল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস এম লিটন, লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট লিয়াকত আলী প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

বৃটিশ সিটিজেনশীপ অ্যাওয়ার্ড পেলেন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট কাউন্সিল নাজ ইসলাম

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম : বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশনের প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারী, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট, নর্থাম্পটনের সাফরন রেস্টুরেন্টের মালিক কাউন্সিল নাজ ইসলাম ব্রিটিশ সিটিজেনশীপ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। গত ১৮ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার লন্ডনের প্যালেস অব ওয়েস্টমিনস্টারে এক জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে নাজ ইসলামের হাতে এ অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয়। মূলত নাজ ইসলাম তাঁর কমিউনিটির জন্য সেবামুলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এই অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

২৭ বছরের কর্মজীবনে, নাজ স্থানীয় দাতব্য সংস্থাগুলির জন্য প্রায় ১লাখ পাউন্ড সংগ্রহ করেছেন এবং তার পরিবারের সহায়তায় বাংলাদেশের অন্যতম দরিদ্র অঞ্চলে একটি স্কুল এবং এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তিনি বলেছিলেন, যদিও আমার শিকড় বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত, নর্থাম্পটন আমার শহর এবং আমি এর ভাগ্যের প্রতি গভীরভাবে যত্নশীল। এখানেই আমি আমার জীবন তৈরি করেছি, আমার পরিবারকে বড় করেছি এবং আমার ব্যবসা বাড়িয়েছি। আমি শহরটির কাছে অনেক ঋণী এবং আমি সর্বদা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, আমার চেয়ে কম ভাগ্যবানদের সাহায্য করেছি এবং আমার শোনার কাছাকাছি স্থানীয় দাতব্য সংস্থাগুলির জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছি।

নাজ ইসলাম বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, লন্ডনের প্যালেস অব ওয়েস্টমিনস্টারে একটি জমকালো অনুষ্ঠানে আমার জনহিতকর কাজ এবং সম্প্রদায়ের কাজের জন্য আমার সম্মানের পদক পেয়ে আমি অত্যন্ত সম্মানিত। এই সম্মান পাওয়ার অর্থ আমার কাছে বিশ্ব এবং আমি এই স্বীকৃতির জন্য শব্দের বাইরে কৃতজ্ঞ। এটি একটি খুব বিশেষ মুহূর্ত ছিল এবং যা আমি চিরকাল ধরে রাখব।

নাজ ইসলাম আরো বলেন, ব্রিটিশ সিটিজেন অ্যাওয়ার্ড ব্যতিক্রমী ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দেয় যারা তাদের সম্প্রদায় এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে।

পুরষ্কার প্রোগ্রামটি তাদের সম্মানিত করে যারা ইতিবাচকভাবে অন্যদের প্রভাবিত করে এবং ইউকে জুড়ে বহু-সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়, কর্মক্ষেত্র, সম্প্রদায় গোষ্ঠী এবং দাতব্য সংস্থাগুলির ইতিবাচক দিকগুলিকে হাইলাইট করে? এটি ”ভাল জিনিস যা ব্রিটেনকে মহান করে উদযাপন করে।

সেন্টার ফর সাইকোলজিক্যাল হেলথের মনস্তাত্ত্বিক চা-চক্র অনুষ্ঠিত

ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর সাইকোলজিক্যাল হেলথ আয়োজিত উন্মুক্ত “মনস্তাত্ত্বিক চা চক্র” এর দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ জানুয়ারি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত বাংলাদেশ শাখার ঢাকার অফিসে এই চা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

সেন্টারের সমাজসেবার অংশ হিসেবে সর্বসাধারণের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য বিনামূল্যে পরিচালিত উক্ত অনুষ্ঠানের মূল সঞ্চালক ছিলেন মনোবিজ্ঞানী নাজমুল হোসেন। এতে অনুষ্ঠানটির সমন্বয়কারী আখতার বানু শম্পা ও সহ-সমন্বয়কারী নাঈম হোসেন মনস্তাত্ত্বিক চা চক্রের ভূমিকা, উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে স্পিচ থেরাপি বিষয়ক বক্তব্য রাখেন রওশন আরা রানী এবং ইয়োগা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোরশেদ খান।

মনস্তাত্ত্বিক চা চক্র থেকে মানসিক রোগীদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টারের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করা হয়। এ ধরনের ডে কেয়ার সেন্টার খুব শীঘ্রই শুরু হবে বলে সেন্টারের পরিচালক মনোবিজ্ঞানী নাজমুল হোসেন আশা ব্যক্ত করেন। ব্রিটেনে ডে কেয়ার সেন্টারে কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি ঢাকার ধানমন্ডিতে মানসিক রোগীদের জন্য দেশের প্রথম ডে কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। সেন্টারে সাইকোলজিকাল অ্যাসেসমেন্ট, প্রশিক্ষণ, কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপি ছাড়াও এখন থেকে স্পিচ থেরাপি ও ইয়োগা সেবা চালু হয়েছে বলে জানানো হয়।

উক্ত মনস্তাত্ত্বিক চা চক্রে পজিটিভ মানসিক স্বাস্থ্য চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবার পেশাজীবী কারা, কিভাবে একজন ব্যক্তি এ ধরনের পেশাজীবী হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা হয়।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা এ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চা চক্র নিজেদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন করেছে বলে দাবি করে এটি অব্যাহত রাখার জন্য সেন্টারের প্রতি অনুরোধ রাখেন এবং ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে এ ধরনের অনুষ্ঠান ব্যাপক সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে উল্লেখ করে অন্যান্যদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

ভবিষ্যৎ মনোবিজ্ঞানীদের দিকনির্দেশনা ও মোটিভেশনাল বক্তব্য এবং মনোবিজ্ঞান বিষয়ে না পড়ে অর্থাৎ অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করা ব্যক্তি কিভাবে পরবর্তীতে মনোবিজ্ঞানী হতে পারবেন সে বিষয়ে তথ্য তুলে ধরেন সঞ্চালক নাজমুল হোসেন। রিক্রেশনাল থেরাপির মধ্য দিয়ে শেষ হয় সেন্টারের দ্বিতীয় পর্বের মনস্তাত্ত্বিক চা চক্র।

সবার শেষে বুধবারের পরিবর্তে প্রত্যেক মঙ্গলবার এখন থেকে সাপ্তাহিক ফ্রি মনস্তাত্ত্বিক চাচক্র অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৩০ জানুয়ারি মঙ্গলবার অনুষ্ঠিতব্য তৃতীয় পর্বের ফ্রী মনস্তাত্ত্বিক চাচক্রে অংশগ্রহণে (নাম নিবন্ধনের) এর জন্য ০১৭৬২-৩৮৯৫২৩ ও ০১৫১৫২৯২৫৬০-এই ফোন নাম্বারে যোগাযোগের অনুরোধ করা হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?

‘E3 DEBT MANAGEMENT’

■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।

Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?

Get registered & Send money online from anywhere within the UK

SAVE Time & Travel Cost
Enjoy better rate

www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

WHITE HORSE
SOLICITORS & NOTARY PUBLIC

Tel: 020 7118 1778
Mob: 07919 485 316
96 White Horse Lane
London E1 4LR
Web: www.whitehorselaw.com
Fax: 020 7681 3223

Our services:
Immigration
• Family visit Visa
• Spouse visa, fiancée,
• British nationality
• Deportation and Removal matters
• Bail applications
• Asylum
• Human Rights
• Appeal & Judicial Review
• Application for regularising status &
• All EU Immigration matters.
• Plus most areas of law including Housing Disrepair

Specialist in Immigration Law

MD LIAQUAT SARKER
(LLB Hons)
Email: liaquat.sarker@whitehorselaw.com

Principal
Solicitor: Muhammad Karim
Authorised & Regulated by the Solicitors Regulation Authority.

অর্থের বিনিময়ে পছন্দমতো বউ পাওয়া যায় যে দেশে

টাকা থাকলে নাকি বাঘের চোখও মেলে। এমন প্রবাদ শুনেছেন নিশ্চয়ই? তবে টাকার বিনিময়ে যে বউ বা স্ত্রী পাওয়া যায় তা অনেকেরই হয়তো অজানা। অবাক লাগলেও একটি দেশে এমনটা খুবই স্বাভাবিক। সেদেশের পুরুষরা বিয়ের জন্য বাজার থেকে স্ত্রী কিনে আনেন।

সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের বাজার দেখা যায়। যেখানে নানা জিনিসপত্র কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু আজ এমন এক বাজারের বিষয়ে কথা বলব আমরা, যেখানে বিক্রি হয় কনে। এমন উদ্ভট কনের বাজার বসে বুলগেরিয়ায়। সেদেশে এটা একেবারেই বৈধ।

অর্থোডক্স খ্রিস্টান লেন্টের প্রথম শনিবার কেউ যদি সেই দেশের স্টারা জাগোরা শহরে যান, তাহলে তিনি অভিনব এই বউ বাজারের দেখা পাবেন। গোটা শহরটি আনন্দ আর ব্যস্ততায় মুখর হয়ে ওঠে। সুন্দর সাজসজ্জা আর গয়নায় সজ্জিত হয়ে বাজারে আসেন সম্ভাব্য কনেরা। হাই হিল জুতো এবং মিনি স্কার্ট পরে মোহময়ী আবেদনে পুরুষদের আকৃষ্ট করেন তারা।

মূলত সেখানকার দরিদ্র পরিবারগুলো এভাবেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে থাকেন। আবার এটা কালাইদঝি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির অঙ্গও। এই সম্প্রদায়ের মানুষগুলো সাধারণত তামার কাজ করে। নিজেদের বিশ্বাস এবং আচারের কারণেই এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা সংবাদ শিরোনামে পৌঁছে গেছে। কনের বাজারে নানা ধরনের মানুষ জড়ো হয়ে নাচে-গানে মাতে। গল্প-আড্ডার ফাঁকে পানাহারও চলে। এই এলাকাটা আবার জিপসি ব্রাইড মার্কেট নামেও পরিচিত।

কনের সঙ্গে বাজারে আসেন তাদের মায়েরাও। সুন্দর সাজসজ্জা করে তারাও থাকেন মেয়েদের পাশে। কনেদের মায়েদের মধ্যে একটা গরিমাও কাজ করে। কারণ মায়েরা ভাবেন যে, তারা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছেন, যেখানে তারা নিজেদের সমাজের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি পালন করতে সক্ষম হয়েছেন।

এই সম্প্রদায়ের মানুষগুলো এক সময় বুলগেরিয়াতে এসেছিল। শুধু সেখানেই নয়, পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়েছিল তারা। এটা ১২-১৪ শতকের ঘটনা।

এই সম্প্রদায়ের সমাজের রীতিনীতি অনুসারে, গ্রামে তারা একে অপরের থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে বসবাস করে। গ্রামের পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে মেয়ে এবং নারীদের দেখা করার কোনো অনুমতি থাকে না।

সম্প্রদায়ের বাইরে অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করার অধিকার নেই মেয়েদের। আজ আধুনিক যুগেও এমন বাজারের কথা শুনে স্বাভাবিক ভাবেই চমকে উঠছেন গোটা বিশ্ববাসী। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের একটি পত্রিকার প্রতিবেদনে তো এই কনের বাজারের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, ওই বাজার থেকে পুরুষরা আসলে বউ কেনেন না, বরং কেনেন মেয়েদের কুমারীত্ব।

সূত্র: এনডিটিভি

যে দেশে দেওয়া হয় কুকুরের নাগরিকত্ব

বিশ্বে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে রয়েছে আজব সব রীতি, আজব সব নিয়ম। যা হঠাৎ জানার পরই সবার কাছে একটু আজব লাগে। এমন একটি দেশ আছে যেখানে কুকুরকেও নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। আজব লাগলেও সেমনই নিয়ম আছে একটি দেশে। যার নাম মোলোসিয়া রিপাবলিক। এটি একটি মাইক্রোনেশন। এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুসারে, এই দেশের মোট জনসংখ্যাই মাত্র ৩৮ জন। যার মধ্যে নাগরিকদের তালিকায় ৩টি কুকুরও রয়েছে। যেখানে এমন অনেক যৌথ পরিবার রয়েছে সেখানে একত্রে ২৫-৩০ জন সদস্য বাস করেন।

দেশটি আমেরিকার নেভাদার কাছে অবস্থিত। এটি কেভিন বাগ নামে এক

শাসকের রাজত্বে চলে। মোট ১১ একর জমিতে সীমানা রয়েছে ২ দশমিক ২৮ একর। ডেটন ভ্যালিতে নির্মিত এই মাইক্রোনেশন সম্পর্কিত অনেক আকর্ষণীয় তথ্য রয়েছে। এখানে কুকুররাও নাগরিকত্ব পায় এবং এর শাসক কেভিন বাগ নিজেকে স্বাধীন দেশের শাসক মনে করেন। ১৯৯৮ সালে জমি কিনে এই দেশ গড়ে তোলেন কেভিন। তিনি সর্বদা সামরিক ইউনিফর্মে থাকেন এবং তার গায়ে পদক ঝোলানো থাকে। তিনি নিজেকে অনেক উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

এই দেশের নিজস্ব স্বতন্ত্র মুদ্রাও রয়েছে, যার নাম ভেলোরা। অর্থনীতি চালানোর জন্য, ব্যাংক অব মোলোসিয়া নামে একটি অব এবং নিজস্ব চিপ কয়েন এবং মুদ্রিত নোট রয়েছে। শুধু তাই নয়, মোলোসিয়া আরেকটি মাইক্রোনেশন মোস্তাচেস্তানের সঙ্গে যুদ্ধও করেছে এবং জয়লাভও করেছে। এই দেশটি এখন পর্যন্ত নিজেদের জাতীয় সংগীতকে দুবার পরিবর্তন করেছে এবং এর পতাকা নীল, সাদা এবং সবুজ রঙে রঞ্জিত। সূত্র: দ্য মিরর/জাগোনিউজ

মাঝ রাস্তায় গাড়ির তেল ফুরিয়ে গেলে শাস্তি পেতে হয় যে দেশে

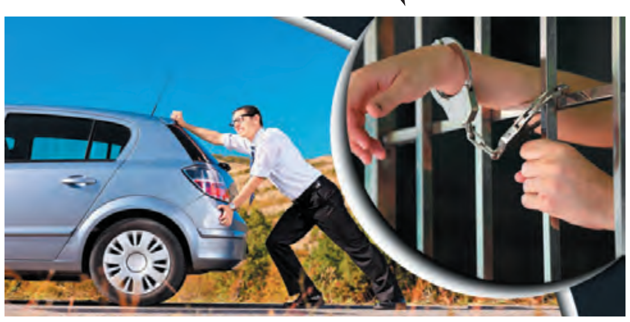

রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় নানা কারণে ট্রাফিক পুলিশের জরিমানার মুখে পড়তে হয়। নিয়ম ভেঙে রাস্তায় দ্রুত গাড়ি চালানোর জন্য বা অসাবধানতাবশত দুর্ঘটনার ফলেও গাড়ির চালকের শাস্তি হতে দেখা গেছে। কিন্তু কখনো শুনেছেন কি? রাস্তার মাঝপথে আপনার গাড়ির তেল ফুরিয়ে গেছে আর আপনাকে পুলিশ সোজা নিয়ে যাবে হাজতে। এমন অদ্ভুত নিয়ম চালু আছে একটি দেশে। যেখানে গাড়ির জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে চালককে জরিমানা করার পাশাপাশি মাসখানেক জেলে থাকতেও হতে পারে। অবাক হলেও সত্যি, যে ইউরোপের এক উন্নত দেশেই রয়েছে এই আজব নিয়ম।

জার্মানির নাম নিশ্চয়ই বহুবার শুনেছেন। এক সময়ে এখানকার স্বৈরশাসক ছিলেন হিটলার। যার কারণে বিশ্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি ছিল সম্পূর্ণ দরিদ্র দেশ। আজ এই দেশটিকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশগুলোর মধ্যে গণনা করা হয়। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে শীর্ষে উঠে এসেছে এই দেশের নাম।

গাড়ির তেল ফুরিয়ে গেলে এখানে শাস্তি কেন? যদিও এর উত্তর কোনো সঠিক উত্তর নেই। তবে আপনি যদি এখানে উচ্চ গতিতে গাড়ি চালান তবে তার জন্য আপনাকে শাস্তি দেওয়া হবে না। অথচ পথে যদি আপনার গাড়ির জ্বালানি ফুরিয়ে যায় তবে আপনি জরিমানা এবং শাস্তি উভয়ই ভোগ করতে পারেন।

এছাড়া এই দেশটিতে আরও বেশ কিছু অদ্ভুত নিয়ম আছে। যেমন অনেক সময় আগাম ভাবেই জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয়। কিন্তু জার্মানিতে এটা একেবারেই নিষিদ্ধ। এই দেশে কাউকে জন্মদিনের আগাম শুভেচ্ছা জানালে নাকি খারাপ ভাগ্য পিছু নেয়। এখানকার লোকজন এই প্রাচীন বিশ্বাস থেকেই হয়তো কেবল কাউকে জন্মদিনের দিনই কাউকে অভিনন্দন বা শুভেচ্ছা জানান। সূত্র: লাইভমিন্ট/জাগোনিউজ

বিশ্বের প্রাচীন ৫ শহর

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার শুরুর পর থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদেই এসব তৈরি করেছেন। যার প্রায় সব কিছুই ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়েছে আবার সেই প্রয়োজনেই। একবিংশ শতাব্দীতে টিকে আছে এমন হাজার হাজার বছর আগে গড়ে ওঠা শহর।

আজ এমনই ৫ শহরের খোঁজ জানাব। যেগুলো কোনোটি ৫ হাজার, কোনোটা ১০ হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে গড়ে উঠেছিল। বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন শহরগুলোর মধ্যে একটি রয়েছে প্রতিবেশী দেশ ভারতে। সেটি হল উত্তর প্রদেশের বারাণসী। বারাণসীর নাম শোনেননি এমন বাঙালি কমই আছেন। অন্তত নারীদের বেণারসি শাড়ির জন্য এই শহর চেনেন অনেকেই। এই বারাণসী শহর তিন হাজার বছর পুরোনো।

কেডিজ, স্পেন: আবার দক্ষিণ পশ্চিম স্পেনের আন্দালুসিয়া ক্ষেত্রের কেডিজ নামের একটি প্রাচীন বন্দর শহর রয়েছে। এই শহর ৩ হাজার ১০০ বছরের পুরোনো।

ফাইয়ুম, মিশর : মিশরের নাম শুনলেই চোখে ভেসে ওঠে হাজার হাজার বছরের পুরোনো পিরামিডগুলো। মিশরে এখনো টিকে আছে হাজার হাজার বছর আগের নানান স্থাপনা। এর মধ্যে ফাইয়ুম অন্যতম। প্রাচীনকালে ফাইয়ুম ছিল মিশরের একটি বড় মরুদ্যান যা তার উর্বরতা এবং নীল নদের একটি শাখার সান্নিধ্যের জন্য পরিচিত। ইতিহাস অনুসারে, ৭,২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কিছুকাল আগে এই অঞ্চলে মানুষ উপস্থিত ছিল এবং এর প্রথম কৃষি সম্প্রদায়টি ৫,২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল। এই অঞ্চলটি শেষ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি গ্রাম এবং শহরের আবাসস্থল হয়ে ওঠে এবং মমি মুখোশের একটি সংগ্রহ ফাইয়ুম পোর্ট্রেটের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত।

লার্নাকা, সাইপ্রাস : বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন শহরের তালিকায় আছে সাইপ্রাসের দক্ষিণ তটে একটি বন্দর শহর। যার নাম লার্নাকা। এটিরও বয়স আনুমানিক ৩ হাজার ৪০০ বছর।

এথেন্স, গ্রিস : গ্রিসের রাজধানী এথেন্স শহরটিও বিশ্বের অতি প্রাচীন শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটিরও বয়স আনুমানিক ৩ হাজার ৪০০ বছর। গণতন্ত্র এবং পাশ্চাত্য দর্শনের উৎপত্তি স্থান হিসেবে গণ্য করা হয় এই শহরকে। প্রাচীন ইতিহাস এনসাইক্লোপিডিয়া অনুসারে, এথেন্সে মানুষের বসবাসের প্রমাণ ৫ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে পাওয়া যায়। এথেন্সের স্বর্ণযুগে, এটি সক্রেটিস এবং হিপোক্রেটিস সহ মহান চিন্তাবিদ এবং লেখকদের আবাসস্থল ছিল।

সুসা, ইরান : সুসা অন্যতম প্রাচীন শহর, যাকে এখন শুশ বলা হয়। ৭০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে একটি ছোট বসতি হিসেবে শুরু হয়েছিল।৪,২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে একটি শহুরে এলাকায় পরিণত হয়। ৩২৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, এটি সুসা বিবাহের স্থান ছিল, যেখানে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট সংস্কৃতিকে একত্রিত করার প্রয়াসে ১০ হাজারের বেশি ম্যাসেডোনীয় এবং পারস্যের বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন।

তবে এই তথ্য নিয়ে একাধিক দ্বিমতও রয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের একাংশের ধারণা ৮ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে তৈরি হয়েছে জেরিকো শহর। এটিকে বিশ্বের প্রাচীনতম জনবসতিপূর্ণ এলাকা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া সিরিয়ার আলেপ্পো শহরে ৮ হাজার বছরের বেশি সময় ধরে জনবসতি রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব

বার্মিংহ্যামে জনাকীর্ণ নাগরিক স্মরণ সভায় বক্তারা

সাংবাদিক আশরাফ ছিলেন একজন ভালো মানুষের পথিকৃৎ

সাংবাদিক আশরাফ আহমেদ ছিলেন একজন খোদাভীরু, সহজ-সরল ভালো মানুষের পথিকৃৎ। তাইতো তাঁর মৃত্যুর পর বার্মিংহাম তথা পুরো যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে বিরাজ করছে শোকের ছায়া। তার রেখে যাওয়া কাজগুলোই তাঁকে আজীবন মানুষের হৃদয়ে স্থান করে দিবে। বার্মিংহাম কমিউনিটির অতি পরিচিত মুখ, সিনিয়র সাংবাদিক এইচএম আশরাফ আহমেদের নাগরিক স্মরণ সভায় বক্তারা এসব কথা বলেছেন।

বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে ২৯ জানুয়ারি সোমবার স্থানীয় একটি হলে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় লন্ডন, ম্যানচেষ্টার, লুটন, লিডসসহ বিভিন্ন শহর থেকে আশরাফ আহমেদের স্বজন, শুভানধ্যায়ীরা এসে যোগ দেন। বার্মিংহামবাসীর পক্ষ থেকে আয়োজিত নাগরিক স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা সৈয়দ লুৎফর রহমান। বাংলা মেইল সম্পাদক সৈয়দ নাসির আহমদ ও কবি দিলু নাসেরের যৌথ সঞ্চালনায় এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল মালিক পারভেজ ও হাফেজ মাওলানা সৈয়দ কফিল আহমদ।

দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা ও মানবকল্যাণে নিবেদিত মহৎপ্রাণ এই মানুষটির স্মরণ সভায় এসে তার সাথে কাটানো সময়ের স্মৃতিচারণা করেন যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আগত সুধীজন, রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবীরা। তাদের বক্তব্যে উঠে আসে সাংবাদিক আশরাফের বিনয়, ভদ্রতা, পেশাদারিত্ব, মানুষের কল্যাণে কাজ করার অদম্য স্পৃহার কথা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মাহিদুর রহমান, কমিউনিটি নেতা ফয়জুর রহমান চৌধুরী এমবিই, প্রবীণ সাংবাদিক মোস্তফা যুবরাজ, কমিউনিটি নেতা ফয়েজ উদ্দিন এমবিই, সাপ্তাহিক জনমতের প্রধান সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশা, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এমদাদুল হক চৌধুরী, বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ, কমিউনিটি নেতা কমরেড মসুদ আহমদ, কমিউনিটি নেতা তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, বিশিষ্ট নিউজ প্রেজেন্টার ডক্টর জাকি রেজওয়ানা, বিশিষ্ট সাংবাদিক টাওয়ার হ্যামলেটস মেয়র এর এডভাইজার ও লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্ম জুবায়ের, রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর লিলু, মাওলানা আব্দুল আউয়াল, সাংবাদিক আজাদ আবুল কালাম, মুফতি তাজুল ইসলাম, এডভোকেট মাওলানা হাবিবুল্লাহ, মাওলানা কাদির আল হাসান, সাংবাদিক সৈয়দ আনাস পাশা প্রমুখ।

মরহুম আশরাফ আহমদের পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন মরহুমের শ্যালক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সেলুমিয়া ও মরহুম আশরাফ আহমদের ছেলে আবদাল হোসেন সুমন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ মারুফ, বাংলা মেইল সম্পাদক সৈয়দ নাসির আহমদ ও চ্যানেল এস-এর বার্মিংহ্যাম প্রতিনিধি মোহাম্মদ আতিকুর রহমানের সম্পাদনায় বিশেষ স্মারক প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক সহযোগিতায় ছিলেন বাংলা প্রেস ক্লাব বার্মিংহাম এন্ড মিডল্যান্ডস এর সহ সভাপতি কায়সারুল ইসলাম সুমন, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুর রহমান সোহেল, জিয়া তালুকদার, সোহেল আহমদ চৌধুরী, বদরুল আলম, আব্দুল মুনতাকিম, বাহার উদ্দিন, ইমরুল হাসান, ওবায়দুল কবির খোকন ও এনামুল হক প্রমুখ।

উল্লেখ্য, সিনিয়র সাংবাদিক আশরাফ আহমদ গত বছরের সেপ্টেম্বরে অসুস্থ অবস্থায় বার্মিংহামের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

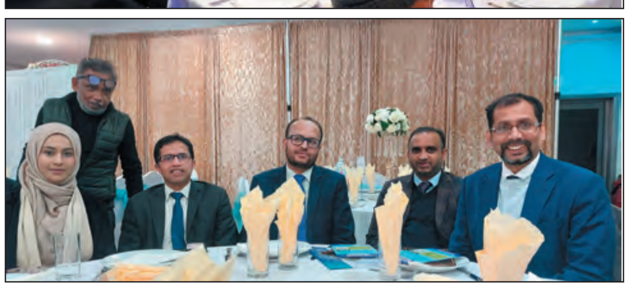

নরক যন্ত্রণায় গাজাবাসী

উদাহরণ এটি।

দক্ষিণ আফ্রিকা তার অভিযোগে বলেছে, গাজায় টানেলে বিপুল পরিমাণ সমুদ্রের পানি ঢেলে দেওয়া চরম উদ্বেগের বিষয়। এর মধ্য দিয়ে গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের গণহারে পালানোর কারণ সৃষ্টি করছে তারা। দক্ষিণ আফ্রিকার দাবি, এর মধ্য দিয়ে গাজার মাটিতে দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ সৃষ্টি করা হয়েছে।

গাজায় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার আরও ক্ষতি হবে এতে। অন্যদিকে চলমান এই যুদ্ধে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জনপ্রিয়তা কমে গেছে। নতুন এক জরিপে দেখা গেছে, শতকরা ২৩ ভাগ মানুষ চান যে, নেতানিয়াহু ক্ষমতায় থাকুন। অন্যদিকে শতকরা ৪১ ভাগ মানুষ সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও যুদ্ধকালীন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য বেনি গান্টস ক্ষমতা নিন তা দেখতে চায়। মঙ্গলবার ৩৫টি দেশ গাজা ইস্যুতে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে। এ সময় জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক এজেন্সিকে (ইউএনআরডব্লিউএ) অর্থ সহায়তা নতুন করে শুরু করতে বড় সব দাতাদের প্রতি আহ্বান জানান জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরাঁ। ৭ই অক্টোবর ইসরাইলে হামাসের রকেট হামলায় এই এজেন্সির ১২ জন স্টাফ জড়িত ছিলেন বলে তাদের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ ব্যবস্থা নিয়েছে বলে রাষ্ট্রদূতদের ব্রিফ করেছেন মহাসচিব গুতেরাঁ।

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত যুক্তরাজ্য

এদিকে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত আছে যুক্তরাজ্য। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন গত ২৬ জানুয়ারি সোমবার লন্ডনে ব্রিটেনের মন্ত্রিসভার এক অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দিয়েছেন।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সোমবারের (২৯ জানুয়ারি) বক্তব্যে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতমুখর পরিস্থিতি, ফিলিস্তিনিদের নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবির ন্যায্যতা, নিজেদের নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে ইসরায়েলের ব্যর্থতাসহ বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়ে জাতিসংঘেও ভূমিকা রাখবে ব্রিটেন ও তার মিত্ররা।

অনুষ্ঠানে ক্যামেরন বলেন, 'আমরা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবো এবং এ ইস্যুকে আরও গতিশীল করতে জাতিসংঘেও কাজ করব। আমাদের মিত্ররা এক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে বলে আশা করছি। কারণ, যদি জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের স্বীকৃতি প্রদান নিয়ে প্রক্রিয়া শুরু হয়, তাহলে গত কয়েক দশকের অপেক্ষা শেষ হওয়ার পথ সুগম হবে।

প্রসঙ্গত, ১৯৭৪ সালে আরব লীগের সম্মেলনে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র এবং সেই রাষ্ট্রের একমাত্র বৈধ সরকার হিসেবে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষকে স্বীকৃতি দেয় আরব লীগ। ১৯৬৬ সাল থেকে স্বাধীন ফিলিস্তিনের দাবিতে আন্দোলন করে আসা গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সম্মিলিত জোট ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (পিএ) শুরুর দিকে ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল; তবে ১৯৮২ সালে 'দ্বিরাষ্ট্র সমাধান' বা ইসরায়েলের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব মেনে নেয় পিএ।

এই প্রক্রিয়া অবশ্য শুরু হয়েছিল গত শতকের ষাটের দশক থেকেই। ১৯৬৭ সালে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল দুই রাষ্ট্রের সীমানাও নির্ধারণ করা হয়েছিল।

কিন্তু ইসরায়েল কখনও দ্বিরাষ্ট্র সমাধানকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দেয়নি, উপরন্তু প্রায় নিয়মিত প্রস্তাবিত সীমানা লঙ্ঘণ করে নিজেদের রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধি করে চলেছে।

সোমবারের বক্তব্যে ক্যামেরন বলেন, 'নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে ফিলিস্তিনের জনগণ যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তা ইতোমধ্যে পরিণত হয়েছে। এখন একে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া তাদের এই আন্দোলন ন্যায্য এবং ফিলিস্তিনের জনগণের ন্যায্য আন্দোলনকে সমর্থন দিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ানোর দীর্ঘ ঐতিহ্য ব্রিটেনের রয়েছে।'

'তাছাড়া আরও কারণ রয়েছে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা কেবল একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা নয়; বরং এটি মধ্যপ্রাচ্য থেকে সন্ত্রাসবাদেরও বিদায় ঘণ্টা। আমাদের স্বীকৃতি দেওয়ার একটি কারণ হলো আমরা ওই অঞ্চল থেকে সন্ত্রাসবাদ স্থায়ীভাবে নির্মূল করতে চাই। এই অঞ্চলটিকে আমাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখা প্রয়োজন এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ব্যাপারটি সহজ করবে।'

'বর্তমানে সেখানে যে ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে, অস্থায়ী বিরতি তার কোনো সমাধান নয়। সেখানে প্রয়োজন স্থায়ী যুদ্ধবিরতি।'

নিজ বক্তব্যে ইসরায়েলেরও কঠোর সমালোচনা করেন ক্যামেরন। তিনি বলেছেন, 'ইসরায়েল হয়তো তার অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছে, নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পেরেছে, শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনীও গড়ে তুলেছে; কিন্তু নাগরিকদের নিরাপত্তা তারা নিশ্চিত করতে পারেনি। এটা তাদের ব্যর্থতা এবং ইসরায়েলের গত কয়েক দশকের ইতিহাস মূলত এই ব্যর্থতার ইতিহাস।'

'বর্তমানে গাজায় মানবিক বিরতির আলোচনা চলছে। আমরা মনে করি এই আলোচনা সফল হওয়ার ওপর আসলে দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের বাস্তবায়ন অনেকাংশ নির্ভর করছে।'

আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের রায়

ওদিকে নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিচার আদালত ইসরাইলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনে গণহত্যা চালানোর অভিযোগে দক্ষিণ আফ্রিকার দায়ের করা মামলার রায় দিয়েছে। রায়ে গাজায় গণহত্যা বন্ধে ইসরাইলকে সবধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে আদালত যুদ্ধ বন্ধ করতে বলেনি। এই মামলার মূল অভিযোগ ছিলো ইসরাইলের গণহত্যা চালানোর। কিন্তু এই রায় আসতে কয়েক বছর সময় লেগে যেতে পারে। সূত্র : বিবিসি

বৃটেনে দারিদ্রতা আরও গভীর

বিল দিতে অক্ষম হয়ে যাচ্ছে। এর আগের বছরের হিসেবে দেশটিতে দারিদ্রতায় ডুবে ছিল ১৩.৪ মিলিয়ন মানুষ। অর্থাৎ, এক বছরে নতুন করে দারিদ্রতায় ডুবেছে এক মিলিয়ন বাসিন্দা।

জেআরএফের প্রধান নির্বাহী পল কিস্যাক বলেন, গত দুই দশক ধরে আমরা দেখছি কীভাবে বৃটেনে দারিদ্র্যতা ঘনীভূত হচ্ছে। একের পর এক পরিবার দারিদ্রসীমার নিচে নেমে যাচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২১-২২ সালে বৃটেনের ৬০ লাখ মানুষের আয় দারিদ্র্যসীমার অনেক নিচে ছিল অর্থাৎ অতি দারিদ্র্যের মধ্যে ছিল।

দিন দিন তাদের দারিদ্রতা দূর করার সক্ষমতাও কমছে। নিজেদের দারিদ্র্যসীমার উপরে তুলতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। দারিদ্রতা থেকে বের হয়ে আসতে তাদের বর্তমান আয়ের দুই গুনেরও বেশি আয় করতে হবে।

বর্তমানে বৃটেনের মূল্যস্ফীতি টার্গেট থেকে দ্বিগুন অবস্থায় রয়েছে। কর্মসংস্থান কমছে এবং বাড়ির দাম বাড়ছে। এমন অবস্থায় ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জেআরএফ। সূত্র : মানবজমিন

ইমরান খানের ১০ বছরের কারাদণ্ড

দালত আজ মঙ্গলবার তাদের বিরুদ্ধে এ রায় দিয়েছে। আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন। তার এক সপ্তাহের সামান্য বেশি সময় আগে আদালতের এই রায় নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে পাকিস্তানে। এতদিন ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিকে ইনসাফ (পিটিআই) দমনপীড়নের শিকার হচ্ছিল। এক পর্যায়ে নির্বাচনে তারা দলীয় প্রতীক ক্রিকেট ব্যাট হারায়। দলটির প্রার্থীরা স্বতন্ত্র নির্বাচন করছেন। এমন সময় ইমরান ও কুরেশিকে জেল দেয়ায় দলটির জন্য আরও বড় আঘাত হিসেবে দেখলেন পর্যবেক্ষকরা। এ খবর দিয়েছে অনলাইন ডন।

সাইফার মামলা একটি কূটনৈতিক ডকুমেন্টকে ঘিরে। ইমরান খান তার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য দায়ী একটি কূটনৈতিক বার্তা এক পর্যায়ে র‌্যালিতে প্রদর্শন করেছিলেন।

পিটিআই থেকে বার বার বলা হচ্ছিল যে, ওই ডকুমেন্টটাই হলো প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইমরানকে সরিয়ে দেয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের জড়িত থাকার প্রমাণ। কিন্তু প্রমাণ হিসেবে তিনি আর কখনো তা ফেডারেল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির কাছে জমা দিতে পারেননি। ডিসেম্বরে ইমরান ও কুরেশিকে এ মামলায় আগাম জামিন দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তবে অন্য মামলায় কারাবন্দি ছিলেন ইমরান। অন্যদিকে শাহ মেহমুদ কুরেশির মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ৯ই মে সহিংসতায় জড়িত থাকার অভিযোগে তাকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। দুই অভিযুক্ত বিশেষ আদালত থেকে জামিনে যে স্বস্তি ভোগ করছিলেন, তা কয়েকদিন পরে বিচারক মিয়াগুল হাসান আওরঙ্গজেব তুলে নেন ১১ই জানুয়ারি পর্যন্ত। তিনি উল্লেখ করেন, এই মামলায় আইনগত বিষয়ে ত্রুটি আছে। আদিয়ালা জেলে ইমরান খান ও কুরেশির বিরুদ্ধে মামলাটি নতুন করে গত মাসে বিচারকাজ শুরু করে বিশেষ আদালত। ১৩ই ডিসেম্বর তাদেরকে দ্বিতীয়বারের জন্য অভিযুক্ত করা হয়। বর্তমানে তারা দু'জনেই জেলে আছেন। তাদেরকে প্রথমে অভিযুক্ত করা হয়েছিল অক্টোবরে। তবে তারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবি করেছেন।

যুক্তরাজ্যে ভারতীয় দম্পতির ৩৩ বছর

অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে।

গত ৩১ জানুয়ারি বুধবার হিন্দুস্থান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫৯ বছর বয়সী দি-তি আরতি ধীর এবং ৩৫ বছর বয়সী তাঁর স্বামী কাভালজিৎ সিংহ দুজনই লন্ডনের বাসিন্দা। দুজনই চাকরি করতেন বিমান সংস্থায়। এর ফলে বিমানবন্দর বা বিমানে বিভিন্ন জিনিসপত্র পরিবহনের পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ২০১৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে অবৈধভাবে অস্ট্রেলিয়ায় কোটি কোটি ডলারের মাদক পাচার করেছিলেন তাঁরা। এইভাবেই সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলেন দুজন।

২০২১ সালে সিডনিতে এই দম্পতির কাছ থেকে অস্ট্রেলিয়ান বর্ডার ফোর্স বিপুল পরিমাণ কোকেন বাজেয়াপ্ত করে। পরে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে যুক্তরাজ্যের অপরাধ দমন সংস্থা এনসিএকে তাঁদের বিষয়ে সতর্ক করা হয়। তদন্ত শুরু করার পর ওই বছরই আরতি ও কাভালজিৎকে গ্রেপ্তার করে যুক্তরাজ্যের পুলিশ।

এদিকে আরতি এবং কাভালজিতের বিরুদ্ধে ভারতে গুজরাটে হত্যাকাণ্ড ঘটানোরও অভিযোগ রয়েছে। গুজরাটের বাসিন্দা এই দম্পতি গোপাল সেজানি নামে এক ছেলেকে দত্তক নেন। বিমার অর্থ পরিশোধের জন্য সেই ছেলেকেই অপহরণ নাটক সাজিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠে তাঁদের বিরুদ্ধে।

গুজরাট পুলিশের তদন্তে খুনের সঙ্গে আরতি ও কাভালজিতের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে তাঁরা ভারত ছেড়ে পালান।

আরতি এবং কাভালজিৎকে দোষী সাব্যস্ত করে যুক্তরাজ্যের বিচারক বলেন, 'মাদক সমাজের জন্য খুবই ক্ষতিকর। মাদকের প্রভাবেই মানুষ বিভিন্ন অপরাধ করেন। তাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসাবে ৩৩ বছরের সাজা দেওয়া হলো।' সূত্র : আজকের পত্রিকা

ভাগনার কাছে ব্যবসার টাকা ফেরত চাওয়ার খেসারত

মামা মামী ও মামাতো বোনকে গলা কেটে হত্যা

ঢাকা ডেস্ক, ০২ ফেব্রুয়ারি : সিরাজগঞ্জের তাড়াশে একই পরিবারের তিনজনকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সেই সঙ্গে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার আসামি পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার কথা স্বীকার করেছেন এবং তিনজনকে হত্যার কারণ জানিয়েছেন। গত ৩১ জানুয়ারি বুধবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে সিরাজগঞ্জ পুলিশ সুপার মোঃ আরিফুর রহমান মণ্ডল সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানিয়েছেন। পুলিশ সুপারের সম্মেলনকক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

গ্রেপ্তার ওই আসামির নাম রাজীব কুমার ভৌমিক (৩৫)। তিনি হত্যার শিকার বিকাশ সরকারের (৪৫) আপন ভাগনে।

গত ২৬ জানুয়ারি সোমবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে তাড়াশ উপজেলা সদরের বারোয়ারি বটতলা মহল্লার একটি তিনতলা ভবনের তৃতীয় তলার ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে তিনজনের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত ব্যক্তিরা হলেন ওই এলাকার কালীচরণ সরকারের ছোট ছেলে বিকাশ সরকার (৪৫), তাঁর স্ত্রী স্বর্ণা রানী সরকার (৪০) এবং তাঁদের একমাত্র মেয়ে তাড়াশ সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী পারমিতা সরকার ওরফে তুষি (১৫)। নিহত তিনজন খুনি রাজীবের মামা, মামী, মামাতো বোন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, তাঁরা নিহত বিকাশ সরকারের মুঠোফোনের কললিস্ট ধরে হত্যাকাণ্ডের আগে ভাগনে রাজীবের সঙ্গে তাঁর একাধিকবার কথা বলার বিষয়টি লক্ষ করে। এই সূত্র ধরে রাজীব ও আরও কয়েকজন স্বজনকে গত মঙ্গলবার দুপুরের পর তাড়াশ থানায় ডেকে নেয় পুলিশ। রাজীবের কথাবার্তা সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাঁকে আটক করে রাতে অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এ সময় রাজীব তাঁর মামা, মামি ও মামাতো বোনকে একসঙ্গে হত্যার কথা স্বীকার করেন।

এর আগে বিকাশ সরকারের সম্বন্ধী (স্ত্রীর বড় ভাই) সুকোমল চন্দ্র সাহা বাদী হয়ে তাড়াশ থানায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অজ্ঞাতনামা আসামি করে হত্যা মামলা করেন। ওই মামলায় রাতেই রাজীবকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

গ্রেপ্তার রাজীব কুমার ভৌমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান, তিনি নিহত বিকাশ সরকারের ছোট বোন প্রমীলা রানী সরকারের ছেলে। তাঁর বাবা মারা যাওয়ার পর ২০২১ সাল থেকে মামা বিকাশ সরকারের সঙ্গে খাদ্যশস্য কেনাবেচার যৌথ ব্যবসায় যুক্ত হন। মামা বিকাশ সরকার ব্যবসার পুঁজি হিসেবে তাঁকে ২০ লাখ টাকা দেন। ব্যবসা চলমান অবস্থায় তিনি মামাকে বিভিন্ন ধাপে ব্যবসার লভ্যাংশসহ প্রায় ২৬ লাখ টাকা ফেরত দেন। কিন্তু চলতি বছর বিকাশ ভাগনে রাজীবের কাছে ব্যবসা থেকে অর্জিত আরও ৩৫ লাখ টাকা দাবি করেন। ২২ জানুয়ারি বিকাশ তাঁর প্রাপ্য টাকা সাত-আট দিনের মধ্যে ফেরত দেওয়ার জন্য রাজীবকে চাপ দেন এবং টাকার জন্য রাজীবের মাকে (বিকাশের বোন) মুঠোফোনে কল করে গালমন্দ করেন। রাজীব টাকা জোগাড় করতে ব্যর্থ হয়ে ও মামার বকাবকিতে মনঃকষ্ট পেয়ে মামা ও তাঁর পুরো পরিবারকে হত্যার পরিকল্পনা করেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৭ জানুয়ারি বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে রাজীব মামা বিকাশকে ফোন করে পাওনা টাকা দিতে তার বাসায় যেতে চান। এ সময় বিকাশ সরকার ব্যক্তিগত কাজে বাসার বাইরে তাড়াশের কাটাগাড়ি বাজার এলাকায় ছিলেন। তিনি রাজীবকে টাকা নিয়ে বাসায় আসতে বলেন। তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে গল্পগুজব করতে বলেন। রাজীব মামার বাসায় যাওয়ার পর মামি স্বর্ণা রানী সরকারের কাছে কফি খেতে চান। তাঁর মামি (বিকাশের স্ত্রী) তাঁকে কফি খাওয়ানোর জন্য বাসার নিচে দোকানে কফির প্যাকেট কিনতে যান। এ সময় রাজীব ব্যাগে করে আনা লোহার রড বের করে মামাতো বোন পারমিতার মাথায় উপর্যুপরি আঘাত করেন। এর মধ্যে মামি কফি কিনে বাসায় ফিরে এলে তাঁকেও একইভাবে লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করেন। পরে হাঁসুয়া দিয়ে গলা কেটে মৃত্যু নিশ্চিত করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মামা বাসায় ঢুকলে তাঁকেও প্রথমে লোহার রড দিয়ে আঘাত করেন এবং পরে গলা কেটে মৃত্যু নিশ্চিত করেন।

মরদেহ তিনটি কক্ষে রেখে তালা দিয়ে রাজীব নিজের বাড়ি পাশের উপজেলা উল্লাপাড়ার তেলিয়াপাড়ায় চলে যান। পথে লোহার রডটি একটি পুকুরে ফেলে দিলেও রক্তমাখা হাঁসুয়াটি নিজের বাড়িতে নিয়ে রেখে দেন।

২৭ জানুয়ারি রাত থেকে বিকাশ সরকারের আত্মীয়স্বজনেরা মুঠোফোনে বিকাশের পরিবারের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না। ২৮ জানুয়ারিও ফোনে কাউকে না পেয়ে ২৯ জানুয়ারি রাত ১১টার দিকে তাঁরা বিকাশের বাসার সামনে এসে দেখেন, ফ্ল্যাটে তালা দেওয়া। এ সময় বিকাশের ফোনে কল করলে তালাবদ্ধ ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে রিংটোনের আওয়াজ পাওয়া যায়। এ সময় কয়েকজন তালা ভাঙার কথা বললে বাকিরা তাতে সায় না দিয়ে পুলিশকে আগে খবর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রাত আড়াইটার দিকে আত্মীয়স্বজনদের উপস্থিতিতে তাড়াশ থানার পুলিশ তালা কেটে বিকাশ সরকারের ফ্ল্যাটে প্রবেশ করলে পরিবারের তিনজনেরই গলাকাটা লাশ পাওয়া যায়। পুলিশ সুপার বলেন, আসামি রাজীব কুমার ভৌমিককে আদালতে পাঠানোর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

ওসমানী হাসপাতালের প্রশাসন চলতো সাদেকের কথায়

সিলেট ডেস্ক, ০২ জানুয়ারি : ওসমানী হাসপাতালের প্রশাসন চালাতেন 'ব্রাদার' ঈসরাইল আলী সাদেক। অফিস, অ্যাকাউন্টসহ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর নিয়ন্ত্রণ করতো তারই লোক। নার্সদের বদলি, পদায়ন সবই ছিল সাদেকের হাতে। এমনকি ওসমানীর প্রশাসনেও ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। এ কারণে সাদেক যা বলতো ওসমানী'র প্রশাসনও তাই করতো। সাদেকের কথা ছাড়া চুলও নড়েনি হাসপাতালে। ৯ই জানুয়ারি হাসপাতালে গোয়েন্দা অভিযানের পর থেকে পলাতক রয়েছে ব্রাদার সাদেক। ঘুষের ৬ লাখ টাকাসহ গ্রেপ্তার হওয়া তার দুই সহযোগী আ মিনুল ও সুমন রয়েছে কারাগারে। সাদেককে ধরতে একাধিক অভিযান চালালেও তাকে ধরা সম্ভব হয়নি। এ ঘটনার পর থেকে হাসপাতালের দুর্নীতির নানা চিত্র বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।

তবে এখনো হাসপাতালের অভ্যন্তরে সাদেক সিন্ডিকেটরা সক্রিয়। নানাভাবে ভীতি সৃষ্টি করে তারা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে। হাসপাতালের প্রশাসনের কর্মকর্তারা এক্ষেত্রে নীরব। সিলেট বিভাগের প্রায় দেড় কোটি মানুষের শীর্ষ চিকিৎসালয় হচ্ছে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। এ হাসপাতালে গোটা বিভাগ থেকেই আ সেন রোগীরা। কিন্তু হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতির কাছে অসহায় রয়েছেন রোগীরা। এর প্রতিবাদ করলে হাসপাতালে নানাভাবে রোগীর স্বজ নদের হেনস্তার শিকার হতে হতো।

এই হাসপাতালের দুর্নীতি, দলবাজির মহানায়ক ছিল ব্রাদার সাদেক। সে নিজে দায়িত্ব পালন করতো না। সব সময় বসে থাকতো পরিচালক, উপ-পরিচালক কিংবা সহকারী পরিচালকদের রুমে। সেখানে বসেই

সে এক হাতে হাসপাতাল নিয়ন্ত্রণ করতো। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সিলেট-১ আসনের এমপি'র নিজের লোক পরিচয় দিয়ে সে এসব করতো। ফলে তার কাছে অসহায় ছিলেন সবাই। এদিকে নানা অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে হাসপাতালের নানা দুর্নীতির চিত্র। এতে দেখা গেছে-হাসপাতালের এমন কোনো দপ্তর নেই যেখানে দুর্নীতির ছোঁয়া লাগেনি। ২০১৩ সালে সাদেক হাসপাতালে যোগদানের পর থেকে এসব দুর্নীতির ডালপালা মেলতে থাকে। আগে থেকেই হাসপাতালের নানা শাখা-প্রশাখায় বিচরণ ছিল তার। যোগদান করেই সিন্ডিকেট গড়ে তুলে হাসপাতালের প্রশাসনকে ম্যানেজ করে। নার্সিং শাখা, হিসাব শাখাসহ বিভিন্ন শাখায় নিজের লোক বসিয়ে নিজের কব্জায় নিয়ে নেয়। প্রশাসনের উপ কিংবা সহকারী পরিচালকদের একজন সব সময়ই তার হয়ে কাজ করেছেন। আর নার্সিং শাখার প্রশাসন ছিল তার নিয়ন্ত্রণে। সিলেট ওসমানী হাসপাতালে প্রায় ৮০০ নার্স কর্মরত রয়েছেন। নার্সরা জানিয়েছেন, নার্সদের পদায়ন, ডিউটি রোস্টার, রাত্রীকালীন ডিউটি (নাইট ডিউটি), নার্সদের বিভিন্ন প্রকারের ছুটি, বদলিসহ বিভিন্ন আবেদন, বদলিসহ বিভিন্ন ছাড়পত্র প্রদানসহ সকল কাজকর্ম তার নিয়ন্ত্রণে চলে। প্রতিজন নার্সের বদলির আ বেদনের কাগজপত্র অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হলে তাকে ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা দিতে হতো। অন্যথায় বদলির আ বেদন অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হতো না। অন্যদিকে অধিদপ্তর হতে নার্সের বদলির আদেশ দিলেও ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা না দিলে বদলির ছাড়পত্র প্রদান করা হয় না। কেউ এর প্রতিবাদ করলে তাকে নানাভাবে হয়রানি করা হতো। অধিকাংশ নার্সই তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিলেন। বিশেষ করে অবিবাহিত নার্সেরা তার কাছে ছিলেন যন্ত্রনার আরেক নাম। অনেক নার্সকে যৌন হয়রানি করা হতো। অনেকেই মুখ খোলেন না। কেউ কেউ মুখ খুললেও পরে নানা হুমকির মধ্যে পড়েন। হাসপাতাল ক্যাম্পাসের ভিতরে ব্রাদার সাদেকের একটি ফার্মেসি ছিল। দুর্ঘটনাকবলিত অর্থোপেডিক্স রোগীদের যন্ত্রাংশ ব্যবসা ওসমানী হাসপাতালে সে এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে রোগীদের কাছ হতে ইচ্ছেমতো দাম আ দায় করা হয়। এই ব্যবসায় সহায়তা করেন হাসপাতালের ওটি ইনচার্জ এবং ওয়ার্ডের ইনচার্জ, নার্স, পিয়ন। তাদের কাছে সংরক্ষিত থাকে সাদেকের সকল প্রকার যন্ত্রাংশ। কোন রোগীকে কোন যন্ত্রাংশ (পাত) লাগাবে তা নির্ধারণ করে তার সিন্ডিকেট। রোগীরা বাইরে থেকে পাত কিনে আনলে ওই পাত গ্রহণ হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাত জীবানুমুক্ত না করে এক রোগীর ব্যবহার শেষে ওই পাত অন্য রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন অজুহাতে নার্সিং কর্মকর্তা, অন্যান্য কর্মচারীদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদাবাজি করে থাকে সাদেক ও তার বাহিনীর সদস্যরা। প্রতি বছর অডিট আসলেই চলে অডিটের নামে চাঁদাবাজি। বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনের নামে চলে চাঁদাবাজি।

এ ছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের (সংর্বধনা ও শুভেচ্ছার নামে) নাম ভাঙিয়ে, বিভিন্ন সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে, বিভিন্ন দুর্যোগের সময় অসহায় মানুষকে সাহায্যের নাম বলে চাঁদাবাজি করে। নামে-বেনামে ভয় দেখিয়ে চলে চাঁদাবাজি। ২০১৯ সালের ৩ অক্টোবর রাতে সিলেটের আলমপুর থেকে ১০ বোতল প্যাথিড্রিনসহ র‌্যাব-৯ আটক করে ব্রাদার সাদেককে। এরপর তাকে স্থানীয় থানায় হস্তান্তর করে র‌্যাব। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে- ঘুষের ৬ লাখ টাকাসহ দু'জন গ্রেপ্তার এবং সাদেক পলাতকের বিষয়টি জানিয়ে ইতিমধ্যে অধিদপ্তরকে সার্বিক বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। তবে- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মাকসুরা নুর এনডিসি মানবজমিনকে জ নিয়েছেন, ওসমানী হাসপাতালে ঘুষের টাকা দু'নার্সকে গ্রেপ্তার এবং মামলার বিষয়ে তিনি অবগত নন। তাকে কেউ এ ব্যাপারে অবগত করেনি। অভিযোগ পেলে তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান।

ব্রিজ আছে সড়ক নেই!

সিলেট ডেস্ক, ০২ জানুয়ারি : সংযোগ সড়ক ছাড়াই মরা খালের উপর ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার নরসিংপুর ইউনিয়নের তেরাপুর ব্রিজ। ব্রিজ হলেও সড়ক না থাকায় দুর্ভোগ কমেনি কোমলমতি শিক্ষার্থীসহ তেরাপুর ও হাতিরভাঙা গ্রামবাসীর। বর্তমান ডিজিটাল যুগেও উপজেলার নরসিংপুর-বাংলাবাজার পাকা সড়কের শ্রীপুর গ্রাম হতে তেরাপুর ব্রিজের মুখ পর্যন্ত মাত্র অর্ধ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তাটি পাকাকরণ হয়নি।

যুগের পর যুগ ধরে কাদামাটি গড়িয়ে চলাচল করছেন ওই দুই গ্রামবাসী। অথচ ওই রাস্তার মাঝপথে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ২৫ মিটার দৈর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজটি। গত বছর তিনেক আগে সংযোগ সড়ক ছাড়াই অযৌক্তিকভাবে নির্মিত হয় ওই ব্রিজটি।

ফলে ব্রিজটি কোনো কাজে আসছে না বলে উৎকণ্ঠা বোধ করছেন স্থানীয়রা। মুলত জনগণের ব্যবহার উপযোগী চাহিদার কথা বিবেচনা না করেই অহেতুক সেতুটি নির্মাণ করায় শুধু সরকারি অর্থেরই অপচয় হয়নি বরং ফায়দা হয়েছে মধ্যসত্বভোগীদের। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০২০ সালের জুনে হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবন-মান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এর আওতায় ১ কোটি ৬৬ লাখ ৮৯ হাজার টাকা ব্যয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর অর্থায়নে সেতুটি নির্মাণ করা হয়।

স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান নুর উদ্দিন আহমদ জানান, তেরাপুর গ্রামবাসীর যোগাযোগের জন্য ব্রিজটি নির্মান করা হয়েছে ভালো কথা। তবে আগে রাস্তা করার প্রয়োজন ছিলো। রাস্তা না থাকায় ব্রিজটি মানুষের কোনো উপকারে আ সছে না।

সিলেটে গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ৪ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

সিলেট প্রতিনিধি: পনেরো বছর আগে সিলেটের বটেশ্বর এলাকায় ১২ বছরের এক শিশুকন্যাকে গণধর্ষণ করে খুন করার ঘটনায় ৪ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গত মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় সিলেট নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক জেলা ও দায়রা জজ শহিদুল ইসলাম চৌধুরী এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা করে অর্থদণ্ডও প্রদান করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- বটেশ্বর এলাকার আনোয়ার হোসেন, মোঃ খোকন মিয়া, ফয়সল আহমদ ও মোঃ আনাই মিয়া। এর মধ্যে প্রধান আসামি আ নোয়ার পলাতক। তবে বাকি তিনজন রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন। রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের সহকারি পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) অ্যাডভোকেট ইশতিয়াক আহমদ চৌধুরী।

আদালত সূত্র জানায়, ২০০৯ সালের ৪ জানুয়ারি বিকালে বটেশ্বর এলাকার ওই শিশু তার দুই ছোট ভাইকে নিয়ে গরু চরাতে ক্যান্টনমেন্টের পাশের একটি মাঠে যায়। কিন্তু সন্ধ্যায় ছোট দুই ভাই গরু নিয়ে বাড়ি ফিরলেও ফিরেনি তাদের বোন। সারা রাত পরিবারের সদস্যরা তাকে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও পাননি। পরদিন সকাল ১০টার দিকে স্থানীয়দের খবরের ভিত্তিতে ওই গরু চরানোর মাঠের পাশের একটি নির্জন টিলার উপর একটি গর্তের মাঝে ১২ বছরের শিশুর বিবস্ত্র ও রক্তাক্ত লাশ পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে। লাশের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন ছিলো। ওই সময় পুলিশ জানায়- গলায় ওড়না পেঁচিয়ে শিশুটিকে হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যার আগে তাকে করা হয়েছে গণধর্ষণ।

হবিগঞ্জে মাঠ থেকে গৃহবধূর রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার, ছেলে আটক

সিলেট প্রতিনিধি: হবিগঞ্জে মাঠ থেকে আছিয়া খাতুন (৫০) নামের এক নারীর রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গত ৩০ জানুয়ারি মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ সদর উপজেলার চানপুর গ্রামের একটি মাঠ থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে। আছিয়া ওই গ্রামের মৃত আব্দুল জব্বার মিয়ার স্ত্রী। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ।

স্থানীয়রা জানায়, চানপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী খেলার মাঠে সকালে আছিয়া খাতুনের রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখে তারা। বিষয়টি তাৎক্ষণিক সদর থানা-পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। স্থানীয়দের ধারণা, ভোরে ওই নারীকে খুন করা হয়েছে। নারীর মরদেহের পাশে রক্ত ও তার গায়ে বেশ কিছু আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অজয় চন্দ্র দেব বলেন, আছিয়া খাতুন নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর ছেলে আব্দুল মজিদকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

কাউন্সিলর শানুর স্বামী হত্যা মামলায় ৭ জনের যাবজ্জীবন

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেট সিটি করপোরেশনের সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর শাহানা বেগম শানুর স্বামী তাজুল ইসলাম হত্যা মামলার রায়ে ৭ জনকে যানজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেছেন আদালত।

গত মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুরে জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ দায়রা জজ আ দালতের বিজ্ঞ বিচারক (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ) প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ে প্রত্যেক আসামিকে ৫ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ডও প্রদান করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- সিলেট মহানগরের কুয়ারপাড় এবং খুলিয়াটুলার বাসিন্দা শাকিল ওরফে পিচ্চি শাকিল, সবুজ ওরফে টুকাই সবুজ, আল-আমিন ওরফে জেটলি, মিঠুন দাস ওরফে মিন্টু আহমেদ, আব্দুল ওয়াহাব কাইয়ুম, আব্দুর রহিম ও তোফায়েল আহমদ।

রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট মফুর আলী।

২০১৬ সালের ২০ আগস্ট রাত ১০টার দিকে খুলিয়াটুলা গরমদেওয়ানের মাজার সংলগ্ন সড়কে কাউন্সিলর শাহানা বেগম

শানুর স্বামী তাজুল ইসলামকে কুপিয়ে খুন করা হয়। ঘটনার রাতেই অভিযান চালিয়ে নারীসহ ৪ জনকে আটক করে পুলিশ।

পরে নিহতের স্ত্রী শাহানা বেগম শানু বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় ১১ জনের নামোল্লেখসহ অজ্ঞাত আ রও ৩/৪ জনকে আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করেন।

রজব মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মুহাম্মদ মনজুর হোসেন খান

চলছে ১৪৪৫ হিজরির রজব মাস। রজব মাস শুরু হয়ে গেছে! এ মাসের ২৬ রজব রাতে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হবে পবিত্র শবেমেরাজ। ‘রজব’ শব্দের অর্থ সম্মানিত। সুতরাং রজব মাস অত্যন্ত সম্মানিত ও ফজিলতপূর্ণ।

জাহেলিয়ার যুগে আরবরা এ মাসকে অন্য মাসের তুলনায় অধিক সম্মান করতেন। এজন্য তারা এ মাসের নাম রেখেছিল ‘রজব’। ইসলাম আগমনের পর বছরের ১২ মাসের মধ্য থেকে রজবসহ ৪ মাসকে ‘আশহুরে হুরুম’ সম্মানিত মাস ঘোষণা করা হয়। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর কাছে গণনায় মাস ১২টি, তার মধ্যে ৪টি (সম্মানিত হওয়ার কারণে) নিষিদ্ধ মাস, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। (সূরা তওবা : আয়াত ৩৬)।

মোমিনের ইবাদতের কিছু বিশেষ মৌসুম রয়েছে। যে মৌসুমগুলোতে একজন মোমিন অল্প আমলেও অধিক সওয়াবের অধিকারী হতে পারেন। তার মধ্য থেকে একটি অন্যতম মাস হলো রজব মাস। রজব হিজরি মাসগুলোর মধ্যে সপ্তম মাস। রজব অর্থভ্রান্ত, প্রাচুর্যময়, মহান।

এ মাসের মর্যাদা উপলব্ধি করতে প্রিয় নবি (সা.)-এর এ হাদিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রজব মাসে (ইবাদত দ্বারা অন্তরের) জমিন চাষাবাদ করল না আর শাবান মাসে (ইবাদতের মাধ্যমে মনের) জমিন আগাছামুক্ত করল না; সে রমজান মাসে (ইবাদতের) ফসল তুলতে পারবে না।’ (বায়হাকি)

মর্যাদার এ মাসটিতে মহান আল্লাহতায়ালা যাবতীয় যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি ও রক্তপাত নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলেন, ‘আল্লাহতায়ালার আসমান-জমিন সৃষ্টি করার দিন থেকেই বারো মাসে বছর হয়। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত; তিনটি একাধারে জিলকদ, জিলহজ ও মহররম এবং চতুর্থটি হলো ‘রজব মুদার’, যা জমাদিউল আখিরা ও শাবানের মধ্যবর্তী মাস।’ (মুসলিম)

মর্যাদার এ মাসটি মুমিন মুসলমানের ইবাদতের মাস। বরকত লাভের মাস। কেননা রাসূল (সা.) কোমরে কাপড় বেঁধে এ মাসের ইবাদত-বন্দেগিতে নিয়োজিত হতেন। রোজা রাখতেন এবং বেশি বেশি বরকত পেতে দোয়া পড়তেন; তার উম্মতকেও দোয়া পড়তে বলতেন। উচ্চারণ : ‘আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রাজাবা ওয়া শাবানা ওয়া বাল্লিগনা রামাদান।’ অর্থ : ‘হে আল্লাহ! রজব ও শাবান মাস আমাদের জন্য বরকতময় করুন; রমজান মাস আমাদের নসিব করুন।’ (বোখারি ও মুসলিম)।

সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে রজব মাসজুড়ে বেশি বেশি নফল নামাজ পড়া। বিশেষ করে তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত-দোহা, জাওয়াল, আউয়াবিন; তাহিয়্যাতুল অজু, দুখুলুল মাসজিদ ইত্যাদি নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া খুবই জরুরি।

‘রজব মুদার’ বা বহুবিদ কল্যাণের সম্মিলন এ মাস। রমজানের আগে নিজেদের আমল ও ইবাদতের জন্য উপযোগী করে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাসও রজব। তাছাড়া রজব ও শাবান হলো পাশাপাশি দুটি জোড়া মাস। মাস দুটিকে একত্রে রজবান বা রাজাবাইনও বলা হয়। তাই বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগি, দোয়া-ইসতিগফার ও রোজা রাখার মতো আমল ইবাদত করে এ দুই মাসে নিজেদের প্রস্তুত করার উপযুক্ত সময়।

রজব মাসজুড়ে বিশ্বনবির ইবাদত রাসূলুল্লাহ (সা.) রজব মাসজুড়ে অত্যধিক আমল-ইবাদত করতেন, রোজা রাখতেন। দোয়া পড়তেন। রমজানের জন্য নিজেকে তৈরি করতে, নিজের মন-মানসিকতাকে পরিচ্ছন্ন করতে এ মাসে বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগি করতেন। হাদিসের একাধিক বর্ণনায় তা উঠে এসেছে। প্রিয় নবি (সা.) আরও বলেন, ‘যে ব্যক্তি রজব মাসে (ইবাদত দ্বারা) জমি চাষাবাদ করল না আর শাবান মাসে (ইবাদতের মাধ্যমে) জমি আগাছামুক্ত করল না; সে রমজান মাসে (ইবাদতের) ফসল তুলতে পারবে না।’ (বায়হাকি)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘রজব হলো আল্লাহর মাস, শাবান হলো আমার মাস; রমজান হলো আমার উম্মতের মাস।’ (তিরমিজি)।

উম্মাহাতুল মোমিনিনদের বর্ণনায় রজব ও শাবান মাসে প্রিয় নবি (সা.) কী পরিমাণ ইবাদত-বন্দেগি করতেন; তা উম্মাহাতুল মোমিনিনদের বর্ণনা থেকেই সুস্পষ্ট। হাদিসে এসেছে-হজরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) রমজান মাস ছাড়া সবচেয়ে বেশি রোজা পালন করতেন শাবান মাসে, অতঃপর রজব মাসে। হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, ‘যখন রজব মাস আসত, রাসূল (সা.) এর আমলের আধিক্য দেখেই আমরা তা বুঝতে পারতাম।’ কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, ‘রাসূলুল্লাহ (সা.) রজব মাসে ১০টি রোজা রাখতেন, শাবান মাসে ২০টি রোজা রাখতেন; রমজান মাসে ৩০টি রোজা রাখতেন।’ (দারিমি)।

রজব মাসের বিশেষ আমলগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বেশি বেশি নফল রোজা পালন করা। মাসজুড়ে প্রিয় নবি (সা.)-এর নিয়মিত আমল-‘সোম ও বৃহস্পতিবার রোজা পালন করা।’

সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে রজব মাসজুড়ে বেশি বেশি নফল নামাজ পড়া। বিশেষ করে তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত-দোহা, জাওয়াল, আউয়াবিন; তাহিয়্যাতুল অজু, দুখুলুল মাসজিদ ইত্যাদি নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া খুবই জরুরি। সাহাবায়ে কেরামও এ মাসের ইবাদত ও ফজিলত বর্ণনা করেছেন। হজরত সালমান ফারসি (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস থেকে জানা যায়, রজব মাসের প্রথম তারিখে ১০ রাকাত নফল নামাজ পড়তে হয়।

হজরত ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেন, অতি মহান (মর্যাদার) ৪টি রাত হলো-রজব মাসের প্রথম রাত, শাবান মাসের মধ্য দিবসের রাত (শবেবরাত), শাওয়াল মাসের প্রথম রাত (ঈদুল ফিতর বা রমজানের ঈদের রাত), জিলহজ মাসের দশম রাত (ঈদুল আজহা বা কুরবানির ঈদের রাত)।

সুতরাং, মোমিন মুসলমানের উচিত, রজব মাসের মর্যাদা, ফজিলত ও আমলের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা। হাদিসের ওপর যথাযথ আমল করা। রমজানের পরিপূর্ণ ইবাদতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আল্লাহ আমাদের রজব ও শাবান মাসে অধিক পরিমাণে ইবাদতে মশগুল থেকে রমজানের প্রস্তুতি গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। আমিন!

জুমাবারে কেন পড়বেন সূরা কাহাফ

মাহমুদুল হাসান সুমন

হাদিস শরিফে জুমার দিন ও সূরা কাহাফের অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। এ ফজিলত পূর্ববর্তী অন্য নবির উম্মতেরা পায়নি যা শেষ নবি মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত হিসাবে আমরা পেয়েছি। জুমার দিনকে সপ্তাহের সেরা দিন হিসাবেও ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, জুমার দিন দিবসগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তা আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত। (ইবনে মাজা : ১০৮৪)। জুমার দিন যেমন ফজিলত পূর্ণ তেমনি এ দিনে আছে ফজিলতপূর্ণ অনেক আমল। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সূরা কাহাফ তেলাওয়াত। সূরা কাহাফ পবিত্র কুরআনের ১৮নং সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ১১০। নিয়মিত এ সূরা তেলাওয়াতের ফজিলত সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত আছে। বিশেষ করে জুমার দিন এ সূরা তেলাওয়াতের ফজিলত অনেক বেশি।

রুহুল মাআনিতে হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেন, সূরা কাহাফ সম্পূর্ণ একসঙ্গে নাজিল হয়েছে এবং এর সঙ্গে সত্তর হাজার ফেরেশতা আগমন করেছেন। এতে বোঝা যায় সূরা কাহাফের মহত্ব অনেক বেশি। যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে তার নুর এ জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত চমকাতে থাকবে (মিশকাত ২১৭৫)। হজরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবিজি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে হেফাজত থাকবে। (সহিহ মুসলিম : ৮০৯, আবু দাউদ : ৪৩২৩)।

যে ব্যক্তি জুমার রাত্রিতে সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার জন্য স্বীয় অবস্থানের জায়গা থেকে পবিত্র মক্কা পর্যন্ত একটি নুর হবে। (সহিহ তারগিব ওয়াৎ তারহিব-৭৩৬)। জুমার দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করিলে কিয়ামত দিবসে তার পায়ের নিচ থেকে আকাশের মেঘমালা পর্যন্ত নুর আলোকিত হবে এবং দুই জুমার মধ্যবর্তী গুনাহ মাফ হবে। (আত তারগিব ওয়াল তারহিব-১/২৯৮)।

হজরত বারা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাতে সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করছিল। তার কাছে দুটি রশি দিয়ে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। এরই মধ্যে একটি মেঘখণ্ড এসে তাকে ঢেকে ফেলল। এরপর যখন মেঘখণ্ডটি তার কাছে চলে আসছিল, তখন তার ঘোড়া ছোটাছুটি করতে লাগল। অতঃপর সকালে ওই ব্যক্তি নবিজি (সা.)-এর কাছে গিয়ে রাতের ঘটনা বললেন। তিনি বললেন, ওটা ছিল সাকিনা (রহমত), যা কুরআন তেলাওয়াতের বরকতে নাজিল হয়েছিল। (সহিহ বুখারি : ৫০১১, ৩৬১৪; সহিহ মুসলিম: ৭৯৫)।

ইসলাম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

শপথ ভঙ্গের কাফফারা কী?

প্রশ্ন : আমি এই মর্মে শপথ করেছিলাম যে, ‘বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করলে আমি আর লেখাপড়া করব না।’ বাস্তবে ফেল করেছি কিন্তু মা-বাবার চাপে এখন অবার যথানিয়মে লেখাপড়া করছি। জুমার বয়ানে শপথ ভঙের শাস্তি শুনে খুবই ভয় পাচ্ছি। আমি এখন কী করব?

উত্তর : আল্লাহতায়ালা অসীম দয়ালু। তার তওবার দরজা বান্দার জন্য সব সময় খোলা। আপনি কায়মনে তাওবা করুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ আপনার তওবা কবুল করবেন। তবে মনে রাখবেন কথায় কথায় আল্লাহর নামে শপথ করা খুব বাজে স্বভাব। শপথ করলে তা অবশ্যই পূরণ করতে হয়। আর তা পূরণ করতে না পারলে ‘কাফফারা’ আদায়ের সুযোগ রেখেছে ইসলাম।

কসম বা শপথ ভঙ্গের বা পূর্ণ না করার কাফফারা হচ্ছে দশজন ফকির-মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো। খাবারের মান হবে নিজের পরিবারের লোকজন যেমন খাবার খেয়ে থাকে তেমন। অথবা দশজন ফকির-মিসকিনকে কাপড় দেওয়া। প্রত্যেককে কমপক্ষে এতটুকু কাপড় দেওয়া-যার দ্বারা নামাজ আদায় করা যায়। যদি এর কোনোটি সম্ভব না হয়, তা হলে ধারাবাহিকভাবে তিন দিন রোজা রাখা। (হেদায়া : ২/৪৮১)।

পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদার ৮৯নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘আল্লাহতায়ালা অনর্থক কসমের জন্য তোমাদের দায়ী করবেন না। কিন্তু যেসব কসম তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে করো, সেসবের জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন। এর কাফফারা হচ্ছে, দশজন ফকির-মিসকিনকে মধ্যম ধরনের খাবার দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদের খেতে দাও।

অথবা তাদের কাপড় দান কিংবা একজন কৃতদাস মুক্তি। আর যার সামর্থ্য নেই, তার জন্য তিন দিন রোজা রাখা। এটাই তোমাদের কসমের কাফফারা।’ উল্লেখ্য দাসপ্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় কৃতদাস মুক্তির মাধ্যমে এখন আর কাফফারা দেওয়া যায় না।

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	০২	৫:৫৮	৭:৩৫	১২:১৯	৩:০৩	৪:৫৪	৬:২৯
শনিবার	০৩	৫:৫৭	৭:৩৪	১২:১৯	৩:০৫	৪:৫৬	৬:৩০
রবিবার	০৪	৫:৫৫	৭:৩২	১২:১৯	৩:০৬	৪:৫৮	৬:৩২
সোমবার	০৫	৫:৫৩	৭:৩০	১২:২০	৩:০৮	৪:৫৯	৬:৩২
মঙ্গলবার	০৬	৫:৫২	৭:২৯	১২:২০	৩:১০	৫:০১	৬:৩৪
বুধবার	০৭	৫:৫০	৭:২৭	১২:২০	৩:১১	৫:০৩	৬:৩৫
বৃহস্পতিবার	০৮	৫:৪৮	৭:২৫	১২:২০	৩:১৩	৫:০৫	৬:৩৭

জর্ডানে মার্কিন সেনাদের ওপর হামলা: 'টাওয়ার ২২' কী?

দেশ ডেস্ক, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : যে সামরিক ছাউনিটিতে আক্রমণের ঘটনাটি ঘটেছে সেটির অবস্থান জর্ডানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শেষপ্রান্তে ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্তে।

জর্ডানের উত্তরপূর্বাঞ্চলে সিরিয়ার সীমান্তের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন হামলায় তিন মার্কিন সেনা নিহত ও সম্ভবত আরও বহু আহত হয়েছে।

জর্ডানের এক সরকারি মুখপাত্র দাবি করেছেন, হামলাটি ঘটেছে সিরিয়ার আল-তানফ ঘাঁটিতে। কিন্তু মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রোববার যে সামরিক ছাউনিটিতে আক্রমণের ঘটনাটি ঘটেছে সেটা 'টাওয়ার ২২' নামে পরিচিত আর এটির অবস্থান জর্ডানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শেষপ্রান্তে ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্তে। স্থানটির কৌশলগত অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ।

রয়টার্স জানিয়েছে, জর্ডানে মার্কিন সামরিক অবস্থানের নতুন একটি পর্ব শুরু করা এ ঘাঁটির বিষয়ে প্রকাশ্যে তেমন কোনো তথ্য নেই; কিন্তু এখানে মার্কিন সেনাবাহিনীর ৩৫০ জন সৈন্য ও বিমান বাহিনীর সেনা থাকায় আর ঘাঁটিটি নিয়মিত সামরিক রসদের জোগান পাওয়ায় এর গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

গাজায় আবার বসতি গড়তে চায় ইসরাইল

দেশ ডেস্ক, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : গাজা এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরের উত্তর অংশে পুনরায় বসতি গড়তে চায় ইসরাইল। আলজাজিরার সোমবারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ লক্ষ্যে রোববার রাতে জেরুজালেমে একটি সম্মেলনে জড়ো হয়েছেন ইসরাইলের বসতি স্থাপনকারী সম্প্রদায়ের শত শত সদস্য। 'সেটেলমেন্ট ব্রিংস সিকিউরিটি' শিরোনামের এই সম্মেলনটি করে দেশটির ডানপন্থি নাহালা সংগঠন। তবে ইসরাইলের চ্যানেল-১২ জানিয়েছে, জননিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গভির এবং অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচসহ দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ক্ষমতাসীন লিকুদ পার্টির ১২ জন মন্ত্রী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

৩৮ বছরের দখলের পর ২০০৫ সালে ইসরাইল গাজা থেকে তার সামরিক বাহিনী এবং বসতি স্থাপনকারীদের প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। সে সময় ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছিলেন, গাজায় ইসরাইল স্থায়ী উপস্থিতি বজায় রাখতে চায় না। তবে একটি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অঞ্চলটিতে নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হবে।

ডানপন্থিদের রোববারের সম্মেলনে স্মোট্রিচ বলেন, গাজা থেকে ইসরাইলের বসতি থেকে সরিয়ে নেওয়ার পর অনেক শিশু যুদ্ধে হামাসের সৈনিক হিসাবে ফিরে এসেছে। এর আগেও গাজা থেকে বসতি সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন তিনি।

গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজা উপত্যকায় প্রতিনিয়ত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইল। সোমবার পর্যন্ত অঞ্চলটিতে ফিলিস্তিনিদের নিহতের সংখ্যা ২৬ হাজার ৪২২-এ দাঁড়িয়েছে। আর আহত হয়েছেন ৬৫ হাজার ৮৭ জন। রোববার গাজা পরিস্থিতি নিয়ে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠকটিতে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র, মিসর ও কাতারের প্রতিনিধিরা। ইসরাইলের প্রতিনিধিও এদিনের বৈঠকে যোগ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। ইসরাইলের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গাজা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে সেখানে। তবে বেশ কিছু বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলেও এখনো আলোচনায় অনেক ফাঁক থেকে গেছে। আলোচনায় অগ্রগতি হলেও অনেক ফাঁক আছে বলে নেতানিয়াহুর দপ্তর থেকেও জানানো হয়েছে।

সূত্রের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, ওই বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ প্রধান নিজে উপস্থিত ছিলেন। কিভাবে গাজায় সংঘর্ষ-বিরতি করা যায় তা নিয়ে সবপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। বৈঠক চলাকালীন কোনো কোনো সংবাদ সংস্থা জানায়, আলোচনা ফলপ্রসূ হচ্ছে। একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে সবপক্ষ। আপাতত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি এবং চলতি সপ্তাহে আবার বৈঠক হবে বলেও জানানো হয়েছে। বৈঠকটিতে সংঘর্ষ এবং যুদ্ধবিরতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

একই দিনে গাজায় সাহায্য নিয়ে একটি ট্রাক প্রবেশের সময় তা আটকে দেয় ইসরাইলের বিক্ষোভকারীরা। জিম্মি মুক্তির দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে ট্রাকটি আটকে দেয় তারা। অন্তত ১০০ বিক্ষোভকারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইসরাইলের সেনারা যদিও জানিয়েছে, ফিলিস্তিনের সীমান্তে অবস্থিত ওই এলাকাটি সেনা-এলাকা বলে চিহ্নিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তারপরও কয়েকশ মানুষ সেখানে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

জর্ডানে ড্রোন হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের ৩ সেনাসদস্য নিহত

আমেরিকার হৃদয় আজ দুঃখভারাক্রান্ত: বাইডেন

দেশ ডেস্ক, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : জর্ডানে ড্রোন হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের তিন সেনাসদস্য নিহতের ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি বলেছেন, আজ আমেরিকার হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত। সঠিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দমতো উপায়ে হামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনা হবে। খবর বিবিসির

এ হামলার পেছনে ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর হাত রয়েছে এমন অভিযোগ তুলে বাইডেন বলেছেন, 'হামলার বিষয়ে আমরা তথ্য সংগ্রহ করছি। তবে আমরা জানি সিরিয়া ও ইরাকে তৎপর ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো এ হামলা চালিয়েছে।'

হামলায় নিহত তিন সেনাকে 'দেশপ্রেমিক' বলে অভিহিত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

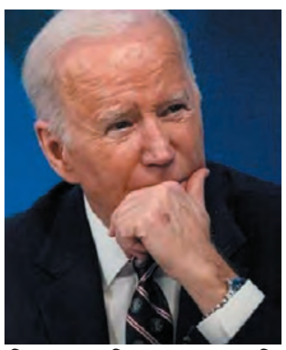

তিনি বলেন,'আমরা তাদের পরিবারের প্রতি আমাদের পবিত্র দায়িত্ব পালন করে যাব। আমরা তাদের বীরত্ব ও সম্মানের মূল্য দেওয়ার চেষ্টা করব।'

সিরিয়ার সীমান্তবর্তী জর্ডানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি মার্কিন ঘাঁটিতে ওই ড্রোন হামলা চালানো হয় বলে রোববার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড (সিইএনটিসিওএম)। এ হামলায় আরও ৩৪ জন আহত হয়েছেন।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে যা বললেন জেলেনস্কি

দেশ ডেস্ক, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সতর্ক করে বলেছেন, যদি রাশিয়াকে পরাজিত করা সম্ভব না হয়, তবে সংঘাত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপ নিতে পারে।

জার্মানির একটি গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে জেলেনস্কি এ সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পুতিন কেবল একটি নাম নয়, এটি একটি হুমকি এবং কেবল ইউক্রেনের জন্য হুমকি নয়, গোটা ইউরোপের জন্য।

ইউক্রেনের পর ইউরোপীয় দেশগুলো ও বালটিক দেশগুলো রাশিয়ার পরবর্তী টার্গেট হতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি মনে করি, চ্যান্সেলর শলৎস বুঝতে পারছেন যে, আমরা যদি হেরে যাই তবে রাশিয়া জার্মানির কাছাকাছি চলে আসবে।

জেলেনস্কি আরও বলেন, রাশিয়া যদি ন্যাটোর কোনো দেশে হামলা করে তবে তা হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের

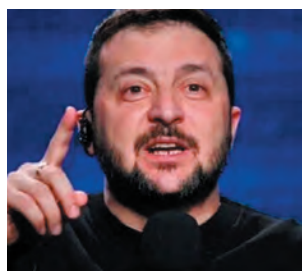

সূচনা।

জেলেনস্কি পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতি ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন বাড়ানোর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, তিনি আশা করেন, জার্মানি ইউক্রেনের জন্য সামরিক সহায়তা আরও বাড়াবে।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে বিশেষ সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া। যা এখনো চলছে। একদিকে ইউক্রেনকে অবিরত সহায়তা করে যাচ্ছে পশ্চিমারা। অন্যদিকে রাশিয়া বলছে, উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়া পর্যন্ত তারা মাঠ ছাড়বে না।

বাইডেনের কড়া সমালোচনায় ট্রাম্প

দেশ ডেস্ক, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : জর্ডানে ড্রোন হামলায় নিজেদের তিন সেনাসদস্য নিহতের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের তীব্র সমালোচনা করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প। এ ঘটনাকে বাইডেনের 'যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি ভয়ংকর দিন' বলে উল্লেখ করেছেন ট্রাম্প। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে ডোনালড ট্রাম্প বলেন, এ ঘটনা জো বাইডেনের দুর্বলতা ও আত্মসমর্পণের আরও একটি ভয়ংকর ও দুঃখজনক পরিণতি।

সিরিয়ার সীমান্তবর্তী জর্ডানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি মার্কিন ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে বলে গতকাল রোববার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড। এ হামলায় ৩ জন নিহত ও আরও ২৫ জন আহত হয়েছেন।

হামলার পেছনে ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জো বাইডেন। হামলায় নিহত তিন সেনাকে 'দেশপ্রেমিক' বলে অভিহিত করে বাইডেন বলেন, আমরা তাদের পরিবারের প্রতি আমাদের পবিত্র দায়িত্ব পালন করে যাব। তাদের বীরত্ব ও সম্মানের মূল্য দেওয়ার চেষ্টা করব। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তা আমরা ধরে রাখব।

জাতিসংঘে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি বলেছেন, ড্রোন হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সক্ষমতা ব্যবহার করে প্রতিশোধ নেওয়া উচিত। যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে ট্রাম্পের বিপরীতে লড়ছেন নিকি হ্যালি। তার স্বামী একজন সামরিক কর্মকর্তা। সেই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে নিকি হ্যালি বলেন, প্রিয়জন হারানো পরিবারের সদস্যদের হৃদয় ভেঙে যায়।

বাইডেনের উদ্দেশে রাজনৈতিক আক্রমণ চালিয়ে নিকি হ্যালি বলেন, জো বাইডেন যদি ইরানের বিরুদ্ধে এত দুর্বল পদক্ষেপ না নিতেন, তাহলে ইরান কখনই মার্কিন বাহিনীকে লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারত না।

ব্রাজিলে বিমান বিধ্বস্ত, নিহত ৭

দেশ ডেস্ক, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : বিমান দুর্ঘটনায় ব্রাজিলে সাতজন নিহত হয়েছেন। রোববার (২৮ জানুয়ারি) দেশটির মিনাস গেরিস রাজ্যে এক ইঞ্জিনবিশিষ্ট বিমানটি বিধ্বস্ত হয়ে এ প্রাণহানি ঘটে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিমান দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দমকল বাহিনীর বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, বিমানটি সাও পাওলো রাজ্যের ক্যাম্পিনাস থেকে উড্ডয়ন করে। পরে স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মধ্য আকাশেই এটি বিধ্বস্ত হয়। দমকল বাহিনী জানায়, এ ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছেন। তবে

তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ব্রাজিলের মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ছবিতে বিমানের ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা গেছে। বিমানটি যেখানে বিধ্বস্ত হয় সে স্থানটি পাহাড়, ঘাস ও বন-জঙ্গলে ঘেরা ছিল।

গত বছরের সেপ্টেম্বরেও ব্রাজিলে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনা ঘটে। এতে ১৪ জন নিহত হয়েছিলেন। দেশটির আমাজন বনে এ ঘটনা ঘটে। ওই সময়ে আমাজন রাজ্যের গভর্নর উইলসন লিমা সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখেন, বিমান দুর্ঘটনায় ১২ জন যাত্রী এবং দুইজন ক্রু নিহত হয়েছে। বার্সেলস শহর থেকে উত্তরে বিমান বিধ্বস্ত হয়। ওই অঞ্চলটি একটি পর্যটকবাহী এলাকা।

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব নির্বাচন

নতুন কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে ক্লাবটিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

পুননির্বাচিত জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ বলেন, এই ক্লাবের সবচেয়ে সুন্দর দিকটি হলো দু'বছর পরপর একটি উৎসবমুখর নির্বাচন হওয়া। নির্বাচনে দুটো এলায়েন্স প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচন শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমরা একটি এলায়েন্স হয়ে যাই। একটি টিম হিসেবে কাজ করি। তিনি বলেন, এমন একটি ক্লাবে দ্বিতীয়বারের মতো জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হওয়া আমার জন্য গর্ব ও সম্মানের-যে ক্লাবে অনেক মালটি টেলেন্ট সদস্য রয়েছেন। আমি তাঁদের সহযোগিতা নিয়ে ক্লাবকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

নির্বাচনে ১৫টি পদের মধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১২টি পদে বিজয়ী হয়েছে জুবায়ের-তাইসির-মুরাদ এলায়েন্স। আর নাহাস-মুসলেহ-সালেহ এলায়েন্স পেয়েছে ৩টি পদ। দুই এলায়েন্সে ৩০জন এবং ১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট ৩১ প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

বেলা আড়াইটায় শুরু হয়ে একটানা সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত নির্বাচন পরিচালিত হয়। ক্লাবের ২৮৮জন সদস্য গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিয়ে তাদের পছন্দের প্রার্থীদের নির্বাচিত করেন। নির্বাচনে কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিসিএ'র সাবেক প্রেসিডেন্ট বজলুর রশীদ এমবিই, স্পিটালফিলস স্মল বিজনেস এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আজিজ চৌধুরী ও ব্যারিস্টার আনোয়ার বাবুল মিয়া।

কে কত ভোট পেলেন :

১৪১ ভোট পেয়ে প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন চ্যানেল এস-এর সাবেক চীফ রিপোর্টার ও রিয়াল নিউজের ফাউন্ডিং এডিটর মোহাম্মদ জুবায়ের। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী ক্লাবের সাবেক সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা পেয়েছেন ১৩৯ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে ১২৩ ভোট পেয়ে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ। তাঁর দুই প্রতিদ্বন্দ্বির মধ্যে মোঃ মোসলেহ উদ্দিন আহমদ পেয়েছেন ১০৩ ভোট ও স্বতন্ত্র প্রার্থী জি আর সোহেল পেয়েছেন ৫৭ ভোট। ১৫৭ ভোট পেয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ট্রেজারার নির্বাচিত হয়েছেন বাংলা পোস্ট এর হেড অব প্রোডাকশন সালেহ আহমদ। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী আইনঅন টিভি চীফ রিপোর্টার আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ পেয়েছেন ১২১ ভোট। সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে ১৯১ ভোট পেয়ে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট সম্পাদক ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মোস্তাক আলী বাবুল পেয়েছেন ৮৬ ভোট। তারেক চৌধুরীর সাথে তাঁর ভোটের ব্যবধান ১০৫টি। সহ-সভাপতি পদে ১৪৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন এটিএন বাংলা ইউকের হেড অব নিউজ সাঈম চৌধুরী। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মাসিক দর্পণ সম্পাদক রহমত আলী পেয়েছেন ১৩৬ ভোট। সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে চ্যানেল এস-এর সিনিয়র রিপোর্টার রেজাউল করিম মৃধা ১৪৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মোঃ আব্দুল কাইয়ূম পেয়েছেন ১৩৭ ভোট।

সহ কোষাধ্যক্ষ পদে ১৫৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন চ্যানেল এস-এর সিনিয়র রিপোর্টার ইব্রাহিম খলিল। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি সারোয়ার হোসেন পেয়েছেন ১০৭ ভোট। অর্গানাইজিং এন্ড ট্রেইনিং সেক্রেটারী পদে এনটিভি ইউরোপের চীফ রিপোর্টার আকরামুল হোসেন ১৬৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী ইমরান আহমদ পেয়েছেন ১১৩ ভোট। মিডিয়া এন্ড আইটি সেক্রেটারি পদে টুএ নিউজের ফাউন্ডার মোহাম্মদ আবদুল হান্নান ১৯০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মাহবুব আলী খানশূর পেয়েছেন ৮৫ ভোট।

ইভেন্টস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেক্রেটারি পদে ১৭৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন চ্যানেল এস-এর সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার রুপি আমিন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল পেয়েছেন ১০২ ভোট। কার্যনির্বাহী সদস্য পদে ১৭৬ ভোট পেয়ে প্রথম সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এলবি২৪ এর মিডল্যান্ড ব্যুরো প্রধান ও বাংলা ভয়েস'র চীফ রিপোর্টার সাহিদুর রহমান সুহেল, চ্যানেল এস-এর স্টাফ রিপোর্টার ফয়সল মাহমুদ (প্রাপ্ত ভোট ১৭১), নতুন দিন-এর এক্সিকিউটিভ এডিটর মরিয়ম পলি রহমান (প্রাপ্ত ভোট ১৫৫), টিভি ওয়ানের সিনিয়র রিপোর্টার জাকির হোসেন কয়েস (প্রাপ্ত ভোট ১৩৭) ও লন্ডন বিচিত্রার সম্পাদক আনোয়ার শাহজাহান (প্রাপ্ত ভোট ১৩১)। উল্লেখ্য, নির্বাচনে ক্লাবের ৩০ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম কোনো নারী সাংবাদিক (রুপি আমিন) সম্পাদকীয় পদে জয়লাভ করেছেন এবং লন্ডনের বাইরের একজন সাংবাদিক (সাহিদুর রহমান সুহেল) নির্বাহী কমিটিতে স্থান পেয়েছেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা:

এর আগে বেলা দেড়টায় অনুষ্ঠিত হয় ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা। ক্লাবের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারী তাইসির মাহমুদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় ট্রেজারার সালেহ আহমদ বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রশোত্তর পর্বে ক্লাবের সদস্যরা নতুন সদস্যপদ না দেয়া নিয়ে তাদের অসন্তোষ, নির্বাচনে অ্যালায়েন্স পদ্ধতি বাতিল এবং এলবিপিসি জার্নাল প্রকাশসহ নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করার মাধ্যমে ক্লাবটিকে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠনে পরিণত করার ওপর জোর দাবী জানান। মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে ক্লাবের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘটে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান :

সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে অতিথি শিল্পী হিসেবে গান পরিবেশন করেন বাংলাদেশ থেকে আগত কণ্ঠশিল্পী বিথী চৌধুরী ও লন্ডনের শিল্পী শম্পা দেওয়ান। ক্লাব-সদস্যদের মধ্যে গান, কবিতা, ছড়া, কৌতুক, গীতি কাব্য ও পুঁথিপাঠ করেন সাংবাদিক মোস্তফা কামাল মিলন, রূপি আমিন, কলন্দর তালুকদার, আব্দুল হামিদ টিপু, ববি রায়, সাইফুর রেজা চৌধুরী পথিক। কবিতা পাঠ করেন মিসবাহ জামাল, কবি আহমেদ হোসেন হেলাল, কবি সারওয়ার-ই আলম, শহিদুল ইসলাম সাগর, সালাউদ্দিন শাহীন, জিয়াউর রহমান সাকলেন, কবি হেলাল সাইফ, সাংবাদিক ও ছড়াকার আহমেদ শামীম, কবি সৈয়দ রুম্মান, ছড়াকার লুৎফুর রহমান, মামুন রশীদ ও আলাউর খান শাহীন।

অ্যাওয়ার্ডস প্রদান পর্ব :

সাংস্কৃতিক পর্ব শেষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা জানানো হয়। সম্মাননা লাভ করেন ক্লাবের আজীবন সদস্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুকিম আহমদ, ড. জাকির খান, স্পিটালফিলড স্মল বিজনেস এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আজিজ চৌধুরী, লন্ডন টাইগার্স এর সিইও মেসবাহ আহমদ, লন্ডন ক্রিকেট লীগের সেক্রেটারি নাহিদ নাওয়াজ রানা।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ও এওয়ার্ডস তুলে দেন পপলার এন্ড লাইম হাউজ আসনের এমপি আপসানা বেগম, যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র মাইয়ুম মিয়া তালুকদার, টাওয়ার হ্যামলেটস লেবার গ্রুপের লীডার সিরাজুল ইসলাম, বাংলা প্রেস ক্লাব বার্মিংহাম এন্ড মিডল্যান্ডস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মারুফ, বার্মিংহ্যাম বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আব্দুল আহাদ সুমনের পক্ষে মোঃ সেলিম উদ্দিন, নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশী টিভি জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শেখ সুরত মিয়া আসাব, নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশী টিভি রিপোর্টার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ শাহাজান, লীডস বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট এমজি কিবরিয়া ও লিভারপুল বাংলা প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি আবু সাঈদ চৌধুরী সাদী।

বিদায়ী নেতৃবৃন্দকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান :

প্রেস ক্লাবের বিদায়ী কমিটির বিদায়ী প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী, বিদায়ী প্রথম নির্বাহী সদস্য আহাদ চৌধুরী বাবু, বিদায়ী নির্বাহী সদস্য কবি শাহনাজ সুলতানা ও জেইউএম নাজমুল হোসাইনকে ক্লাবের কাজের স্বীকৃতিসরূপ এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এওয়ার্ড তুলে দেন প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মহিব চৌধুরী, সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ বেলাল আহমদ, সাবেক সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক (নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট) মুহাম্মদ জুবায়ের।

এছাড়াও, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলনগুলোতে সর্বাধিক উপস্থিতির জন্য হাইয়েস্ট প্রেজেন্স এন্ড রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন টিভিওয়ান-এর সিনিয়র রিপোর্টার জাকির হোসাইন কয়েস এবং নির্বাহী কমিটিতে সক্রিয় ভুমিকা পালনের জন্য অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন ইভেন্টস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেক্রেটারি রেজাউল করিম মৃধা।

অনুষ্ঠানে বিলেতের বিভিন্ন শহর থেকে ক্লাবের সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। বেলা দেড়টায় শুরু হয়ে অনুষ্ঠানটি নৈশ ভোজের মাধ্যমে রাত এগারোটায় শেষ হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আন্তর্জাতিক আদালতে ইসরায়েলের গণহত্যার রায়

ড. ফরিদুল আলম

গত ২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক আদালতের এক অন্তর্বর্তী রায়ে ইসরায়েলকে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় গণহত্যা বন্ধে সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক আদালতের এই রায়কে অনেকে যুগান্তকারী বলে চিহ্নিত করলেও বাস্তবে এটি গাজায় গণহত্যা বন্ধে সে রকম কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারে না। গত বছর ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক ফিলিস্তিনে গণহত্যা সংঘটিত হচ্ছে—এ মর্মে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করা হয় এবং জরুরি ভিত্তিতে ইসরায়েলকে যুদ্ধ বন্ধ করতে অন্তর্বর্তী আদেশ দিতে আদালতের কাছে আর্জি জানানো হয়। গত ১১ ও ১২ জানুয়ারি দুদিনের শুনানি শেষে গত ২৬ মে রায়ের জন্য দিন নির্ধারণ করা হয়।

তবে বলে রাখা ভালো যে এটি আদালতের চূড়ান্ত কোনো রায় নয়, বরং মামলার সম্পূর্ণ শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে আদালতের পক্ষ থেকে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এখন যদি এই আদেশটি 'যুগান্তকারী' কি না এটি বিবেচনা করতে যাই, তাহলে স্পষ্টভাবেই বলতে হয় এই 'যুগান্তকারী' বিষয়টি বিশেষ ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

আমরা যদি এমনটি দেখতে পেতাম যে এই রায়ের ফলে গাজায় রাতারাতি যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা যুদ্ধ বন্ধের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে কিংবা গাজায় গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে এই অপরাধে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছে, তাহলে নিঃসন্দেহে এটিকে একটি যুগান্তকারী বিষয় হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারত। আমাদের মনে রাখা ভালো যে আন্তর্জাতিক আদালতের এ ধরনের রায় কোনো পক্ষকে মেনে চলতে বাধ্য করা যায় না, বরং এ ধরনের রায়ের মধ্য দিয়ে কেবল একধরনের আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টি করা যায়।

তবে ইসরায়েলের প্রতি আন্তর্জাতিক আদালতের এই রায়কে কেন্দ্র করে এ ধরনের জনমত কতটুকু তৈরি করা যাবে কিংবা ইসরায়েলকে গাজায় অভিযান থেকে কতটুকু নিবৃত্ত রাখা যাবে, এটি নিয়ে যদি কথা বলতে হয় তাহলে সম্ভবত সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে ইসরায়েলের কাছে কার্যত এই রায়ের কোনো মূল্য নেই। কেন ইসরায়েলের কাছে এই রায়টি অর্থহীন এর জবাব দিতে আমাদের খুব একটা সময় নেওয়ার প্রয়োজন নেই। বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সুশাসন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যে দেশগুলো সবচেয়ে বেশি নীতি কপচায় তাদের কাছে ইসরায়েল নিরপরাধ। এই মামলাটির প্রথম দিনের শুনানির পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র তো কড়া ভাষায় বলেই দিয়েছে, ইসরায়েলের তরফ থেকে কোনো ধরনের গণহত্যা সংঘটিত হয়নি।

এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনার আগে আমাদের এটুকুই জেনে নেওয়া দরকার গণহত্যা বলতে আমরা কী বুঝি।

১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের গণহত্যা কনভেনশনে গণহত্যাকে সংজ্ঞায়িত করে বলা হয়, 'গণহত্যা হলো হত্যাকারী সদস্যদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি জঘন্য কাজ। যার মূল লক্ষ্য হলো, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে জাতিগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠী ধ্বংস করা। আরো বলা হয় যে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা, যা আংশিকভাবে জনগণের শারীরিক ধ্বংসও ঘটায়।' ইতিহাসে গণহত্যার পাতায় নাম লিখিয়েছে এমন অমানবিক গণহত্যাগুলো হলো : দ্য হলোকাস্ট, গ্রিক গণহত্যা, সার্বিয়ান গণহত্যা, হোলোডোমার গণহত্যা, ইন্দোনেশিয়ার গণহত্যা, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের গণহত্যা।

উপরোক্ত বিষয় বিবেচনায় আমরা যদি গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে আজ অবধি ইসরায়েল কর্তৃক গাজা অভিযানকে বিশ্লেষণ করতে যাই, তাহলে দেখব যে এরই মধ্যে সেখানে ২৬ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে, যার মধ্যে রয়েছে ১৬ হাজারের বেশি নারী ও শিশু। আরো বিশদভাবে দেখলে আমরা এই ভেবে আঁতকে উঠব যে ইসরায়েলি বাহিনী এরই মধ্যে ঘোষণা দিয়েছে হামাসকে চিরতরে নিশ্চি[illegible] না করা পর্যন্ত তারা তাদের অভিযান চালিয়ে যাবে। তাদের হামলা থেকে রেহাই পাচ্ছে না হাসপাতাল কিংবা জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত শরণার্থী শিবিরগুলো পর্যন্ত। এত সব স্পষ্ট বিষয়ের পরও আন্তর্জাতিক আদালত একটিবারের জন্যও ইসরায়েলকে গণহত্যা পরিচালনা করছে বলে অভিযুক্ত না করে বরং গণহত্যা বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশদানের মধ্য দিয়ে কার্যত ইসরায়েলকে এক ধরনের নিষ্কৃতি দিয়েছে। সেদিক দিয়ে ইসরায়েলের তরফ থেকে এই রায়ের বিষয়ে সে রকম নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানানো না হলেও হামাসের পক্ষ থেকে এটিকে স্বাগত জানানো হয়েছে। এখানে হামাসের জন্য এই রায়কে প্রাথমিকভাবে তাদের এক বিজয় বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে এই বিবেচনায় যে গাজায় গণহত্যা হচ্ছে, অন্তত এই সত্যটি রায়ের মধ্য দিয়ে বের হয়ে এসেছে।

এখন আমরা একটু আলোকপাত করব, এই রায়ের বিষয়ে ইসরায়েল যদি কোনো মান্যতা না দেখায় তাহলে কী দাঁড়াতে পারে? এই জায়গায় আমাদের স্পষ্ট একটি ধারণা পাওয়া দরকার যে আন্তর্জাতিক আদালতের এ ধরনের অন্তর্বর্তী কিংবা চূড়ান্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চয়তা বিধানে কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা নেই। সে ক্ষেত্রে অপরাধী সাব্যস্ত কোনো দেশ যদি এটিকে না মানে, তাহলে সেই অর্থে তেমন কিছু করার থাকে না। তবে এখানে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে এর মধ্য দিয়ে একধরনের আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ রয়েছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে দেশটি যেহেতু ইসরায়েল, আর আন্তর্জাতিক চাপ বলতে আমরা যা বুঝি তার সবটুকুই আসে মূলত পশ্চিমাদের তরফ থেকে, সেই বিবেচনায় ইসরায়েলকে চাপ দেওয়ার মতো অবস্থায় কোনোকালেই ছিল না পশ্চিমারা, বরং বারবার তারা ইসরায়েলের সব ধরনের অপরাধের বৈধতা দিয়ে এসেছে। তবে এই প্রথমবারের মতো ইসরায়েলের প্রতি আন্তর্জাতিক আদালতের পক্ষ থেকে এ ধরনের নির্দেশনার কিছুটা তাৎপর্য রয়েছে। আর এই তাৎপর্যের জায়গাটি হচ্ছে এই রায়ের পর পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে ইসরায়েলকে প্রত্যক্ষ সমর্থন চালিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে কেবল ইসরায়েল নয়, পশ্চিমারাও আন্তর্জাতিক আদালতের এই রায়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে, যার অর্থ দাঁড়াতে পারে অন্য রকম।

আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের প্রতি মান্যতা প্রদর্শন না করলে আন্তর্জাতিক চাপের অংশ হিসেবে অমান্যকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে বিষয়টি আলোচনায় এনে ব্যবস্থা নেওয়ার অবকাশ রয়েছে। আমরা এত দিন ধরে দেখেছি গত বছরের ৭ অক্টোবর এই যুদ্ধ শুরুর পর থেকে কয়েক দফায় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবগুলো ভেস্তে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ভেটো' ক্ষমতার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। তবে এই রায়ের পর যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এ নিয়ে নতুন করে 'ভেটো' ক্ষমতার প্রয়োগ বৈশ্বিক পরিসরে তাদের জন্য নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করতে পারে। আর তাই সম্ভবত আমরা সাম্প্রতিক সময়গুলোতে আন্তর্জাতিক আদালতের পক্ষ থেকে এ ধরনের নির্দেশনা আসতে পারে এমন বিষয় বিবেচনায় রেখেই তাদের নতুন করে দ্বি-রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের কথা বলতে শুনছি। ইসরায়েল এরই মধ্যে এই দ্বি-রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সমাধানটি নাকচ করে দিলে নতুন করে হামাস কর্তৃক যুদ্ধবন্দিদের বিনিময়ের শর্তে দুই মাসের যুদ্ধবিরতির বিষয়টি আলোচনায় উঠে এসেছে। মূলত ইসরায়েল এখন চাচ্ছে এই যুদ্ধবিরতির মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণ করতে যে এর মধ্য দিয়ে তারা আন্তর্জাতিক আদালতের রায়কে মান্যতা দিয়েছে।

পরিস্থিতি এখানেই শেষ নয়, আন্তর্জাতিক আদালত একটি অন্তর্বর্তী আদেশ দিয়েছেন এবং এই মামলাটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে কয়েক বছর পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। এই সময়ের মধ্যে যদি পরিস্থিতির দৃশ্যমান কোনো উন্নয়ন না ঘটে, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইউরোপীয় দেশগুলোর পক্ষ থেকে ইসরায়েলকে কতটুকু সহায়তা দেওয়া অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে সেটা নিয়ে খোদ পশ্চিমাদের কপালেও এখন চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। এদিকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে যদি এভাবে একের পর এক ইসরায়েলের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা অব্যাহত থাকে, সে ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের অপর দেশ রাশিয়া এবং চীনের ভূমিকাও মধ্যপ্রাচ্যের ইরানের দিকে আরো বেশি ঝুঁকে পড়তে পারে, আর এর মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে এর থেকে বের হয়ে আসা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য খুব কঠিন হয়ে পড়বে। সব দিক বিবেচনায় আন্তর্জাতিক আদালতের এই রায় রাতারাতি গাজায় শান্তি আনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে না পারলেও এর সুদূরপ্রসারী ভূমিকা থেকে যাবে।

লেখক : অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আর কত শিশুর 'নাম নেওয়া' বন্ধ করব!

হাসান ইমাম

বন্ধুদের সঙ্গে সড়কের পাশে খেলছিল প্রথম শ্রেণিতে পড়ুয়া ইয়াসিন (৭)। একটি ভটভটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চাপা দেয় তাকে। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই প্রাণ যায় শিশুটির। ঘটনাটি গত বছরের জুন মাসের, ঘটনাস্থল বগুড়ার ধুনট উপজেলার তারাকান্দি গ্রাম। ইয়াসিন ছিল মা-বাবার একমাত্র সন্তান। ওই দুর্ঘটনার সময় বাবা আবদুল খালেক দেশের বাইরে ছিলেন। পরে দেশে ফিরে আসেন। এখনো তাঁর সামনে ছেলের নাম নেওয়া যায় না। কেন, নিলে কী হয়? ইয়াসিনের চাচা আবু তালেবের মুখে শুনুন সে কথা, 'আমরা কেউ আর ছোলের কথা তুলি না। নাম শুনলেই ক্যাঁদতে ক্যাঁদতে অজ্ঞান হয়্যা যায়। ওই নাম লেওয়া যায় না।'

প্রথম আলোর শেষে পাতায় ২৭ জানুয়ারি ছাপা হওয়া 'এক বছরে সড়কে নিহত ১১ শ শিশু' শিরোনামের প্রতিবেদনে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এ প্রতিবেদনের শেষে সড়ক দুর্ঘটনার আরেকটি খবরের শিরোনাম ও পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া—'"খেলতে খেলতে সড়কে প্রাণ গেল শিশুর", পৃষ্ঠা ৪'। প্রতিবেদনটি শুরু হয়েছে এভাবে—'অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলছিল শিশুটি। একপর্যায়ে সে বাড়ির পাশের সড়কে উঠে যায়। এ সময় একটি অটোরিকশা এসে তাকে ধাক্কা দেয়। এতে প্রাণ হারায় শিশুটি।'

ঘটনাটি ঘটেছে আগের দিন ২৬ জানুয়ারি, গাজীপুরের শ্রীপুরের গড়গড়িয়া মাস্টারবাড়ি গ্রামের লিচুবাগান এলাকায়। নিহত শিশুটির নাম রোমান, বয়স মাত্র ২ বছর। বাবার নাম নাজিম উদ্দিন। তাঁদের গ্রামের বাড়ি জামালপুর সদরের সুনতিয়ায়।

ইয়াসিনের চাচার কথা মনের ভেতর কাঁটা হয়ে ফুটছে, রোমানের কথাও কি তার মা-বাবার সামনে আর তোলা যাবে! যার যায়, সে-ই জানে কতটা গেল! গণমাধ্যমে ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়, নামধাম যায়, পরিসংখ্যান জানা যায়; ইয়াসিন-রোমানদের মা-বাবার ভাঙা বুকের খতিয়ান কোথায় পাওয়া যাবে? কলিজার টুকরাকে হারিয়ে তাঁদের দিন কাটে কীভাবে, রাত পার করেন কোন ছটফটানিতে—কে রাখে খবর তার! অশ্রুপাত, তা-ও দেখা যায়, আশপাশে থাকা স্বজনেরা সান্ত্বনা দিতে পারেন, হাহাকারের আওয়াজ তবু শোনা যায়, পাশে গিয়ে কাঁধে হাত রাখা যায়, কিন্তু সন্তানহারা মা-বাবার ভেতরের ভাঙনের শব্দ, রক্তক্ষরণ—কিসে তার উপশম; কে বলতে পারে তার উপায়—রাষ্ট্র, সরকার, আমি-আপনি? আমৃত্যু সন্তানশোক বয়ে বেড়ানোই কি আবদুল খালেক-নাজিম উদ্দিনদের নিয়তি?

ইয়াসিন-রোমানদের মতো না ফুটতেই ঝরে যাওয়া কত ফুলের সকরুণ গল্প লেখা হয় রোজ—বাংলাদেশের বুকে? 'এক বছরে সড়কে নিহত ১১ শ শিশু' শিরোনামেই এর উত্তর আছে, গড়ে প্রতিদিন সড়কে প্রাণ যাচ্ছে তিনটি শিশুর। ২০২৩ সালের সড়ক দুর্ঘটনার এ হিসাব রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য ও নিজেদের সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হিসাবটি করা হয়েছে। এর বাইরে সড়কে আর কোনো শিশুর প্রাণ যায়নি, তাই-বা হলফ করে কে বলতে পারে?

যখন জানি, দেশের সড়কের অপর নাম 'যেমন খুশি তেমন চলো'। দুই চাকা থেকে ছয়-আট চাকা, যান্ত্রিক থেকে অযান্ত্রিক—কোনো যান কি নিয়মের ধারেকাছে দিয়ে যায়? চালক থেকে সহকারী, গাড়ির মালিক থেকে যাত্রীসাধারণ, পথচারী পর্যন্ত—কেউ আইন মান্য করতে চায় কি না, আপনি-আমি শহর-গ্রাম যেখানেই বাস করি না কেন, ১০ মিনিট যেকোনো সড়কের পাশে দাঁড়ালেই এর উত্তর পাওয়ার কথা। হ্যাঁ, ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই কিছু আছে, তা এতটাই নগণ্য যে তা যেন মাইক্রোস্কোপে চোখ রেখে দেখার মতো। শিশুরা 'বাড়ির আঙিনা'য় খেলতে গিয়ে গাড়ির চাকায় পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারাবে? এ কোন অমানিশার কাল! বাড়ির আঙিনাই তো, ঘরের লাগোয়া সড়ক যে 'মৃত্যুফাঁদ', তা এই শিশুরা কোন জাদুবলে বুঝবে! প্রথম আলোর ২৮ জানুয়ারির 'বাড়ির আঙিনায় পিকআপচাপায় শিক্ষিকার মৃত্যু' শিরোনামই বলে দিচ্ছে, বাড়ির বেড়া, সীমানা ধরে যে 'আঙিনা'র কথা বলবেন, সেখানেও আর নিরাপদ নয় কেউ! কক্সবাজারের রামুতে বাড়ির আঙিনায় ফুলগাছের পরিচর্যা করছিলেন স্কুলশিক্ষিকা ইমারী রাখাইন (৪৯)। এমন সময় একটি পিকআপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁকে চাপা দিয়ে প্রাণ কেড়ে নেয়।

সড়ক পরিবহন খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) হিসাব বলছে, গত বছর প্রতিদিন সড়কে প্রায় ১৪ জনের প্রাণ গেছে। যদিও সরকারি এ হিসাবের সঙ্গে বেসরকারি সংগঠনগুলোর দেওয়া তথ্যের পার্থক্য অনেকটাই।

মনে পড়ে, নিরাপদ সড়কের জন্য পাঁচ বছর আগে শিক্ষার্থীরা দেশ-কাঁপানো আন্দোলন করেছিলেন। তখন সরকারের তরফে সড়ক নিরাপদ করতে নানা আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা কতটা ভিন্ন, তা আর কারও অজানা নয়।

ফি বছর মৃত্যুর পরিসংখ্যান, সড়কে অব্যবস্থাপনার চিত্র, চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য, পাস হওয়ার পরও আইন কার্যকর না হওয়ার আক্ষেপ। কত কমিটি, নানা সুপারিশ, গুচ্ছের সিদ্ধান্ত—কিছুই কি বাস্তবায়িত হয়? শুধু কি স্বজন হারানোর অতল বেদনা, বুকভাঙা শোক? বিচার না পাওয়ার হতাশা, দোষীদের পার পেয়ে যাওয়াও কি ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যের দুঃখকে আরও বাড়িয়ে তোলে না? সন্তানহারা, স্বজনহারা মানুষগুলোর সামনে তাঁদের চলে যাওয়া প্রিয়জনের নাম না নেওয়াই কি তবে সমাধান!

হাসান ইমাম : প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক

৩০০ গাড়ি ও ব্যক্তিগত বাহিনী

মধ্যে অ্যাডলফ হিটলারের দেওয়া একটি গাড়ি আছে। এছাড়া একটি বোয়িং ৭৩৭ বিমানসহ ব্যক্তিগত জেট রয়েছে। তার পরিবারও একটি বেসরকারি বাহিনীর মালিক।

এক নজরে সুলতানের সম্পদ: ব্লুমবার্গের দেওয়া তথ্য অনুসারে, আনুমানিক ৫.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সম্পদ রয়েছে। যদিও ধারণা করা হয় এর চেয়ে বেশি সম্পদ রয়েছে সুলতান ইব্রাহিমের।

মালয়েশিয়ার অন্যতম প্রধান মোবাইলফোন পরিষেবা প্রদানকারী ইউ মোবাইলের ২৪ শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে তার। প্রাইভেট ও পাবলিক কোম্পানিতে অতিরিক্ত পাঁচ হাজার ৮৮০ লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ আছে।

শুধু তাই নয়, সিঙ্গাপুরে চার বিলিয়ন ডলার মূল্যের জমি রয়েছে তার। সেখানে রয়েছে টাইরসাল পার্ক ও বোটানিক গার্ডেন সংলগ্ন একটি বিস্তৃত এলাকা। এদিকে শেয়ার ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় ১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার লেনদেন করেন সুলতান।

মালয়েশিয়ার বাইরেও সুলতান ইব্রাহিমের সম্পদের উপস্থিতি রয়েছে। চীনাদের সঙ্গে বড় বড় প্রকল্প রয়েছে তার। ব্যবসায়ীক স্বার্থে চীনা বিনিয়োগকারী ও সিঙ্গাপুরের নেতাদের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। সূত্র: বাংলাট্রিবিউন

সেরা প্রকল্প হিসেবে স্বীকৃতি

নুয়ারী বৃহস্পতিবার এসোসিয়েশন ফর পাবলিক সার্ভিস এক্সেলেন্স (এপিএসই) আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে টাওয়ার হ্যামলেটসের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিল মাইমুম তালুকদারের হাতে এওয়ার্ড তুলে দেন শ্যারণ হজসন এমপি। এসময় কাউন্সিলের শিক্ষা বিভাগের উর্ধতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

অত্যন্ত কঠোর বাছাই প্রক্রিয়ার পর, টাওয়ার হ্যামলেটসকে তার যুগান্তকারী ইউনিভার্সাল ফ্রি স্কুল মিল (ইউএফএসএম) প্রোগ্রামের জন্য এপিপিজি'র এক্সিলেন্স ইন স্কুল ফুড অ্যাওয়ার্ডের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়। পুরস্কারটি সারাদেশের সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি দল দ্বারা বিচার করা হয়। এই পুরস্কার হচ্ছে যারা স্থানীয় কমিউনিটি এবং শিশুদের উপর ইতিবাচক ফলাফল অর্জনের জন্য টাওয়ার হ্যামলেটসের ফ্রি স্কুল মিলস প্রকল্প টিম কীভাবে একসাথে কাজ করেছে তারই স্বীকৃতি।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, বারার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যারা 'ইউনিভার্সাল ফ্রি স্কুল মিল' (ইউএফএসএম) প্রদান ও প্রচারে জড়িত তাদের প্রত্যেককে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই। এই প্রকল্পটি তার প্রাপ্য জাতীয় স্বীকৃতি পাওয়ায় আমি আনন্দিত, এবং আমি আশা করি এটি অন্যান্য কাউন্সিলকে অনুপ্রাণিত করবে।

এই এওয়ার্ড লাভের পর এক প্রতিক্রিয়ায় টাওয়ার হ্যামলেটসের শিক্ষা বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার এবং ডেপুটি মেয়র, কাউন্সিলর মাইমুম তালুকদার বলেছেন, টাওয়ার হ্যামলেটস স্কুল মিলস কর্মসূচিটি অল-পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ এক্সেলেন্স এওয়ার্ড লাভ করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমাদের মেয়র লুৎফুর রহমানের বিনিয়োগে, যা টাওয়ার হ্যামলেটসকে সারাদেশের মধ্যে প্রথম ও একমাত্র কাউন্সিল হিসেবে ইউনিভার্সেল ফ্রি স্কুল মিলস চালু করার স্বীকৃতি হিসেবে আমরা এই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। এজন্য আমরা আমাদের মেয়র, আমাদের তরুণ বয়সী এবং আমাদের সকল স্টাফের কাছে কৃতজ্ঞ। এই এওয়ার্ড আমাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে এবং আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সাহস জোগাবে।

তিনি বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটস-এর তরুণ সম্প্রদায় এবং তাদের পরিবারের উপর এই স্কিমটি যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে তা দেখার জন্য আমি উন্মুখ।"

উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যের প্রথম স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে টাওয়ার হ্যামলেটস ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে যুগান্তকারী এই উদ্যোগটি চালু করে, যার আওতায় বারার সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফ্রি খাবার সরবরাহ, এবং স্বাস্থ্যকর খাওয়ার আচরণের প্রচার করে। এ ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে কাউন্সিল জীবনযাত্রার ব্যয় সংকটের সাথে সংগ্রামরত পরিবারগুলোকে সহায়তা করে যাচ্ছে।

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের 'ইউনিভার্সাল ফ্রি স্কুল মিল' (ইউএফএসএম) প্রদান করার জন্য, টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল ২০২২ সালের মে মাসে একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করে, যার লক্ষ্য হচ্ছে যে সকল ছাত্র ছাত্রী বিনামূল্যে স্কুলের খাবারের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে না, নিম্ন-আয়ের পরিবারের সেই সকল শিক্ষার্থীদেরকে ফ্রি খাবারের আওতায় আনা। এই উদ্যোগটি শিশু প্রতি বছরে ৫৫০ পাউন্ড সাশ্রয় করার মাধ্যমে জীবনযাত্রার ব্যয়-সংকটের সময় পরিবারগুলোর আর্থিক বোঝা কমানোরও চেষ্টা করে।

২০২৩ সালের অক্টোবরের মধ্যে, বারার ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সবগুলোতেই সফলভাবে ইউএফএসএম চালু করা হয়েছে। এর ফলে টাওয়ার হ্যামলেটসের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ৮,৫০০ ছাত্র-ছাত্রী স্বাস্থ্যকর, তাজা রান্না করা খাবার পাচ্ছে।

অগ্রগামী ইউএফএসএম এর কৃতিত্ব হচ্ছে এটি স্থানীয় কমিউনিটির এবং বারার শিশুদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং স্কুলের খাদ্য কর্মসূচিতে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য একটি নতুন মান স্থাপন করছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সপ্তাহে ৩৬ ঘণ্টা উপবাস করেন

৫টা থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত স্থায়ী থাকে তার উপবাসের সময়কাল। তবে এই সময়ের মধ্যে তিনি ব্ল্যাক কফি এবং জল পান করেন। এমনটিই দ্য টাইমসকে জানিয়েছেন নাম প্রকাশ না করা প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

মিঃ সুনাক বছরের পর বছর ধরে এই অভ্যাসটি অনুসরণ করেছেন বলে জানা যায় যা তার হিন্দু বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তার নিজ ধর্মের কিছু অনুসারীকে উপবাস পালন করতে দেখে তিনিও এটি পালন করে থাকেন। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের গবেষণা অনুসারে সুনাকের এই অভ্যাস স্ট্রেসের বিরুদ্ধে শরীরের প্রতিরক্ষা বাড়াতে পারে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে।

বিরতিহীন উপবাস হল একটি খাওয়ার ধরণ যা জেনিফার অ্যানিস্টন, এলি ম্যাকফারসন এবং রিস উইদারস্পুনের মতো সেলিব্রিটিদের সুস্থতার রুটিনের অংশ হিসাবে ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষিত। মিঃ সুনাক ধূমপান পছন্দ করেন না এবং অন্যদের নিরুৎসাহিত করেন। এর আগে তিনি কিশোর-কিশোরীদের কাছে বিক্রি হওয়া ভ্যাপিং পণ্য রোধ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ ছাড়া প্রতি সপ্তাহে গ্রীক দই এবং ব্লুবেরি খান তিনি এবং তার নাস্তার টেবিলে থাকে একটি দারুচিনি বান, একটি ব্যথা বা চকলেট বা একটি চকোলেট চিপ মাফিন।

কাবা শরিফ ও মসজিদে নববীতে

ন্য সৌদির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় এই উদ্যোগ নিয়েছে। মক্কা-মদিনায় আসা হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করার অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মাসুদ আল জাবরি নামের সৌদির এক বিবাহ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মসজিদে বিয়ে পড়ানোর ক্ষেত্রে ধর্মীয় সম্মতি আছে। মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) একবার এক সাহাবীর বিয়ে মসজিদে পড়িয়েছিলেন।

তিনি বলেন, মদিনার অনেক মানুষ ঐতিহ্যগতভাবে বিয়েতে তাদের সব আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেন। বেশিরভাগ সময়ই কনের পরিবার সবার জন্য ঘরে জায়গা করতে পারে না। ফলে মসজিদে নববী বা কাবায় এসে বিয়ে পড়ানো হয়।

মাসুদ আল জাবরি জানান, অনেকের বিশ্বাস মসজিদের বিয়ে পড়ানো হলে সেটি মঙ্গলজনক হয়।

সৌদি সরকারের এ বিবাহ কর্মকর্তা জানান, মসজিদে নববী অথবা কাবা শরিফে যারা বিয়ে পড়াতে আসবেন তাদের কিছু নিয়ম-কানুন মানতে হবে। যেমন: জোরে শব্দ করে মুসল্লিদের মনযোগ নষ্ট করা যাবে না। মসজিদগুলোর পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে এবং কফি, মিস্টিসহ অন্যান্য খাবার বেশি পরিমাণে আনা যাবে না।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই দুই মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করে– সেখানে বিয়ে আয়োজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য 'ব্যতিক্রম আইডিয়া' নিয়ে আসার এটি একটি বড় সুযোগ।

যুক্তরাষ্ট্রে নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে যেভাবে

দিকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রক্রিয়া শুরু হয়। রাত ৮টা ২৫ মিনিটের দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

যেভাবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো

বৃহস্পতিবার স্মিথের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা শুরুতে তাঁকে একটি স্ট্রেচারে শুইয়ে দেন। এরপর তাঁর মুখে বিশেষ একটি মাস্ক পরিয়ে দেওয়া হয়। মাস্কটি নাইট্রোজেন-ভর্তি একটি সিলিন্ডারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই মাস্কের ভেতর দিয়ে অক্সিজেন চলাচলের কোনো সুযোগ ছিল না।

এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রক্রিয়া দেখার জন্য পাঁচ সাংবাদিককে সুযোগ দেওয়া হয়। তাঁরা কাচের দেয়ালের অপর পাশ থেকে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। প্রত্যক্ষদর্শী ওই সাংবাদিকেরা বলেছেন, নাইট্রোজেন প্রয়োগের পরও কয়েক মিনিট পর্যন্ত স্মিথের জ্ঞান ছিল। এরপর তিনি কাঁপতে থাকেন। দুই মিনিট পর্যন্ত তিনি স্ট্রেচারের ওপর গড়াগড়ি করতে থাকেন। এরপর কয়েক মিনিট ধরে তাঁকে গভীর শ্বাস নিতে দেখা যায়। এরপর তাঁর শ্বাসের গতি ধীর হয়ে আসে এবং তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়েন।

প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিরা আরও বলেন, মাস্ক দিয়ে নাইট্রোজেন গ্যাসের সরবরাহ শুরুর আগে স্মিথ শেষবারের মতো দীর্ঘ একটি বক্তব্য দিয়েছেন। বক্তব্যের শুরুতে তিনি বলেন, 'আজ রাতে আলাবামা কর্তৃপক্ষ মানবিকতাকে এক ধাপ পেছনে নিয়ে গেল।'

ঘটনাস্থলে স্মিথের স্ত্রী এবং অন্য স্বজনেরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশে স্মিথ বলেন, ভালোবাসা, শান্তি আর জ্যোতি নিয়ে আমি পৃথিবী ছাড়ছি। তোমাদের সবার জন্য ভালোবাসা থাকল।'

মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর আলাবামার কারেকশনস কমিশনার (দণ্ড কার্যকরসংক্রান্ত কর্মকর্তা) জন হ্যাম একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, স্মিথ যে স্ট্রেচারের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন, সেটা প্রত্যাশিত ছিল কি না। জবাবে হ্যাম বলেন, 'যতটা বেশি সময় পর্যন্ত পারা যায়, স্মিথ তাঁর শ্বাস ধরে রাখতে চেয়েছেন বলে মনে হয়েছে। তিনি কিছুক্ষণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধতাগুলোর বিরুদ্ধে লড়েছেন। তবে এটি যেহেতু ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালানো একটি প্রক্রিয়া এবং এ প্রক্রিয়ায় শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তাই এগুলো সব প্রত্যাশিতই ছিল।'

১৯৮৮ সালে এলিজাবেথ সেনেট নামের এক নারীকে খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হন স্মিথ। ২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্মিথকে ইনজেকশন প্রয়োগ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের অনুমতি দেন। এলিজাবেথ সেনেটকে খুন করার জন্য কেনেথ স্মিথ এবং তাঁর এক সহযোগীকে ভাড়া করেছিলেন ওই নারীর স্বামী চার্লস সেনেট। কৌঁসুলিরা বলেছেন, স্ত্রীর বিমার টাকা পেতে এ ষড়যন্ত্র করেছিলেন চার্লস। পরে তিনি আত্মহত্যা করেন। এ হত্যার ঘটনায় স্মিথের সহযোগীকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ২০১০ সালে এ দণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

২০২৩ সালের মে মাসে দ্বিতীয় দফায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রচেষ্টা চালানোর সিদ্ধান্তকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন স্মিথ। তাঁর আইনজীবী সূত্রে জানা গেছে, অঙ্গরাজ্যের স্থানীয় আদালতে স্মিথ বলেছিলেন, মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর দ্বিতীয় এ প্রচেষ্টা মার্কিন সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীকে লঙ্ঘন করবে। ওই সংশোধনীতে নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক শাস্তি প্রদানের বিরুদ্ধে বলা আছে। তা ছাড়া ইনজেকশন প্রয়োগের মাধ্যমে প্রথম দফায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ওই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর মারাত্মক রকমের শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণায় ভুগতে হয়েছে বলেও দাবি করেছিলেন তিনি।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিশেষজ্ঞ এবং আইনজীবীরাও স্মিথকে নাইট্রোজেন গ্যাস প্রয়োগ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের বিরোধিতা করেছিলেন। তবে আলাবামা কর্তৃপক্ষের দাবি, নাইট্রোজেন গ্যাস প্রয়োগ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের এই প্রক্রিয়া এখন পর্যন্ত জানা সবচেয়ে ব্যথাহীন ও মানবিক মৃত্যুদণ্ডের প্রক্রিয়া।

বৃটেনে ডিসপোজেবল ই-সিগারেট নিষিদ্ধ

জানুয়ারি সোমবার প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের দপ্তর থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা আমাদের শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ধূমপান থেকে বিরত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এমনকি যেসব প্রাপ্তবয়স্ক তরুণ-তরুণী ধূমপানে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে, আমরা তাদেরকেও ধীরে ধীরে ধূমপানমুক্ত জীবনে ফিরিয়ে আনতে চাই। শিগগিরই এ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

এদিকে সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ই-সিগারেট প্রস্তুতকারী ব্রিটিশ উদ্যোক্তাদের সংগঠন ইউকে ভ্যাপিং ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন। সেই সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশন হুমকি দিয়ে বলেছে, যদি সত্যিই সরকার এই কঠোর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে, সেক্ষেত্রে ২০২৪ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোটের ক্ষেত্রে তার ফল ভুগতে হবে।

ধূমপান যুক্তরাজ্যে বিরাট একটি সমস্যা। এ দেশের প্রতি চার জন ক্যানসার রোগীর একজন ধূমপানের কারণে এই রোগটিতে আক্রান্ত হন। এছাড়া ক্যানসার ও নিয়মিত ধূমপানের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর ব্রিটেনে মৃত্যু হয় অন্তত ৮০ হাজার মানুষের।

যুক্তরাজ্যের সরকারি পরিসংখ্যান দপ্তর এবং অলাভজনক সংস্থা অ্যাকশন অন স্মোকিং অ্যান্ড হেলথের (অ্যাশ) তথ্য অনুসারে, শতাংশ হিসেবে ২০২০ সালে যেখানে ৪ দশমিক ১ শতাংশ কিশোর-কিশোরী ধূমপানে আসক্ত ছিলো, ২০২৩ সালে তা বেড়ে পৌঁছেছে প্রায় ৯ শতাংশে।

অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ধূমপানের আসক্তি রোধ করতে ২০২৩ সালের অক্টোবরে একটি আইন জারির পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন ঋষি সুনাক। ঘোষণায় তিনি বলেছিলেন, ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি এবং তারপরে যাদের জন্ম হয়েছে, তাদের কাছে সিগারেট ও তামাকজাত পণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ করা হবে। কিন্তু সেই আইনের পুরোপুরি বাস্তবায়ন এখনও হয়নি। ধূমপায়ীর সংখ্যাও কমেনি।

এদিকে যুক্তরাজ্যে যারা ধূমাপনমুক্ত সমাজ গড়ার আন্দোলনে যুক্ত, তাদের অনেকের মতে জনগণকে সিগারেট ও তামাকজাত পণ্য থেকে দূরে রাখতে প্রাথমিকভাবে ই-সিগারেট বা ভ্যাপ বেশ কার্যকর। কিন্তু বার বার ব্যবহারযোগ্য ই-সিগারেটের পরিবর্তে যে হারে ডিসপোজেবল ই-সিগারেট ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে তারাও উদ্বেগ বোধ করছেন।

'বহুদিন ধরেই আমি এ পদক্ষেপ নিতে চাইছি। যখন আমি কোনো দোকানে প্রদর্শনের জন্য রাখা ডিসপোজেবল ই-সিগারেটগুলো দেখি, তখনই আমার অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য উদ্বেগ হয়। আমার বিশ্বাস, ডিসপোজেবল ই-সিগারেট নিষিদ্ধ হলে তা ব্রিটেনের পরিবেশের জন্যও ইতিবাচক হবে,' বিবৃতিতে বলেন সুনাক।

এদিকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বিবৃতি প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা বিবৃতি দিয়েছে ইউকে ভ্যাপিং ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন। বিবৃতিতে উদ্যোক্তারা বলেছেন, 'জনগণকে সিগারেট ও তামাকজাত পণ্য থেকে দূরে রাখতে ই-সিগারেট যে কার্যকর তা ইতোমধ্যে প্রমাণিত। তারপরও সরকার অজুহাত তুলে এই উদ্যোক্তাদের বলির পাঁঠা করতে চাইছে।'

'সরকারের এই প্রস্তাবিত পদক্ষেপ ই-সিগারেট বিক্রির হার কমাবে না, বরং কালোবাজার থেকে ই-সিগারেট কেনার প্রবণতা বাড়বে কিশোর-কিশোরীদের। আমরা সরকারকে এই পদক্ষেপ প্রত্যাহারের আহ্বান জানাচ্ছি। যদি তা না হয়, সেক্ষেত্রে আগামী নির্বাচনে তার প্রভাব পড়বে।'

সূত্র : বিবিসি, রয়টার্স

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

৩০০ গাড়ি ও ব্যক্তিগত বাহিনী

মালয়েশিয়ার নতুন রাজার আরও যা আছে

দেশ ডেস্ক, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : মালয়েশিয়ার ১৭তম রাজা হিসেবে শপথ নিয়েছেন ধনকুবের সুলতান ইব্রাহিম ইস্কান্দার। দেশটির চক্রাকার রাজ ব্যবস্থার অধীনেই নতুন রাজা হিসেবে বুধবার শপথ গ্রহণ করেন তিনি। আনুমানিক প্রায় ছয় বিলিয়ন মার্কিন ডলার সম্পদের মালিক নতুন রাজা। তার কী কী সম্পদ রয়েছে তা এক প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।

প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, আবাসন, টেলিযোগাযোগ ও পাম তেল থেকে শুরু করে খনি পর্যন্ত সুলতান ইব্রাহিম ইস্কান্দারের সম্পদ রয়েছে। মালয়েশিয়ার প্রায় সব জায়গায় তার সম্পদ রয়েছে। ঐশ্বর্যশালী ইস্তানা বুকিত সেরিন, তার বাসভবন, তার পরিবারের সম্পদ সেটাই প্রমাণ করে।

এই রাজার ৩০০ টিরও বেশি বিলাসবহুল গাড়ি রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, এই গাড়িগুলোর -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল

সেরা প্রকল্প হিসেবে স্বীকৃতি পেলো ফ্রি স্কুল মিল

দেশ ডেস্ক, ২ জানুয়ারি : স্কুলের সকল শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে খাবার সরবরাহের একটি যুগান্তকারী কর্মসূচি 'ইউনিভার্সাল ফ্রি স্কুল মিল' (ইউএফএসএম) চালু করে টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল জিতে নিলো অত্যন্ত মর্যাদাকর অল-পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ (এপিপিজি) এক্সেলেন্স ইন্ স্কুল ফুড এওয়ার্ড। গত ২৫ জ ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

সপ্তাহে ৩৬ ঘণ্টা উপবাস করেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী

দেশ ডেস্ক, ২ জানুয়ারি ২০২৪ : বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর জীবন ধারার নতুন তথ্য এবার প্রকাশ্যে এলো, বিশেষ করে খাদ্য অভ্যাসের সময়কালের সূচীর একটি অংশ। জানা গেছে, সপ্তাহে ৩৬ ঘন্টা উপবাস করেন ৪৩ বছর বয়সী প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। প্রতি সোমবার কিছুই খান না তিনি। প্রতি রোববার বিকাল ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

কাবা শরিফ ও মসজিদে নববীতে বিয়ের অনুমতি দিল সৌদি

দেশ ডেস্ক, ২ জানুয়ারি ২০২৪ : ইসলামের পবিত্র দুই স্থান কাবা শরিফের চারপাশে মসজিদে হারাম ও মদীনার মসজিদে নববীতে (হারাম) বিয়ে পড়ানোর অনুমতি দিয়েছে সৌদি আরব। সৌদির দৈনিক আল ওয়াতানের বরাতে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ এ তথ্য জানিয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পবিত্র মক্কা ও মদিনায় স্বস্তিতে যেন বিয়ে পড়ানো যায়, সেজ ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

যুক্তরাষ্ট্রে নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে যেভাবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

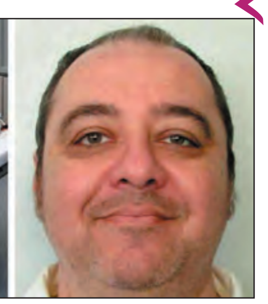

দেশ ডেস্ক, ২ জানুয়ারি ২০২৪ : যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা অঙ্গরাজ্যে নাইট্রোজেন গ্যাস প্রয়োগ করে কেনেথ স্মিথ নামের সেই হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। গত ২৫ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার তাঁর দণ্ড কার্যকর হয়। এটি আলাবামা অঙ্গরাজ্যে তথা যুক্তরাষ্ট্রে নাইট্রোজেন গ্যাস প্রয়োগ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রথম ঘটনা।

সন্ধ্যা ৭টা ৫৩ মিনিটের ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud | Published By: Reflect Media Ltd, 31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP | Telephone: 0203 540 0942 • Advert: 07940 782 876 | Email: info@weeklydesh.co.uk • advert@weeklydesh.co.uk